ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ-এর মাসিক প্রকাশনা

ইঞ্জিনিয়ার্স নিউজ

রেজি নং-ডিএ-১৯২৭, বর্ষ: ৩৮, ১ম সংখ্যা
জুলাই-আগস্ট ২০১৩

- প্রচ্ছদ রচনা ঃ ধস থেকে শিক্ষা
- স্মরণ: মরহুম প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক, পিইঞ্জ
- প্রকৌশল ব্যক্তিত্ব : অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী
- পরিবেশ: বুড়িগঙ্গাকে ভাল রাখা দরকার

সম্মানিত লেখক-পাঠকবৃন্দের প্রতি ঃ

ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ এর নিয়মিত বিভাগসমূহ

ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ
ENGINEERING NEWS, IEB

- চিঠিপত্র
- **বিশেষ নিবন্ধ/প্রতিবেদন ঃ** চলমান জনগুরুত্বসম্পন্ন প্রকৌশল প্রকল্প, প্রযুক্তি বিকাশ, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও জাতীয় উন্নয়নে লাগসই প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন/ বিশেষ নিবন্ধ।
- **ধারাবাহিক ঃ** স্বনামধন্য লেখকবৃন্দের বিশেষ নিবন্ধ ধারাবাহিক আকারে প্রকাশ।
- **মুক্তমঞ্চ ঃ** প্রকৌশল/ প্রযুক্তিগত জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং প্রকৌশল পেশা সংক্রান্ত যুক্তিপূর্ণ মতামতধর্মী লেখা; পাঠক প্রতিক্রিয়া
- **প্রযুক্তি বিতর্ক ঃ**

  জনগুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত বিষয়ে (যেমন ঃ তেল, গ্যাস, আহরণ, বিতরণ, বিপনন, পারমানবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, কয়লা উত্তোলন ও ব্যবহার, রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ত্রিদেশীয় গ্যাস সঞ্চালন লাইন, বিকল্প জ্বালানী, নবায়নযোগ্য জ্বালানী, আঞ্চলিক এনার্জি শেয়ারিং) চলমান বিতর্ক জনস্বার্থে গঠনমূলকভাবে উৎসাহিত করা।
- **গ্রীণ টেকনোলজি ঃ** গ্রীণ হ্যাবিট্যাট, গ্রীণ আর্কিটেকচার, পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে নিবন্ধ, সংবাদ ও তথ্য প্রকাশ।
- **প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ব ঃ** প্রযুক্তি ও প্রকৌশল ক্ষেত্রে নব্য-আবিষ্কার/ উদ্ভাবনের সচিত্র খবর/ফিচার।
- **উদ্ভাবন ঃ** নবীন-প্রবীন প্রকৌশলী এবং প্রকৌশলে অধ্যায়নরতদের উদ্ভাবনের খচিত খবর।
- **পরিবেশ ও প্রতিবেশ ঃ** বিষয় ক্ষেত্রে তথ্য, সচিত্র সংবাদ ও নিবন্ধ প্রকাশ।

  সংগঠন পরিচিতি/ সংগঠন সংবাদ ঃ
- **আইইবি সংবাদ ঃ**
- **প্রকৌশল ব্যক্তিত্ব ঃ** নবীন প্রবীণ প্রকৌশল ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার ও পরিচিতি।
- **সাক্ষাৎকার ঃ** গুরুত্বপূর্ণ প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত বিষয়ে স্বনামধন্য প্রকৌশল ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার।
- **অতিথি কলাম ঃ** অপ্রকৌশলী মননশীল লেখকদের প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে মতামত সম্বলিত নিবন্ধ।

- **বিশেষ কার্যক্রম**

  ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ-এর উদ্যোগে গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন।

  উদ্দেশ্য ঃ জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট এবং জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত বিষয়ে জনমত সংগঠন।

বিস্তারিত তথ্য ও যোগাযোগ ঃ নির্বাহী সম্পাদক, ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ, আইইবি
মোবা ঃ ০১১৯৯ ০৪৪৫০১, ইমেইল ঃ enggnewsieb@gmail.com

আইইবি-এর মাসিক প্রকাশনায় নিয়মিত লিখুন, বিজ্ঞাপন দিন

www.facebook.com/engineeringnews.ieb

স | ম্পা | দ | না | প | রি | ষ | দ

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
প্রকৌশলী মেসবাহুর রহমান টুটুল

সম্পাদক
প্রকৌশলী মিয়া মোহাম্মদ কাইউম

সম্পাদকমণ্ডলী
প্রকৌশলী এস.এম. গালিব
প্রকৌশলী মঈদ রুমি, পিইঞ্জ
প্রকৌশলী কাজী মো. ওবায়দুল্লাহ (কাজী ওবায়েদ), পিইঞ্জ
প্রকৌশলী আফজাল আহমেদ
প্রকৌশলী ধরিত্রী কুমার সরকার
প্রকৌশলী আ.ন.ম. ওবায়দুল্লাহ

নির্বাহী সম্পাদক
প্রকৌশলী মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ্

সহযোগী সম্পাদক
প্রকৌশলী সৈয়দ হাসান ইমাম (ফিরোজ)

সম্পাদনা সহকারি
মো. জসীম উদ্দিন

প্রকাশনা সহকারি
এ এইচ এম তাজউদ্দিন

গ্রাফিক্স ও অঙ্গসজ্জা
সুব্রত, প্রদীপ দেবনাথ

চিত্রগ্রাহক
দেবব্রত দাশ

সম্পাদকীয় কার্যালয়
ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ
সদর দফতর : রমনা, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৫৫৯৪৮৫, ৯৫৬৬৩৩৬, ৯৫৫৬১১২
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯৫৬২৪৪৭
ইমেইল : info.iebhq@gmail.com
enggnewsieb@gmail.com (সম্পাদকীয় ও বিজ্ঞাপন)
www.iebbd.org
www.facebook.com/engineeringnews.ieb

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ-এর মাসিক প্রকাশনা

ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ
ENGINEERING NEWS, IEB

রেজি নং-ডিএ-১৯২৭, বর্ষ:৩৮, ১ম সংখ্যা, জুলাই-আগস্ট ২০১৩

সম্পাদকীয়

৩৭ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা প্রকাশের প্রায় দীর্ঘ বছরকাল পরে ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ পুনরায় প্রকাশিত হচ্ছে। অনিবার্য এবং বোধগম্য কারণে ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ প্রকাশনা স্থগিত ছিল। বর্তমান সংখ্যাটি 'জুলাই-আগস্ট, ২০১৩' সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে।

বর্তমান কাউন্সিল (২০১৩ এবং ২০১৪ মেয়াদের) ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ নতুন আঙ্গিকে, বর্ণাঢ্য ও বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয়বস্তু সমৃদ্ধ প্রকাশনায় উন্নীত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যাতে প্রকৌশলী পাঠকের গন্ডি পেরিয়ে প্রকাশনাটি প্রকৌশল, প্রযুক্তি ও উন্নয়ন বিষয়ে আগ্রহী পাঠক কর্তৃক সমাদৃত হয়। এ লক্ষ্যে আমরা কয়েকটি নিয়মিত বিভাগে লেখা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। প্রচ্ছদ প্রতিবেদন ছাড়াও উল্লেখযোগ্য বিভাগসমূহ হচ্ছে মুক্তমঞ্চ, প্রযুক্তি বিতর্ক, পরিবেশ-প্রতিবেশ, নবায়নযোগ্য ও বিকল্প শক্তি, গ্রিন টেকনোলজি ইত্যাদি। এছাড়াও অতিথি কলামে অপ্রকৌশলী সুধী লেখকবৃন্দ জাতীয় উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে প্রকৌশল, প্রযুক্তি ও উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়ে লিখবেন।

আমরা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ-এর 'মাসিক মুখপত্র'-এ পরিচিতির গন্ডি থেকে বৃহত্তর সচেতন পাঠক মহলের সামনে উপস্থিত হতে চাচ্ছি, আপনাদের অকৃপণ সহযোগিতা কাম্য।

সম্প্রতি সমাপ্ত দুইটি ভৌত অবকাঠামোগত প্রকল্প জনগণের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, এর একটি সদ্য সমাপ্ত কুড়িল ফ্লাইওভার-ইন্টারচেঞ্জ, অন্যটি হাতিরঝিল প্রকল্প। বৃহৎ অবকাঠামো পরিকল্পনা ডিজাইন ও বাস্তবায়নে আমাদের প্রকৌশলী-স্থপতি-প্রযুক্তিবিদদের সক্ষমতা নির্দেশক এ প্রকল্প দুটি সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে এবং প্রযুক্তিগত বিষয়ে আত্মনির্ভরতা অর্জনে দেশপ্রেমিক জনগণকে আশাবাদী করে তুলেছে। কেননা, প্রকল্প দুইটির পরিকল্পনা, ডিজাইন ও নির্মাণে শতভাগ অবদান রয়েছে আমাদের দেশীয় প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদদের। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভৌত অবকাঠামো নির্মাণে আমাদের প্রকৌশলীদের সক্ষমতা যে কোন 'উন্নত' দেশের প্রকৌশলীদের সমকক্ষ। সেতু, ফ্লাইওভার, রাস্তা ও বাঁধ-এর পরিকল্পনা ও নকশা প্রণয়ন এবং নির্মাণ কাজে আমরা বিদেশী প্রকৌশলী-প্রযুক্তিবিদ এবং উপদেষ্টাদের কোন প্রয়োজন দেখি না। ধরিত্রী উষ্ণায়ন সৃষ্ট পরিবেশ ও জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় আমাদের প্রস্তুতি গ্রহণে আর বিলম্ব করার অবকাশ নেই। এ প্রেক্ষাপটে একটি দেশীয় ও অঞ্চলভিত্তিক দক্ষ ও টেকসই উপযোগী অবকাঠামো পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের বিষয়টি এখন সময়ের দাবী। প্রয়োজন কেবল আমাদের প্রকৌশলী প্রযুক্তিবিদদের ওপর পূর্ণ আস্থা রেখে যথাযথ সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

শুধু অবকাঠামোগত বিষয় নয়, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও উন্নয়ন, প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধান, আহরণ ও ব্যবহার উপযোগীকরণ, বস্ত্র শিল্পের উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের দেশীয় প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদদের সক্ষমতাও গুরুত্বের সাথে বিবেচনার দাবী রাখে।

বর্তমান শতাব্দির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রকৌশলীদের প্রস্তুত করতে, নেতৃত্ব দিতে জাতীয় প্রতিষ্ঠান ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ অব্যাহতভাবে ব্যাপক পেশাগত কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

প্রযুক্তি ও প্রকৌশলগত ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জন জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত। আমাদের যা প্রয়োজন তা হল একটি উপযোগী জাতীয় প্রকৌশল ও প্রযুক্তি নীতিমালা এবং অবশ্যই রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও প্রজ্ঞাপ্রসূত কার্যকর ও যৌক্তিক সিদ্ধান্ত। বিষয়টি সরকারের নীতিনির্ধারণী মহল ভেবে দেখবেন বলে আমরা আশা করি। ■

■ চিঠিপত্র, মুক্তমঞ্চ ও প্রযুক্তি বিতর্ক বিভাগে প্রকাশিত লেখার মতামত লেখকের

■ সম্পাদক কর্তৃক ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, সদর দফতর : রমনা, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত। [সদস্যদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য]

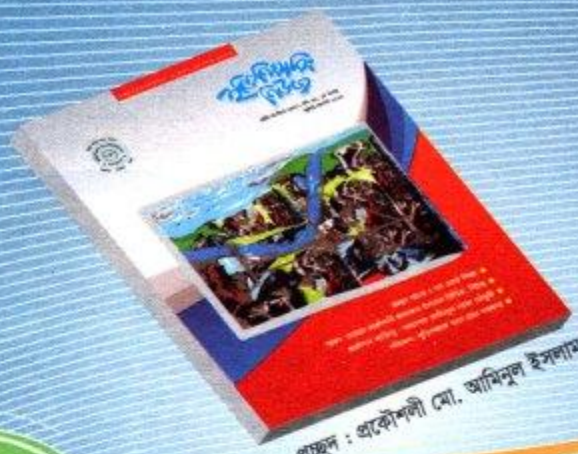

প্রচ্ছদ : প্রকৌশলী মো. আমিনুল ইসলাম

এই সংখ্যায়

প্রচ্ছদ রচনা ঃ ধস থেকে শিক্ষা
প্রকৌশলী মো. এমদাদুল ইসলাম

হাতিরঝিল প্রকল্প রক্ষায় চাই নাগরিক সচেতনতা
প্রকৌশলী কাজী মুহম্মদ ওবায়দুল্লাহ, পিইঞ্জ

বুড়িগঙ্গাকে ভাল রাখা দরকার
প্রকৌশলী ধরিত্রী সরকার সবুজ

গ্রিন টেকনোলজি: গ্রিন হ্যাবিট্যাট
প্রকৌশলী এ.এম. মঈনউদ্দিন খান ফারুক

জ্বালানি সংকট ও বিকল্প শক্তি
প্রকৌশলী জি.এম.এম.কামাল পাশা

রূপকল্প-২০২১ সফল করার লক্ষ্যে সময়ের দাবী ঃ 'বাংলাদেশ রিভার ড্রেজিং অথোরিটি'
প্রকৌশলী মো. আজিজুল হক

প্রসঙ্গ: কোটা ব্যবস্থা, পেশাদারিত্বের অবমূল্যায়ন এবং জাতীয় উন্নয়ন
প্রকৌশলী মো. মতিউর রহমান তালুকদার

প্রচ্ছদ রচনা ঃ ধস থেকে শিক্ষা

আমাদের প্রধান রপ্তানি খাত গার্মেন্ট শিল্পে দুর্ঘটনা নতুন কিছু নয়,সব সম্ভবের দেশে এসব দুর্ঘটনা আমাদের মোটামুটি গা সওয়া হয়ে গিয়েছিল। তবে রানা প্লাজার দুর্ঘটনা মনে হয় আমাদের প্রতিবন্ধী বিবেককে একটু নাড়া দিয়েছে। রানা প্লাজা নিয়ে এবারে আমাদের প্রচ্ছদ রচনা। দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান, প্রতিকারের উপায় ইত্যাদি প্রসঙ্গ ছাড়াও আমরা বক্ষমান নিবন্ধে প্রকৌশলী হিসেবে ভবনধস প্রতিরোধে দায়বদ্ধতার আলোকে পেশাগত দায়-দায়িত্ব নির্দিষ্ট করার প্রয়াস পেয়েছি। ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজের পক্ষে এবারের প্রচ্ছদ রচনা লিখেছেন রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রধান প্রকৌশলী ***মো. এমদাদুল ইসলাম।***

অপরিকল্পিত নগরায়ণ ও দুর্বল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কারণে রাজধানী ঢাকায় এখন যেনতেনভাবে ইমারত নির্মাণ ও ধস নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। প্রতিটা ঘটনা-দুর্ঘটনাত্তোর অনেক কথাবার্তা হয়, দায়-দায়িত্ব নিয়ে মিডিয়ায় ও নীতি নির্ধারণী মহলে হইচই পড়ে, আলোচনা-সমালোচনার ঝড় চলে, টক্‌শো-মানব বন্ধন-সেমিনার-সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি অনেক কিছু হয়। তারপর কিছুদিন যেতে না যেতে সবকিছু স্তিমিত হয়ে যায়। কিন্তু সাভারে 'রানা প্লাজা' ধসে হাজারো পোশাক শ্রমিকের মৃত্যুতে এবার সবার টনক নড়েছে। ইতোমধ্যে পোশাকশিল্পে শ্রমিকদের যথাযথ নিরাপত্তা ও কর্মপরিবেশ না থাকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার 'জিএসপি' সুবিধা স্থগিত করে দিয়েছে, ইউরোপীয় ইউনিয়নও বাংলাদেশ থেকে পোশাক ক্রয়ে কঠোর শর্ত জুড়ে দিয়েছে। সার্বিকভাবে প্রশ্ন উঠেছে, বাংলাদেশে ভবন ধসের জন্য আসলে কে দায়ী ? ভবন মালিক, নির্মাতা, প্রকৌশলী নাকি ভবনের ব্যবহারকারী ?

একথা ঠিক যে, সার্বিকভাবে দেশে ইমারতের নকশা অনুমোদন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন কর্তৃপক্ষ নেই, ফলে প্রায়ক্ষেত্রে ইমারত নির্মিত হয় জমির মালিক বা ডেভেলপারের ইচ্ছায় অর্থাৎ তাঁরা যেভাবে চান সেভাবে ইমারত/স্থাপনা নির্মিত হয়। আবার যেসব জায়গায় নকশা অনুমোদন করে ইমারত নির্মাণ করা বাধ্যতামূলক সেখানেও যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নেই। ফলে দিনে দিনে অনিরাপদ ও ঝুঁকিপূর্ণ ইমারতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই অবস্থায় ভবনধস ও ঝুঁকিপূর্ণ ইমারত নির্মাণের দায়-দায়িত্ব নিয়ে জমির/ইমারতের মালিকের পক্ষের লোকজনের কথা, ইমারত নির্মিত হয় স্থপতি-প্রকৌশলী ও ঠিকাদার/ডেভেলপার দ্বারা তাই ভবন ধস বা ঝুঁকিপূর্ণ নির্মাণের জন্য মালিক দায়ী হবেন কেন ? প্রায় একই অভিযোগ ভবনের ব্যবহারকারী, ক্রেতা বা ভাড়াটিয়াদের পক্ষের লোকজনের। তাঁদের কথা- আমরা নির্মিত ভবনের ফ্লোর ক্রয় বা ভাড়া করে শিল্প-কারখানা স্থাপন করি, ব্যবসা-বাণিজ্য করি তাই ভবনধসের জন্য আমরা দায়ী হব কেন ? স্থপতি ও প্রকৌশলীদের কথা, জমির মালিক বা ডেভেলপাররা নকশা অনুমোদনে বাধ্যবাধকতার কারণে স্থপতি ও প্রকৌশলীদের কাছে আসেন, তারপর প্রায়ক্ষেত্রে ইমারত নির্মিত হয় মালিকপক্ষের ইচ্ছায়।

২০০৫ সালে 'স্পেকট্রাম' ও ২০০৬ সালে 'ফিনিক্স' ভবন ধসে এবং ২০১০ সালে 'গরীব এন্ড গরীব' ও ২০১২ সালে 'তাজরীন' গার্মেন্টসে আগুনে পুড়ে অসংখ্য মানুষ মারা যাওয়ার পরও ওইসব ভবন মালিক ও শিল্পপতিদের কিছুই হয়নি। বরং তাদের বুক ফোলানো কথা- ভবন ধসে পড়েছে ভুল ডিজাইনের কারণে, আগুন লেগেছে শর্ট সার্কিটে, ইত্যাদি। এসবকে পুঁজি করে স্বার্থান্বেষী মহল অনেক দুর্ঘটনাকে 'নাশকতা' বলেও তাঁদের দায়-দায়িত্ব পরিহার করে। প্রসঙ্গক্রমে, পূর্বেকার বিভিন্ন দুর্ঘটনার পর 'বিজিএমইএ' কর্তৃক গঠিত তদন্তে এরকম কথাবার্তা বলে নিজেদেরকে দায়মুক্ত করে নিলেও রানা প্লাজা ধসে তা সম্ভব হয়নি। ভবন মালিকের সাথে গার্মেন্টস ব্যবসায়ীরাও আটক হন। 'বিজিএমইএ' এর তদন্ত প্রতিবেদনে ভবনটিতে চালু সব গার্মেন্টস মালিককে দায়ী করে তাঁদের যথাযথ শাস্তির জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

ভবনটিতে Structural Crack Develop হয়ে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ার পর এর মালিক, গার্মেন্টস ব্যবসায়ী ও তাঁদের অনুগত লোকজন নাকি প্রচার করেছিলেন, 'ভবনটি ঝুঁকিপূর্ণ নয়, আগামী ১০০ বছরেও এটির কিছু হবে না'। সাভার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাও তাঁদের সাথে সায় দেন। এজন্য সবমিলে সকলে রানা প্লাজার ধসকে 'Man-made Disaster' বলছেন। এখন অপেক্ষার পালা-বিচারে কে/কারা দোষী প্রমাণিত ও কী রায় হয়, তা দেখার। এই দুর্ঘটনার ভয়াবহতায় উচ্চ আদালত স্বপ্রণোদিত হয়ে ধসে পড়া ভবনটির গার্মেন্টস মালিকদের ব্যাংক হিসাব ও সম্পত্তি জব্দ করার নির্দেশ দিয়েছেন, ঢাকা মহানগরীতে বিদ্যমান/চলমান সকল শিল্প-কারখানার কারিগরি পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। সংগত কারণে, ঝুঁকিপূর্ণ বিবেচনায় কিংবা ফাটল আতঙ্কে ইতোমধ্যে ঢাকা মহানগরী এলাকায় অনেকগুলো গার্মেন্টস শিল্প বন্ধ হয়ে গেছে। এনিয়ে পোশাক শ্রমিকদের বেতন-ভাতাদির দাবীতে প্রতিনিয়ত বিভিন্নস্থানে ভাংচুর চলছে। তাই রানা প্লাজা ধসের প্রেক্ষাপটে দেশের ইমারত নির্মাণে ত্রুটি-বিচ্যুতি, আমাদের সামর্থ্য, সক্ষমতা ও দুর্বলতার চুল-চেরা বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

রানা প্লাজা'র ধস ঃ কারণ অনুসন্ধান

রানা প্লাজা ভবনটি ছিল একটি বেসমেন্টসহ ৯-১০ তলা বিশিষ্ট। সাভার পৌরসভা ভবনটির নির্মাণে অনুমোদন দেয়। কিন্তু কত তলার, কি হিসেবে ব্যবহারের জন্য (আবাসিক, বাণিজ্যিক নাকি শিল্প কারখানার) ভবনটির নকসা অনুমোদন করা হয়েছে তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি, কারণ অনুমোদিত নকসার কপি পাওয়া যায়নি। তবে রাজউক মহাপরিকল্পনার ভূমি ব্যবহার (DAP) পরিকল্পনা অনুযায়ী উক্ত স্থানে শিল্পভবন নির্মাণের সুযোগ নেই। সাভার পৌরসভা ভবনটির নকসা অনুমোদনকালে এসব কোন বিষয় দেখেনি। স্থানীয় প্রভাবশালী সরকার দলীয় তরুণ নেতা সোহেল রানা যা চেয়েছে, তাতে সাভার পৌরসভা সীল মেরে দিয়েছে। ভবনটির ধসে পড়ার পর পর এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের দুর্যোগ প্রস্তুতি কেন্দ্র (ADPC) নামক একটি গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান 'Rapid Assessment on Collapsed Building in Savar' শীর্ষক তাদের তাৎক্ষণিক এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করে যে, ভবনটি নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী ও দুর্বল কর্মদক্ষতায় তৈরী; কলামগুলো ছিল খুবই দুর্বল প্রকৃতির। অনেক বেশি Heavy Overhang ছিল এবং প্রতি ফ্লোরে কাপড়ের স্তূপ ও অসংখ্য মানুষের ভারে প্রচুর Overloading ছিল। বিভিন্ন তলায় গার্মেন্টসের ভারী যন্ত্রপাতি, বয়লার, ওয়াশার ও জেনারেটর স্থাপন করা ছিল, যার কারণে প্রায়শ ভবনটি কাঁপত! এতে স্বাভাবিকভাবে ভারসাম্যহীনতায় এক পর্যায়ে ভবনটিতে Structural Crack সৃষ্টি হয় ও প্লাস্টার খুলে পড়ে যেতে শুরু করে। ভবন মালিক ও এর ব্যবহারকারীরা এসব বিষয়গুলো জানতেন, কিন্তু তাঁরা ওই বিষয়টিতে কোন গুরুত্ব দেননি। এসব নিয়ে দুর্ঘটনার আগেরদিন (২৩ এপ্রিল, ২০১৩) ঝুঁকিপূর্ণ এই ভবনটির ওপর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়। কিন্তু ভবনটির লোভী মালিক ও গার্মেন্টস ব্যবসায়ীরা তাতে পাত্তা না দিয়ে পোশাক শ্রমিকদের কাজ করতে বাধ্য করেন। ওই অবস্থায় পরের দিন (২৪ এপ্রিল) সকালে ভবনটি ধসে পড়ে। জানা যায় যে, ওই দিন সকালে পোশাক শ্রমিকরা বাধ্য হয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনটিতে কাজ শুরু করলে ভবনটির বিদ্যুৎ চলে যাবার পর স্বয়ংক্রিয় জেনারেটরগুলো স্টার্ট হয়- তখন জেনারেটরের তুমুল কম্পন ও ঝাঁকুনিতে ভবনটির ধস ত্বরান্বিত হয়।

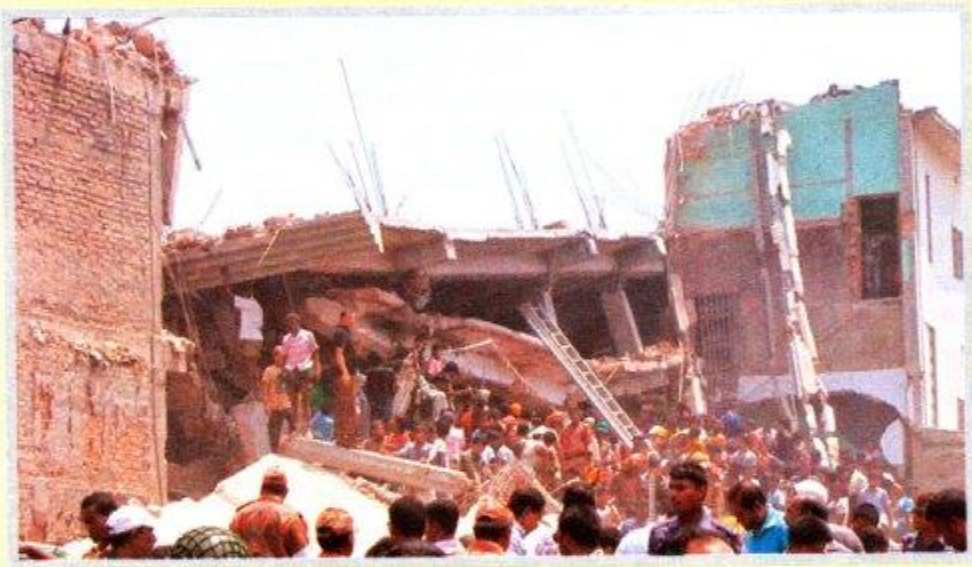

ধসের পর রানা প্লাজা

ভবনটির ধসের প্রকৃত কারণ তদন্ত ও জরুরী করণীয় এর উপর অনেকগুলো তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি কমিটি ইতোমধ্যে তাদের তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের তদন্তে দেখা যায় যে, জনৈক স্থপতি এটিএম মাসুদ রেজা এবং প্রকৌশলী সাজ্জাদ হোসাইন ভবনটির স্থপতি ও কাঠামো ডিজাইনার হিসাবে নকশায় স্বাক্ষর করেছেন। নকশা অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় দলিলাদি দাখিল করা হয়নি। প্রথমে (২০০৫ সালে) অনুমোদন দেওয়া হয় ৬ তলার, পরবর্তীতে ১০ তলার অনুমোদন দেওয়ার সময়ও ভবনটির সয়েলটেস্ট রিপোর্ট, ফাউন্ডেশন ডিজাইন ইত্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়নি। ভবনটির নির্মাণে কখনো কোন প্রকৌশলী জড়িত ছিলেন কি না তার কোন তথ্য নথিতে সংরক্ষিত নেই (দৈনিক প্রথম আলো, ৩ এপ্রিল ২০১৩)। তবে ভবনটি ধসে পড়ার পর পর জনৈক প্রকৌশলী আব্দুর রাজ্জাক মিডিয়ায় জানান, তিনি শুরুতে কিছুদিন ভবনটির নির্মাণ তদারকিতে ছিলেন, কিন্তু মালিক সোহেল রানা তাঁর কথা না শোনায় তিনি সেখান থেকে নিজকে সরিয়ে নেন। এতে যেনতেনভাবে নির্মিত ভবনটিতে বিভিন্ন ধরনের নির্মাণ ত্রুটি দেখা দেয় এবং অত:পর ভবনটিতে Structural Crack সৃষ্টি হয়ে ধসে পড়ে। পরবর্তীতে তিনিও (প্রকৌশলী আব্দুর রাজ্জাক) আটক হন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটিও প্রায় একই ধরনের প্রতিবেদন পেশ করেন এবং তারা রানা প্লাজা ও ভবনটির ব্যবহারকারীদের (গার্মেন্টস মালিক) সরাসরি দায়ী করে তাঁদেরকে সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদানের সুপারিশ করেন। শ্রম মন্ত্রণালয়ের তদন্তে এই দুর্ঘটনার জন্য ২৪ জনকে দায়ী করা হয়েছে। তন্মধ্যে কলকারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তরের ৮ জন, সাভার পৌরসভার মেয়রসহ ১০ জন, ভবনটির মালিক (বাপ-ছেলে উভয়ে) এবং ৮টি গার্মেন্টস কারখানা মালিক। কলকারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তরের লোকজন ভবনটির কারিগরি দিক বিবেচনায় না নিয়ে সেখানে (বিভিন্ন ফ্লোরে) জেনারেটর ও অন্যান্য অনেক ভারী যন্ত্রপাতি স্থাপনের অনুমতি দিয়েছে, যাতে ভবনটিতে Ecentric load develop ও Overloading এর সৃষ্টি হয়ে ধস হয়েছে বলে চিহ্নিত করা হয়।

এভাবে অপরাপর বিভিন্ন তদন্তে আরো নতুন নতুন তথ্য প্রকাশ পাচ্ছে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এবং হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিচার্স ইনস্টিটিউট রানা প্লাজা ধসের উপর পূর্ণাঙ্গ কারিগরি

গবেষণা করেছে। রানা প্লাজার যত তলার অনুমোদন থাকুক না কেন, সম্পূর্ণ ভবনটি যে সোহেল রানার ইচ্ছানুসারেই নির্মিত হয়েছিল তা সব তদন্তে প্রকাশ পেয়েছে। মাত্র কয়েক বছর আগেও জায়গাটি ছিল একটা ডোবা, ভবনটির পূর্বদিকে যার অংশবিশেষ এখনো বিদ্যমান। ভরাটকৃত জায়গায় নামমাত্র পাইলিং করা হয়েছে। এও প্রকাশ পায় যে, ৬ তলা বিশিষ্ট রানা প্লাজা নির্মাণের জন্য প্রথমদিকে খুলনানিবাসী জনৈক কাজী সায়ফুল ইসলামের মালিকাধীন তন্ময় হাউজিং লিমিটেড এর সাথে ভবন মালিকদের (মো: আব্দুল খালেক, মর্জিনা বেগম ও সোহেল রানা) চুক্তি হয়েছিল। কিন্তু নির্মাণকাজ শুরুর কিছুদিন পর তন্ময় হাউজিংয়ের মালিকের সাথে তাঁর মনোমালিন্যের সৃষ্টি হলে সোহেল রানা তাঁর নিজ তত্ত্বাধানে মিস্ত্রী-ওস্তাগারদের দিয়ে ভবনটির নির্মাণ সম্পন্ন করেন। ভবনটি নির্মাণে ব্যাংকের ঋণ, দায়-দেনা ও সোহেল রানার সাথে বিবাদে জড়িয়ে মানসিক চাপে কাজী সায়ফুল মৃত্যুবরণ করেন। এর উপর দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় ২২-২৪ মে ২০১৩ তারিখে ভবনটির নকশা অনুমোদন ও ব্যাংক দেনা নিয়ে অজানা আরো তথ্যাবলীর ওপর তিনদিনের একটি ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। ভবনটির ধ্বংসস্তূপ পরিদর্শনে দেখা যায় যে, এর প্রায় সব কলামগুলোই Undersized (অনেকক্ষেত্রে ১০-১২ ইঞ্চির), আর স্লাবগুলো তুলনামূলকভাবে মোটা। ফলে দুমড়ে মুচড়ে মুহূর্তের মধ্যে ভবনটি 'স্যান্ডউইচ'র মতো হয়ে যায়। সাধারণত মিস্ত্রী-ওস্তাগাররা এভাবে ইমারত নির্মাণ করে থাকেন। তাঁরা ভবন মালিককে পরামর্শ দিয়ে থাকেন যে, প্রকৌশলীরা অহেতুক বেশি রড দিয়ে বিল্ডিং ডিজাইন করেন, অহেতুক কলাম সাইজ মোটা করেন ইত্যাদি। বাস্তবে, আমাদের দেশের অনেক ধনবান লোকজনও স্থপতি-প্রকৌশলীদেরকে 'ফি' না দেওয়ার জন্য মিস্ত্রী-ওস্তাগারদের পরামর্শে বাড়ী করতে পছন্দ করেন। আবার যেসব ক্ষেত্রে প্রকৌশলীরা ডিজাইন করে দেন, সেসব ক্ষেত্রেও মিস্ত্রী-ওস্তাগাররা তা Overdesign বলে মালিককে কম খরচে ইমারত নির্মাণে বুদ্ধি দেয়, বা ক্ষেত্রমতো বাধ্য করেও বলা যায়। এদের সাথে আরো রয়েছে ডিপ্লোমা প্রকৌশলীগণ, যাঁদের অনেকে নির্মাণ কাজের তদারকিকালীন মালিক/ ডেভেলপারকে উলটা-পাল্টা বুঝিয়ে ডিজাইন পরিবর্তন করে ফেলে। যে কারণে, ব্যক্তি ও বেসরকারি পর্যায়ে এমন কোন ইমারত পাওয়া দায়, যেটি ফাউন্ডেশন ও স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক প্রণীত হুবহু ডিজাইন অনুসারে নির্মিত হয়েছে! তবে প্রতিষ্ঠিত ডেভেলপারদের কথা ভিন্ন।

ধ্বংসস্তূপ থেকে ১৭ দিন পর উদ্ধারকৃত রেশমা

বাংলাদেশে ইমারত নির্মাণ পদ্ধতি ও দুর্বলতা

আমাদের এ অঞ্চলে মানুষ নিজেদের ঘর-বাড়ী নিজেরা নির্মাণ করে আসছেন দীর্ঘকাল থেকে, আর সরকারি স্থাপনাগুলো নিয়োজিত প্রকৌশলী বা পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয়। ৯০'র দশকের আগ পর্যন্ত শহর-নগর এলাকায় যাঁরা স্ব-স্ব জমি/প্লটে ইমারত নির্মাণের জন্য অনুমোদন নিতেন, তারাও নিজেদের ঘর-বাড়ী ও অন্যান্য স্থাপনা (মার্কেট, শিল্প কারখানা, স্কুল ইত্যাদি) নিজেরা কন্ট্রাক্টর/সাব-কন্ট্রাক্টর নিয়োগ করে নির্মাণ করতেন। তবে শিক্ষিত ও সামর্থ্যবান লোকজন বরাবর ইমারত নির্মাণে কম বেশী স্থপতি-প্রকৌশলীর পরামর্শ নেন। আসলে, আগে পেশাজীবীদের পরামর্শ গ্রহণ বাধ্যতামূলকও ছিল না। আর ৮০'র দশকের আগ পর্যন্ত বাংলাদেশে স্থাপত্য পেশাই ছিল প্রায় অপরিচিত। পুরকৌশলীরাই ছিলেন স্থপতি। তখন আমাদের নিজস্ব বিল্ডিং কোডও ছিল না। অন্যদিকে ইমারত নির্মাণ বিধিমালায় শুধু নকসা অনুমোদনের কিছু সংক্ষিপ্ত নিয়মনীতি ছিল। ইমারতের ডিজাইন, নির্মাণ, তদারকি ও স্থপতি-প্রকৌশলীদের সম্পৃক্ততার বিষয়ে কিছুই উল্লেখ ছিল না। এধরনের সব ইমারত/স্থাপনা 'non-engineered structures' হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশ আর্থকোয়েক সোসাইটির এক সমীক্ষায় বলা হয় যে, পুরান ঢাকায় ৮০-৯০ ভাগ ইমারত-স্থাপনাই এই প্রকৃতির। নগরীর অপরিকল্পিত তথা দেশের অন্যান্য অপরিকল্পিত এলাকা/ জনপদেও প্রায় একইভাবে ইমারত নির্মিত হচ্ছে। এসব কোন ইমারতের পূর্ণাঙ্গ স্থাপত্য ও কারিগরি নকসা নেই। মালিকের বা ব্যবহারকারীর ইচ্ছায় এসব ইমারতের আকার-উচ্চতা বৃদ্ধি পায়, যার কারণে প্রতিনিয়ত নানা দুর্ঘটনা ও ইমারতধস লেগে থাকে।

বাস্তবে, আশির দশক থেকে রাজধানী ঢাকায় জনসংখ্যার অত্যাধিক্যে যত্রতত্র ও যেনতেনভাবে ইমারত নির্মাণ ও ব্যবহারের কারণে (বিশেষ করে গার্মেন্টস, মার্কেট ইত্যাদিতে) ভবনধস ও অগ্নি দুর্ঘটনা বাড়তে থাকে। তখন ঝুঁকিপূর্ণ ইমারত নির্মাণ রোধ এবং নির্মাণ শিল্পে শৃঙ্খলা আনয়ন ও নিরাপদ ইমারত নির্মাণ তথা রপ্তানিমুখি পোশাক ক্রেতাদের আরোপিত Complaiance প্রতিপালনে নিজস্ব বিল্ডিং কোড প্রণয়ন অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৯৩ সালে জলবায়ু, পরিবেশ, নির্মাণ ঐতিহ্য, নির্মাণ সামগ্রী, সম্ভাব্য বিভিন্ন ঝুঁকি (অগ্নিকান্ড, ভূ-কম্পন

ইত্যাদি) বিবেচনা করে কারিগরি কৌশলের সমন্বয়ে 'Uniform Standards of Safety, State-of-the-Art Technology & General Welfare of People' এ নীতিতে জাতীয় বিল্ডিং কোড (বিএনবিসি) প্রণীত হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পাদন করেন দেশের স্থপতি-প্রকৌশলী ও অপরাপর পেশাজীবীরা মিলে। কিন্তু বিল্ডিং কোডটির ব্যবহারে কোন সরকারি নির্দেশনা বা আইনগত ভিত্তি না থাকায় এটি Optional Document হিসেবে থেকে যায়, অর্থাৎ কেউ ইচ্ছে করলে এটি অনুসরণ করল, আর যার ইচ্ছে করল না ! বলা বাহুল্য, ওই পর্যায়ে কোডটির আইনগত ভিত্তির প্রয়োজন আছে কি না, তা নিয়েও বিভিন্ন ধরনের কথা ওঠে। অত:পর অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে ১৩ বছর পর ২০০৬ সালের ১৫ নবেম্বর এটির আইনগত ভিত্তি দেওয়া হয়। বলতে দ্বিধা নেই, ২০০৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে নিবন্ধকারের একান্ত প্রচেষ্টায় (গৃহায়ন ও গণপূর্ত উপদেষ্টা ধীরাজ কুমার নাথকে বুঝিয়ে) বিএনবিসি কোডটির আইনগত ভিত্তি দেওয়া সম্ভবপর হয়।

উদ্ধার তৎপরতা

উল্লেখ্য, 'বিএনবিসি-১৯৯৩' এর বাস্তবায়ন ও কার্যকরণে কোডে অনেকগুলো সুপারিশ ছিল। কেন্দ্রীয়ভাবে একটা Code Enforcement Authority গঠনের কথা ছিল। ইমারত নির্মাণ আইনে বর্ণিত Authorised Officer এর পরিবর্তে অভিজ্ঞ পেশাজীবীদের মাধ্যমে ইমারতের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য Building Official নিয়োগের সুপারিশ করা হয়। কিন্তু এসব কোন সুপারিশ কার্যকর হয়নি অর্থাৎ এ পর্যন্ত দেশের কোন জায়গায় একজন Building Officialও নিয়োগ করা হয়নি। অথচ ইমারত নির্মাণের A to Z হচ্ছে বিল্ডিং কোড। দুঃখের বিষয় যে, একটা জাতীয় কোড থাকা সত্ত্বেও বিগত ২০ বছরে দেশের নির্মাণকৌশল পর্যবেক্ষণ, নির্মাণ সামগ্রীর মান নিয়ন্ত্রণ এবং ইমারতের ব্যবহার তদারকির জন্য দেশে কোন প্রতিষ্ঠান নেই। ফলে স্থপতি-প্রকৌশলীরা ডিজাইন করলেও তারা তদারকিতে থাকেন না। এজন্য সার্বিকভাবে দেশে আদৌ ঝুঁকিবিহীন কোন ইমারত নির্মিত হয়েছে কি না সন্দেহ ! কারণ, রাজধানী ঢাকার পান্থপথে নির্মিত 'বসুন্ধরা শপিং কমপ্লেক্স'টি দেশের সকল আধুনিক স্থাপনার মধ্যে অন্যতম। কিন্তু এই বহুতল ভবনটিতে আগুন লাগার পর সবাইকে অসহায়ের মতো তাকিয়ে থাকতে হয়। ভবনটিতে স্বয়ংক্রিয় অগ্নি-নির্বাপন ব্যবস্থা থাকলেও তা কাজ করেনি এবং সেগুলো কিভাবে কাজ করে তা কারো জানা ছিল না, অথচ এ সংক্রান্ত সব বিষয়াদি কোডে বর্ণিত আছে। এই অবস্থায় সম্প্রতি কোডটির হালনাগাদ করা হয়। সংশোধিত কোডে আগের মতো ১০টি চ্যাপ্টার রয়েছে, তবে প্রায়ক্ষেত্রে দেশ-বিদেশের নির্মাণক্ষেত্রে নব আবিস্কৃত সূত্রাবলী, প্রযোজ্য বিধি-বিধান, টেকসই নির্মাণসামগ্রী ও অভিজ্ঞতাকে বিভিন্ন পর্যায়ে সন্নিবেশিত করে এটিকে একটি আধুনিক ও উন্নতমানের কোডে পরিণত করা হয়েছে। কোডটির যথাযথ কার্যকরণে অনতিবিলম্বে Code Enforcement Authority হিসাবে জাতীয় পর্যায়ে একটি স্থায়ী Building Regulatory Authority (BRA) প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয়। কালবিলম্ব না করে বিএনবিসি'র বাস্তবায়নে সমগ্র দেশব্যাপী Building Official নিয়োগের জন্য বলা হয়। ধারণা করা হয়েছিল যে, রানা প্লাজার ধসের পর সরকার এতদবিষয়ে ত্বরিত পদক্ষেপ নেবে, কিন্তু আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও সিদ্ধান্তহীনতায় তা এখনো অনিশ্চিত।

ভারী যন্ত্রপাতির অভাবে ব্যাহত হয়েছে উদ্ধার তৎপরতা

রাজউকের সীমাবদ্ধতা

নগর উন্নয়ন আইন, ১৯৫৩ এর আওতায় ডিআইটি, বর্তমানে রাজউকের জন্ম। সংস্থাটির মুখ্য দায়িত্ব ছিল নগরীর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের। কথা ছিল, ডিআইটি/রাজউক রাজধানীর মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও সে অনুযায়ী উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ করবে। কিন্তু প্রথম থেকে এর ব্যত্যয় ঘটিয়ে সংস্থাটিকে নগরীর উন্নয়নের কাজেও জড়ানো হয়। অথচ বাড়ানো হয়নি এর সাংগঠনিক কাঠামো বা জনবল। ১৯৫৬ সালে ডিআইটির প্রতিষ্ঠালগ্নে এর যে জনবল ছিল আজ ৬০ বছর পর তার প্রায় একই জনবল, অথচ এর মধ্যে নগরীর পরিধি বেড়েছে দ্বিগুণ। আর জনসংখ্যা বেড়েছে কমপক্ষে ৫০ গুণ ! সেভাবে বেড়েছে ঘরবাড়ী ও স্থাপনা। দুঃখের বিষয় যে, কখনো কোন সরকারের আমলেই বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করা হয়নি বরং বাড়তি অর্পিত দায়িত্ব পালনে বাধ্য করে অর্থাৎ জমি অধিগ্রহণ ও প্লট বরাদ্দ কার্যক্রমের মধ্যে জড়িয়ে রেখে সংস্থাটির ভাবমূর্তি প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়। ডিআইটি/ রাজউক কখনো পারেনি সময়মতো নগরীর বিস্তারিত উন্নয়ন পরিকল্পনা (Zonal/Detailed Area Plan) প্রণয়ন করতে। এতে সংস্থাটির প্রধান দায়িত্ব 'নগর পরিকল্পনা' পেছনের সারিতে চলে যায় ! একই অবস্থা উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে। ফলে রাজধানী ঢাকার আজকের এই অবস্থা।

ঢাকা এখন মেগাসিটি। কাগজে-কলমে উল্লেখ থাকলেও কোনদিকে এর সীমানা চিহ্নিত করা নেই। কত জনসংখ্যা, ঘরবাড়ী /ইমারত-স্থাপনা আছে তার কোন সঠিক পরিসংখ্যানও নেই। সব তথ্যাবলী 'দিল্লীর কাকের মতো'। এ সুবাদে, নগরীর সম্প্রসারণ ও আবাসন সমস্যা নিরসনের নামে খাল-বিল-নালাসহ আশপাশের সব নিচু জমি ভরাটের প্রতিযোগিতা চলছে। খোলা জায়গা, পার্ক, মাঠ ইত্যাদি চলে এসেছে সবনিম্ন পর্যায়ে (৭-৮%), অথচ থাকার কথা ছিল কমপক্ষে ৩৫%। অপরিকল্পিত ও অপর্যাপ্ত সড়কের কারণে যানজট মহাসমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বৃষ্টি না হতে সৃষ্টি হয় জলাবদ্ধতার। যেখানে যা হবার নয় সেখানে তাই নির্মিত হয়েছে ও হচ্ছে। পরিকল্পিত ও অপরিকল্পিত এলাকা একাকার হয়ে গেছে- গুলশান/ধানমন্ডির সাথে বাড্ডা/রায়েরবাজারের মধ্যে তেমন কোন প্রার্থক্য নেই ! এই অবস্থায় ৭-৮ মাত্রার ভূমিকম্পে রাজধানী ঢাকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতে পারে।

পেশাজীবীদের দায়বদ্ধতা

'নির্মাণ' আর 'প্রকৌশল' শব্দ দু'টি পরস্পরের পরিপূরক। সভ্যতার শুরু থেকে বিশ্বব্যাপী প্রকৌশলীরা নির্মাণশিল্পের পেছনে। ভারত-পাকিস্তানের বিভক্তির পর তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানে বিশেষ করে রাজধানী ঢাকা, দেশের অপরাপর নগর ও পৌর এলাকায় ইমারত নির্মাণ নিয়ন্ত্রণে ১৯৫২ সালে ইমারত নির্মাণ আইন জারি করা হয়। আইনটির উদ্দেশ্য ছিল পরিকল্পিত উন্নয়নে বাঁধা সৃষ্টি করতে পারে এইরূপ এলোপাতাড়ি ইমারত নির্মাণ প্রতিরোধ ও অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া এবং ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা ও বিধি-বিধান অনুসারে ইমারতের নকসা অনুমোদন নিয়ন্ত্রণ করা। কিন্তু আইনটিতে কোন কিছুর নির্মাণে অনুমোদন গ্রহণত্তোর তা স্থপতি-প্রকৌশলী বা কারিগরি লোকজনের তত্ত্বাবধানে করতে হবে এরকম কিছু উল্লেখ ছিল না। ফলে দেশে ইমারত নির্মাণ আইন বলবত থাকা সত্ত্বেও আইনের অস্পষ্টতায় রাজধানী ঢাকাসহ দেশের সর্বত্র এখনো আগেকার ন্যায় ইমারত নির্মিত হচ্ছে। অবশ্য ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ও বিল্ডিং কোড প্রণয়নের পর ঢাকা, চট্টগ্রাম ও অপরাপর বিভাগীয় শহরগুলোতে যেখানে উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ রয়েছে সেখানে এখন সচেতন নগরবাসী স্থপতি-প্রকৌশলীদের সহায়তা গ্রহণে বাধ্য হন। কিন্তু উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসমূহের বিভিন্ন দুর্বলতা যেমন, জনবলের স্বল্পতা, কারিগরি দক্ষতা, প্রভাবশালীদের চাপ ইত্যাদি, দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থাপনা, (মহাপরিকল্পনাভূক্ত এলাকায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্ব-স্ব নিয়ম/বিধিতে নকসা অনুমোদন, DAP অনুসরণ না করা ইত্যাদি) এবং সমন্বয়হীনতার কারণে আইন ও বিধি-বিধানের যথাযথ কার্যকরণ, জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতায় সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, একটা নিরাপদ ভবন বা ভাল কিছু করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট সকলের ওপর বর্তায়। তন্মধ্যে মালিকের সদিচ্ছা সর্বাগ্রে। একজন মালিক বা ডেভেলপার চাইলে অবশ্যই নিরাপদ ইমারত নির্মাণ করা সম্ভব। বিদ্যমান ইমারত নির্মাণ বিধিমালা অনুযায়ী ঢাকা মহানগরীতে ইমারত নির্মাণের পূর্বে বিবেচ্য জমির ভূমি ব্যবহার অনুযায়ী নকশা প্রণয়ন করতে হয়। যেকোনো ইমারতের নকশা প্রণয়নের দায়িত্ব স্থপতির ওপর। এজন্য জমির মালিক বা ডেভেলপারকে নিবন্ধিত স্থপতির সহায়তা নিতে হয়। বাস্তবতা হচ্ছে প্রায় ক্ষেত্রেই অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী ভবন নির্মিত হয় না। প্রকৌশলীরা 'ওয়ার্কিং' ড্রইং এর ওপরেই কাঠামোগত নকশা (Structural Design) করেন। ভবন নির্মাণে সংশ্লিষ্ট স্থপতি-প্রকৌশলীদের পেশাগত সততা, নৈতিকতা এবং দৃঢ়তাই বিধি-বিধান বহির্ভূতভাবে ইমারত নির্মাণ রোধ করতে পারে। ঢাকা মহানগর ইমারত নির্মাণ বিধিমালা এবং বিল্ডিং কোডে এব্যাপারে স্থপতিকে যেকোন ইমারতের নকশা প্রণয়ন ও অনুমোদন প্রক্রিয়ায় বিশেষ দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। বিধিমালায় ইমারতের নকশা প্রণয়নের দায়িত্ব (লীড টেকনিক্যাল পারসন হিসাবে) স্থপতিদের ওপর অর্পণ করা হয়েছে এবং প্রযোজ্যক্ষেত্রে স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার, প্লাম্বিং ও

> "এবার আসি উদ্ধারকাজ প্রসঙ্গে। উদ্ধারকাজ পরিচালনায় সামরিক বাহিনী ও ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্মীদের নিয়োজিত করা হয়েছে। তাঁরা দুর্ঘটনার পর থেকে নিরলসভাবে উদ্ধারকাজ পরিচালনা করে যাচ্ছেন। প্রায় আট বছর আগে সরকার আমাকে আহ্বায়ক করে একটি কমিটি গঠন করেছিল। যে কমিটির উদ্দেশ্য ছিল ধসে পড়া ভবনের ভেতর থেকে উদ্ধারকাজের জন্য কী ধরনের যন্ত্রপাতি ক্রয় করা প্রয়োজন, তার সুপারিশমালা তৈরি করা। আমাদের কমিটি একটি তালিকা করে দিয়েছিল। সরকার কিছু যন্ত্রপাতি ক্রয় করেছিল। এ যন্ত্রপাতির কিছু অংশ সেনাবাহিনীকে দেওয়া হয়েছিল আর বাকি অংশ দেওয়া হয় ফায়ার সার্ভিসকে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল কংক্রিট কাটার যন্ত্র ও ধসে পড়া ভবনে কেউ জীবিত আছে কি না, তা দূর থেকে নিরূপণ করার যন্ত্র। রানা প্লাজায় উদ্ধার কার্যক্রমে এ ধরনের কোনো যন্ত্র ব্যবহার করতে দেখা যাচ্ছে না। এ ছাড়া বাংলাদেশ জাতিসংঘ উদ্ধারকারী সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল সার্চ অ্যান্ড রেসকু অ্যাডভাইজরি গ্রুপ (আইএনএসএআরএজি) মাধ্যমে আমাদের পাশের দেশ থেকে উদ্ধারকাজ পরিচালনার জন্য সহায়তা চাইতে পারত। প্রসঙ্গত, ভারতে ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স (এনডিএফ) ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তাদের একটি দল কলকাতায় রয়েছে।"
>
> *জামিলুর রেজা চৌধুরী, প্রথম আলো, ২৬ এপ্রিল ২০১৩*

ইলেকট্রো-মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এবং ফায়ার সেফটি বিশেষজ্ঞ তাতে (নকশায়) সই করেন। কিন্তু নির্মাণকালীন সময়ে এসব পেশাজীবীদের সংশ্লিষ্ট কাজ তদারকি করার বাধ্যবাধকতা না থাকায় ভবন নির্মাণে ত্রুটি থাকার সম্ভাবনা থেকেই যায়। কিন্তু বেশীর ভাগ পেশাজীবীরা বিশেষ করে নকশা প্রণয়নকারী স্থপতি প্রকৌশলীবৃন্দ যদি বিধিমালা ও বিল্ডিং কোড অনুসরণে দায়িত্ব পালন করেন, তাহলে সহজে কোন ত্রুটিপূর্ণ ইমারত নির্মাণ করা অসম্ভব ! এসব কারণে, কখন একটি ইমারতের নির্মাণ কাজ শুরু হয়, শেষ হয় ও কী কাজে তা ব্যবহার হয় তার কোন তথ্যাবলী দায়িত্বপ্রাপ্ত কারিগরি লোকজন ও অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের রেকর্ডে থাকে না। এজন্য কোন ভবনধস বা অগ্নিদুর্ঘটনার পর সহজে কাউকে দায়ী করা দুষ্কর না।

ভবন নির্মাণে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী স্থপতিবৃন্দ যাতে নিয়ম-বিধিমালা অনুসরণ করে তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালন করেন, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জাতীয় পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ আইইবি এবং আইইবি-এর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পেশাজীবীরা যাতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের Code of Ethics মেনে চলেন সে বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ প্রয়োজন।

ডেমোলিশন ও উদ্ধারকাজে সমন্বয়হীনতা

নির্মাণ (Construction) এর বিপরীত শব্দ হলো De-construction বা Demolition। আর স্বাভাবিকভাবে এ দুটো কাজ হলো সম্পূর্ণভাবে প্রকৌশলগত। BNBC তে যেকোন কিছুর নির্মাণ পদ্ধতির পাশাপাশি তার ডেমোলিশন নিয়ে বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া আছে। কিন্তু কোড অনুসরণ না করে ধসে পড়া ইমারত বা অবকাঠামো ভাঙ্গতে ও অপসারণ করতে গিয়ে প্রায়শঃ দুর্ঘটনা ঘটে। রানা প্লাজা ভবনটি ধসে পড়ার সংবাদ প্রচারের পর যথারীতি এটির উদ্ধার কাজে স্থানীয় জনসাধারণ, ফায়ার ব্রিগেড, সেনাবাহিনী, রাজউকসহ সংশ্লিষ্টকাজে অভিজ্ঞ কিছু বেসরকারি সংগঠন এগিয়ে আসে। কিন্তু এটির Construction ও As-Built Drawings না থাকায় যথাসময়ে উদ্ধারকাজ পরিচালনা করা সম্ভবপর হয়নি। উদ্ধার কাজে নিয়োজিত সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, সেনাবাহিনী ও স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদের মাঝে প্রাথমিকভাবে সমন্বয়হীনতা দেখা গেছে। ঘটনার আকস্মিকতা ও ভয়াবহতা এবং এধরনের প্রাণঘাতী দুর্ঘটনায় উদ্ধারকাজে পূর্ব অভিজ্ঞতার অভাবই এর সম্ভাব্য কারণ। অবশ্য পরে আমাদের সেনাবাহিনী উদ্ধারকাজের সমন্বয় ও নেতৃত্বদানের দায়িত্ব নেয় এবং আন্তরিকতার সাথে সম্ভাব্য দ্রুততায় উদ্ধার কাজ সম্পন্ন করে। এ কথা সত্যি যে, পর্যাপ্ত-ভারী যন্ত্রের জোগান থাকলে উদ্ধার কাজ আরোও ত্বরান্বিত হত।

এখানে একটা কথা উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন যে, দুর্ঘটনায় জীবিত মৃত-আহতদের উদ্ধার কাজে স্থানীয় জনগণ এবং এনাম মেডিকেলসহ স্থানীয় প্রাইভেট হাসপাতাল-ক্লিনিক কর্তৃপক্ষ মানবিকতার যে উৎকৃষ্ট উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন, তা বিরল।

রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তী আইইবি কার্যক্রম

রাজা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তী প্রকৌশলীদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (আইইবি) পেশাগত ও সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে নানা উদ্যোগ ও পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

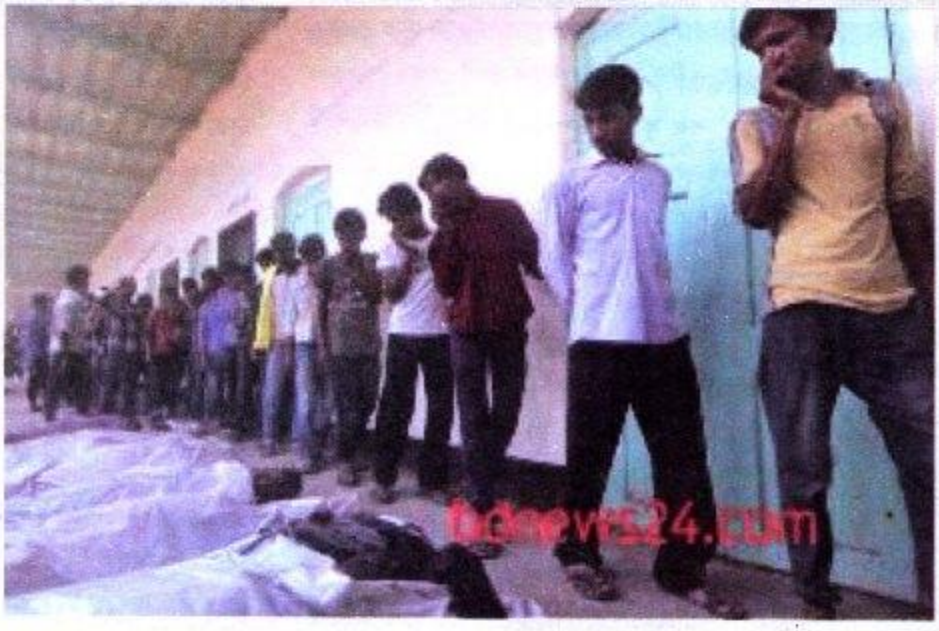

স্বজনের খোঁজে অধর চন্দ্র বিদ্যালয়ে

ভবন ধসের কারণ অনুসন্ধানের জন্য দেশের খ্যতিমান প্রকৌশলীদের নেতৃত্বে 'ভবন ধসের কারণ অনুসন্ধান' শীর্ষক কমিটি গঠন করা হয়। এছাড়া এ বিষয়ে আরো কার্যকর পদক্ষেপ হিসেবে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (আইইবি), ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস্ বাংলাদেশ (আইএবি) বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বিআইপি) -এর উদ্যোগে আমেরিকান এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশী ইঞ্জিনিয়ার্স এণ্ড আর্কিটেক্টস্ (এএবিইএ) এর সঙ্গে Joint Venture Association (JVA) গঠিত হয়। JVA মূলত সাম্প্রতিক ও অতীতের দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান, দুর্ঘটনার নেপথ্য বিষয় পর্যবেক্ষণ এবং দুর্ঘটনা রোধের স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী সুপারিশ প্রণয়ন এবং ভবিষ্যতে দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষার উপায় খুঁজে বের করবে।

জরুরী করণীয়

১. এখন দেশের আনাচে-কানাচে ইমারত নির্মিত হচ্ছে, অনেক জায়গায় বহুতল ভবনও নির্মিত হচ্ছে। কাজেই ইমারত নির্মাণ আইনটি সমগ্র দেশে কার্যকর করতে হবে। এজন্য

উপজেলা/পৌরসভা থেকে জেলা পর্যায়ে সর্বত্র অনতিবিলম্বে Authorised Officer/Building Official নিয়োগ করা প্রয়োজন।

২. অনতিবিলম্বে Building Regulatory Authority (BRA) প্রতিষ্ঠা করতে হবে। BRA প্রতিষ্ঠার আগ পর্যন্ত রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভাগীয়/জেলা পর্যায়ে যেখানে উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আছে , সেখানে এসব সংস্থার অধীনে এবং জেলা, পৌর কর্তৃপক্ষ, উপজেলা পর্যায়ে গণপূর্ত অধিদপ্তর বা স্থানীয় সরকার অধিদপ্তরের একজন নির্বাহী প্রকৌশলীকে Building Official হিসাবে ঘোষণা করা এবং উপযুক্ত কারিগরি ব্যক্তিদের সমন্বয়ে Building Construction Committee গঠন করা প্রয়োজন।

৩. যেভাবে ও যে শর্তে নকশা অনুমোদন দেওয়া হয়, তা হুবুহ অনুসরণ করে ইমারত নির্মাণ করতে হবে। নকশা অনুমোদনের আবেদনকালে প্রস্তাবিত নির্মাণকার্যের সকল Structural Design, Drawings and Load Calculations জমা নিতে হবে এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রযোজ্যক্ষেত্রে Vetting এর ব্যবস্থা করতে হবে । ইমারতের নির্মাণে এসব Design, Drawings এর কোন ব্যত্যয় ঘটলে মালিক, স্থপতি ও প্রকৌশলী সমভাবে দায়ী হবেন।

৪. যেকোন ইমারত নির্মাণের পর তা ক্রেতার নিকট হস্তান্তর, ভাড়া প্রদান ও ব্যবহারের পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে Occupancy Certificate গ্রহণ করতে হবে। যদি কেউ Occupancy Certificate ব্যতিরেকে কোন ভবন ব্যবহার করে এজন্য তিনি/তারা সমভাবে দায়ী হবেন। Occupancy Certificate ব্যতিরেকে কোন ইমারতে বিদ্যুত-পানি-গ্যাস সংযোগ প্রদান নিষিদ্ধ করতে হবে।

৫. রাজধানী ঢাকাসহ দেশের কোথাও কোন সংস্থা / কর্তৃপক্ষের অধীনে অনুমোদিত বা অননুমোদিত ইমারতের কোথাও ডাটাবেজ নেই। সংরক্ষিত নেই কোথাও নির্মাণ নকশা, নির্মিত ইমারতের ব্যবহারের তথ্যাবলী ও As-Built Drawings। ফলে যখনি কোন ইমারত ধস বা অন্য কোন দুর্ঘটনা ঘটে তখন সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোকে বেকায়দায় পড়তে হয়, উদ্ধার কাজ বিলম্ব হয়। এজন্য প্রতিটি ইমারতের Construction ও As-Built Drawings সংরক্ষণ এবং ডাটাবেজ তৈরী করা প্রয়োজন।

৬. যেসব স্থপতি-প্রকৌশলীরা পেশাগতভাবে ইমারতের ডিজাইন প্রণয়ন ও নির্মাণের সাথে জড়িত তাদের ডাটাবেজ তৈরি করা প্রয়োজন। প্রসঙ্গত: উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ঢাকা মহানগর

"সাভার ট্র্যাজেডির মত দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে কতিপয় সুপারিশ

- দেশের যে কোন স্থানে বহুতল দালান নির্মাণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে স্থাপত্য ও কাঠামো নকশার অনুমোদন গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- মাটি পরীক্ষার পর অভিজ্ঞ প্রকৌশলী দিয়ে সঠিক ডিজাইনের ভিত্তিতে গুণগত মান বজায় রেখে দালান নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রচারণার মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।
- প্রচলিত বিল্ডিং কোড ও ইমারত বিধিমালা মেনে দালান ডিজাইন ও নির্মাণ করতে হবে। বিল্ডিং কোড আইনে পরিণত করে কোড অমান্যকারীদের শাস্তির বিধান নিশ্চিত করতে হবে।
- দালানে বিভিন্ন সার্ভিস যথাঃ পানি, বিদ্যুত, গ্যাস ইত্যাদি সংযোগ প্রদানের পূর্বে Occupancy Certificate যা প্রদানের বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে হবে।
- ভকেশনাল ইনস্টিটিউট ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে শ্রমিক, মিস্ত্রীদের দক্ষতা বাড়াতে হবে।
- ব্যাংক ও অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণ প্রদানের পূর্বে দালানের নকশা ও ডিজাইন তৈরিতে কোডাল স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।
- এক উদ্দেশে দালান নির্মাণ করে অন্য উদ্দেশে ব্যবহার করা যাবে না অর্থাৎ আবাসিক বা মার্কেট হিসাবে নির্মিত কোন দালান কারখানা বা গোডাউন হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না।
- নতুন ও পুরাতন সকল ঝুঁকিপূর্ণ দালান চিহ্নিত করে শক্তিশালী করার ব্যবস্থা নিতে হবে।
- দুর্যোগ পরবর্তী ত্বরিত উদ্ধার কার্যক্রমের জন্য একটি পৃথক সংস্থা গঠন করে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি দিয়ে সুসজ্জিত করতে হবে। প্রতিটি পাড়ায়-মহল্লায় আগ্রহীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে দেশব্যাপী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে।"

প্রকৌশলী জি এম এম কামাল পাশা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকেশলী, যশোর গণপূর্ত সার্কেল, যশোর ও চেয়ারম্যান, আইইবি, যশোর কেন্দ্র

দৈনিক ইত্তেফাক, ২৯ এপ্রিল ২০১৩

ইমারত (নির্মাণ, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও অপসারণ) বিধিমালা ২০০৮ এর বিধি ৪১ অনুযায়ী আইইবি রাজউকের অনুরোধে ইমারত নির্মাণে অভিজ্ঞ (কাঠামো নকশা, প্লাম্বিং, ইলেকট্রিকাল, সুপারভিশন ইত্যাদি কাজের জন্য) প্রকৌশলীদের একটি তালিকা বহু পূর্বেই প্রস্তুত করেছে। আইইবি এর Bangladesh Professional Engineers Registration Board (BPERB) অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কাজটি সম্পন্ন করে। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, কার্যকর সচেতনতার অভাবে জনসাধারণ ইমারত নির্মাণে এসব তালিকাভুক্ত অভিজ্ঞ প্রকৌশলী-প্রযুক্তিবিদদের সেবা নিচ্ছেন না। ইমারত নির্মাণ বিধিমালার ৪১ বিধির কার্যকর প্রয়োগে প্রথমত: সরকারের দৃঢ়পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরী, পাশাপাশি জনসচেতনতাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

৭. পেশাজীবীদের দায়বদ্ধতা বাড়ানো ও নিরাপদ ইমারত নির্মাণে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এলাকাভিত্তিক নাগরিক কমিটি গঠন করা এবং ইমারত নির্মাণ বিধিমালার আওতায় 'নগর উন্নয়ন কমিটি'কে আরো বিস্তৃত , জনমুখি ও শক্তিশালী করা দরকার।

৮. রাজধানী ঢাকাসহ অন্যান্য বড় শহরগুলোতে সকল ঝুঁকিপূর্ণ ভবন চিহ্নিত করা প্রয়োজন। বিশেষ করে জরুরীভিত্তিতে সকল মার্কেট, গার্মেন্টস/শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং বহুতলভবনগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা প্রয়োজন। এজন্য যোগ্য এবং অভিজ্ঞ পেশাজীবীদের সমন্বয়ে এলাকা/ অঞ্চল বা জেলা/পৌর এলাকাভিত্তিক প্রয়োজনীয়সংখ্যক টাস্কফোর্স গঠন করা যেতে পারে। এতদবিষয়ে সরকার আইইবিসহ জাতীয় পেশাজীবী সংগঠনসমূহের সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারে।

৯. বাংলাদেশ নানান দুর্যোগের দেশ। তাছাড়া এখন ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরে প্রতিনিয়ত ইমারত ধসের ঘটনা ঘটছে। এজন্য বিভিন্ন ধরনের উদ্ধার কাজে সহায়তা প্রদানের জন্য উপযুক্ত লোকজনের সমন্বয়ে একটা প্রশিক্ষিত জাতীয় উদ্ধার দল গঠন করা জরুরী। এজন্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের অধীনে প্রশিক্ষণের আয়োজন ও উদ্ধার কর্মীদের একটা ডাটাবেজ তৈরি করা প্রয়োজন।

১০. সর্বোপরি যে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, সম্ভাব্য যেকোন দুর্ঘটনার মোকাবেলায় প্রতিটি এলাকা বা অঞ্চলভিত্তিক Contingency Plan প্রণয়ন এবং সমন্বয় সেল প্রতিষ্ঠা করা। আর এই সেলটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের অধীনে এবং একজন অভিজ্ঞ মন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে গঠন করা উচিত।

তবুও আশা.....

উপসংহার

বাংলাদেশ নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ। সাংবাৎসরিক দুর্যোগ মোকাবেলা করে বাংলাদেশের জনগণ সাহসের সাথে অস্তিত্ব বজায় রেখেছেন। মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ, যা মূলত আমাদের অসচেতনতা এবং প্রায় ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র স্বার্থ ও অপরিণামদর্শিতার ফল, তা প্রতিরোধ করা অবশ্যই সম্ভব। পেশাজীবীসহ সর্বস্তরের জনসাধারণের নৈতিকতা, সচেতনতা ও সামাজিক দায়বদ্ধাতাই এ প্রতিরোধে সফলতা অর্জনের চাবিকাঠি।

হাতিরঝিল প্রকল্প রক্ষায় চাই নাগরিক সচেতনতা

হাতির ঝিল প্রকল্প কেবল নান্দনিকতার অপার বৈশিষ্ট্যে নগরবাসীর জন্য অনন্য বিনোদন কেন্দ্র হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাই নয়, এটি আমাদের সেনাবাহিনী এবং দেশের প্রকৌশলী ও স্থপতিদের পারঙ্গমতা এবং কারিগরি ও প্রকৌশলগত সক্ষমতাও নির্দেশ করে। প্রকল্পের উদ্বোধনকালে উচ্ছ্বসিত আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রস্তাবিত পদ্মা সেতু নির্মাণের দায়িত্ব সেনাবাহিনীকে দিতে চেয়েছিলেন। জননন্দিত এ প্রকল্পটির বাস্তবায়ন এখনো শেষ হয়নি। জঞ্জাল ও দূষণমুক্ত পানির ব্যবস্থা করা না গেলে এর সৌন্দর্য ও নান্দনিকতা অর্থহীন হয়ে পড়বে। বক্ষমান নিবন্ধে এসব কথাই বলেছেন ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ সম্পাদনা পর্ষদের অন্যতম সদস্য প্রকৌশলী কাজী মুহম্মদ ওবায়দুল্লাহ, পিইঞ্জ (কাজী ওবায়েদ)। ঢাকা নগরীর পয়:নিষ্কাষণ ব্যবস্থা, সুপেয় পানি সরবরাহ, নাগরিক স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে ধারাবাহিক লিখবেন তিনি।

সাম্প্রতিককালে ঢাকার বুকে হাতিরঝিল প্রকল্প সকলের নজর কেড়েছে। এর বিশালত্ব এবং নান্দনিক সৌন্দর্য জনবহুল রাজধানীবাসীকে মুক্ত আলোয় বিশুদ্ধ বাতাসে বিশাল জলরাশি আর উন্মুক্ত অসীম আকাশ দেখার অপার আনন্দ এনে দিয়েছে। আমাদের নগর সভ্যতার সংগে যুক্ত হয়ে মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

জনগণের কল্যাণে কতকগুলি বহুমুখী উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে হাতিরঝিল প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়, যেমন -

- বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ সহ সব সময়ের জন্য জলাধার হিসাবে ব্যবহার।
- ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং জলাবদ্ধতা নিরসন।
- ঢাকা শহরের জন্য অতি প্রয়োজনীয় পূর্ব-পশ্চিম সংযোগ সড়কের একটি সংযোজন ব্যবস্থা।
- যানজট কমিয়ে ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- অবৈধ দখল উচ্ছেদ করে সরকারী জমি উদ্ধার।
- বৃক্ষরোপণ করে সবুজ বেষ্টনীর মাধ্যমে পরিবেশের উন্নয়ন।
- দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্য ও প্রকৌশল নকশায় ব্রীজ, ভায়া ডাক্ট, ওভারপাস ইত্যাদি স্থাপনা তৈরী করে মানুষকে হাঁটা, বেড়ানো ও চিত্তবিনোদনসহ ভাল লাগার অনুভূতি দিয়ে আকৃষ্ট করা - ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এসব বর্জ্যই হাতিরঝিলের পানি দূষণের কারণ

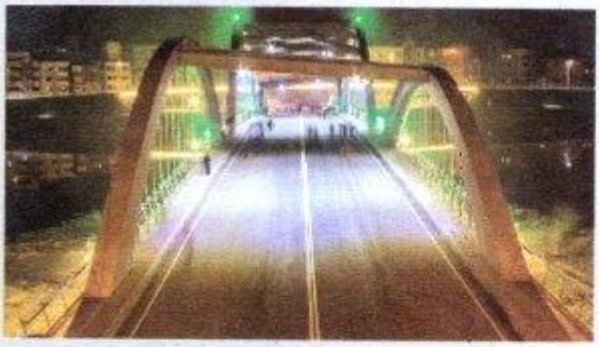

এ নান্দনিকতাই শেষ কথা নয়

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এতসব বহুমুখী কল্যাণকর উদ্দেশ্য নিয়ে এবং বিপুল অর্থ ব্যয় করে যে প্রকল্প তৈরী হয়েছে, আমরা কেউ-ই চাই না তা অচিরেই তার উদ্দেশ্য এবং কার্যকারিতা হারাক। সে জন্যই এই প্রকল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে দরকার ব্যাপক সচেতনতা। প্রথমেই বলতে চাই, হাতিরঝিলে যেন কোনক্রমেই অপরিশোধিত, ক্ষতিকারক, মূলমুত্র বহনকারী অথবা ট্যানারি শিল্পবর্জ্য প্রবেশ না করে তা নিশ্চিত করতে হবে। শুধুমাত্র বৃষ্টির পানিকে Storm water ড্রেনেজ সিস্টেম-এর মাধ্যমে এই জলাধারে ফেলতে হবে। প্রয়োজনে শিল্প এবং বাসাবাড়ির অপরিশোধিত বর্জ্য পানিকে পৃথকভাবে পরিশোধনাগারে নিয়ে যেতে হবে। হাতিরঝিল সংলগ্ন এলাকাসমূহ যথা, তেজগাঁও শিল্প এলাকায় অবস্থিত প্রধান প্রধান পলিউশন উৎপাদনকারী শিল্প স্থাপনাকে বিশেষ সহায়তার মাধ্যমে অন্যত্র সরিয়ে নেয়া অথবা ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপনে বাধ্য করা প্রয়োজন।

একটি জনবান্ধব সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছাপ্রসূত এবং পক্ষপাতহীন আইনী পদক্ষেপ ছাড়া যা সম্ভব নয়।

ঢাকা শহরের অনেক এলাকায়ই দেখা যায় বাসা বাড়ির মূলমুত্র প্রবাহের লাইনকে সরাসরি স্টর্ম স্যুয়ারেজ ব্যবস্থার সংগে সংযুক্ত করে দেয়া আছে বা হচ্ছে - যা পরিশেষে আমাদের জলাধার, নদী এবং পরিবেশকে ধ্বংস করছে, এটি বন্ধ করা দরকার। যেখানে পয়ঃ লাইন

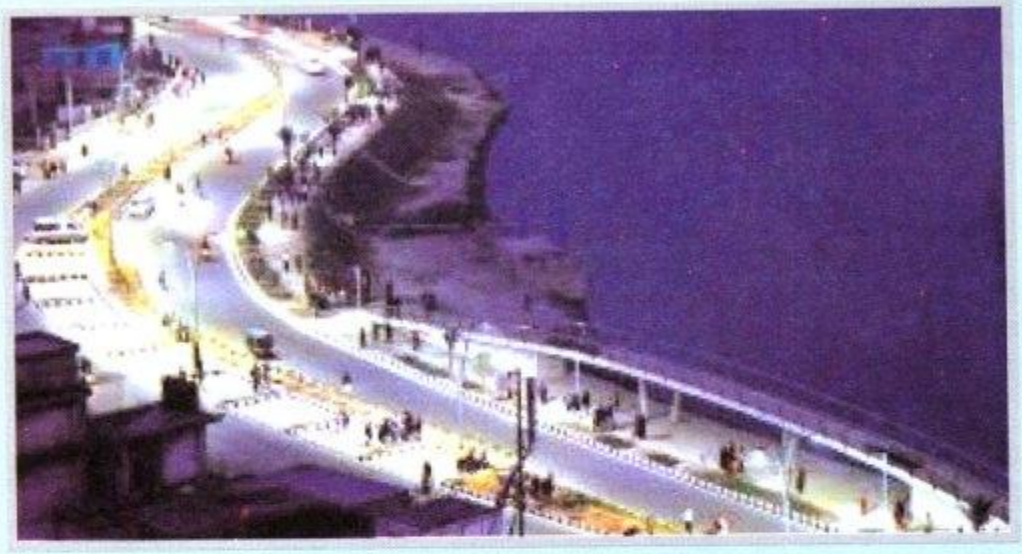

কি আছে ঝিলের জলে ?

নেই সেই সব এলাকায় অবশ্যই প্রতিটি বাড়িতে যাতে যথাযথ Septic tank এবং Soak well থাকে তার বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করতে হবে রাজউক এবং সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে। এখানে একটি কথা বলা দরকার যে, ঢাকা শহরের যে সমস্ত এলাকায় Sewer লাইন বা পয়ঃ বর্জ্য নেটওয়ার্ক আছে, সেই সব এলাকার বাসিন্দাদের WASA-র পানির বিলের সম পরিমাণ বিল পয়ঃ নিষ্কাশন চার্জ দিতে হয়, যার কারণে অনেক এলাকার মানুষের মধ্যে পয়ঃ লাইন স্থাপনের

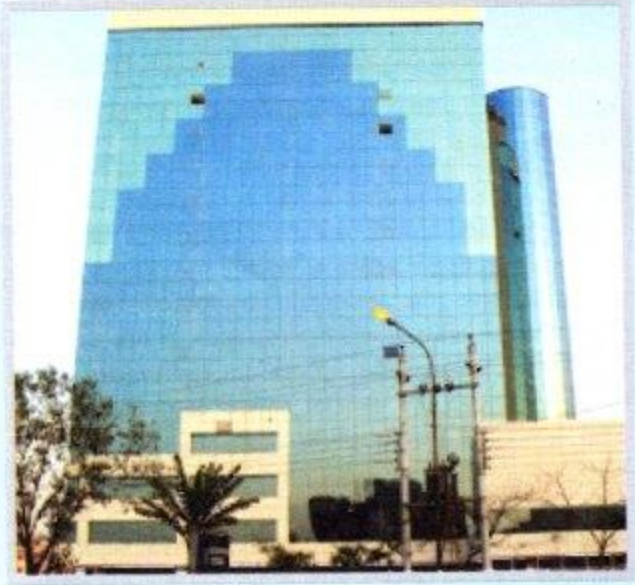

এই প্রশ্নের জবাব দেবে কে ?

ব্যাপারে আগ্রহ দেখা যায় না, আবার স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরাও ভোট কমে যাওয়ার আশংকায় এক্ষেত্রে তৎপর হন না। এ ব্যাপারে সরকার বা ওয়াসা যদি পয়ঃনিষ্কাশন বিলকে পানির বিলের সমান না ধরে অর্ধেক ধরেন তাহলে পরিবেশ বিপন্ন হওয়া থেকে অনেকাংশে রেহাই পাওয়া যাবে।

আমাদের ঢাকাকে ঘিরে রয়েছে বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ, বালু, বংশী এবং ধলেশ্বরী নদী। এই নদীগুলোর পানির গুণগত মান ভীষণভাবে খারাপ, যার জন্য দায়ী - অপরিশোধিত বর্জ্য সরাসরি নদীতে ফেলা, নদীর দু'পাশ ভরাট করা, পলিথিনের স্তর জমে নদীর তলদেশের মাটি আর পানিকে আলাদা করে ফেলা। নদীর পানি দূষণের এমন পর্যায়ে চলে এসেছে যে নদীতে মাছও টিকতে পারছে না। আমাদের ঢাকার মানুষের যে পরিমাণ পোটেবল পানির প্রয়োজন হয় তার মাত্র শতকরা ১৮ ভাগ আসে শীতলক্ষ্যা ও বুড়িগঙ্গা নদী থেকে সায়দাবাদ ও চাদনীঘাট শোধনাগারের মাধ্যমে আর বাকী সিংহভাগ অর্থাৎ শতকরা ৮২ ভাগ আসে গ্রাউন্ড ওয়াটার থেকে যার পরিণতিতে প্রতি বছর প্রায় ৩ মিটার করে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাচ্ছে - এটি অবশ্যই ভয়ানক, আমাদের পরিবেশের জন্য। আবার নানারকম বাধা যথা - পলিথিন এবং বৃষ্টিপাত কমে যাওয়া ইত্যাদি কারণে ভূগর্ভস্ত পানির স্তর 'রিচার্জ' হচ্ছে না। আমাদের সবার উপলব্ধি, রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং কারিগরি প্রজ্ঞার মাধ্যমে নদীগুলোকে বাঁচিয়ে প্রবহমান করতে হবে, বন্ধ করতে হবে নদী দূষণ। নদী বাঁচলে ঢাকা-ই শুধু বাঁচবে না, বাঁচবে দেশও।

ঐক্যবদ্ধ নাগরিক সচেতনতার মাধ্যমেই হাতিরঝিলকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে, পাওয়া যাবে স্বচ্ছ ও নির্মল পানির বিশাল লেক বা জলাধার। নিয়মিত হাতিরঝিলের পানির Water Quality অর্থাৎ PH, BOD, Do, COD, E-Coli ইত্যাদি পরীক্ষা করতে হবে। অঙ্গীকার করতে হবে সবাইকে, আমাদের গর্বের এই হাতিরঝিলে আমরা মিউনিসিপাল আবর্জনা কিংবা পলিথিন বা জৈব বর্জ্য ফেলবো না বা ফেলতে দেব না।

সকল প্রচার মাধ্যমের সহযোগিতায় হাতিরঝিলকে অনুপ্রেরণা মনে করে "পরিবেশ বাঁচাবো আগামীর জন্যে" একথা শুধু আইইবি-এর সেমিনারে নয়, বলতে হবে সবখানে, বুঝাতে হবে সকলকে, মানুষের জাগ্রত চেতনার গভীরে সজোরে ধাক্কা দিলেই একদিন আবারও খরস্রোতা হবে বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা ধলেশ্বরীর পানি। চাঁদের আলোয় হাতিরঝিলের স্বচ্ছ পানি নিশ্চয়ই তখন ঝিলমিল করবে।

[এই লেখায় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়-এর পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. মুজিবর রহমানের একটি লেখার সাহায্য নেয়া হয়েছে - লেখক]

ছবি: ইন্টারনেট

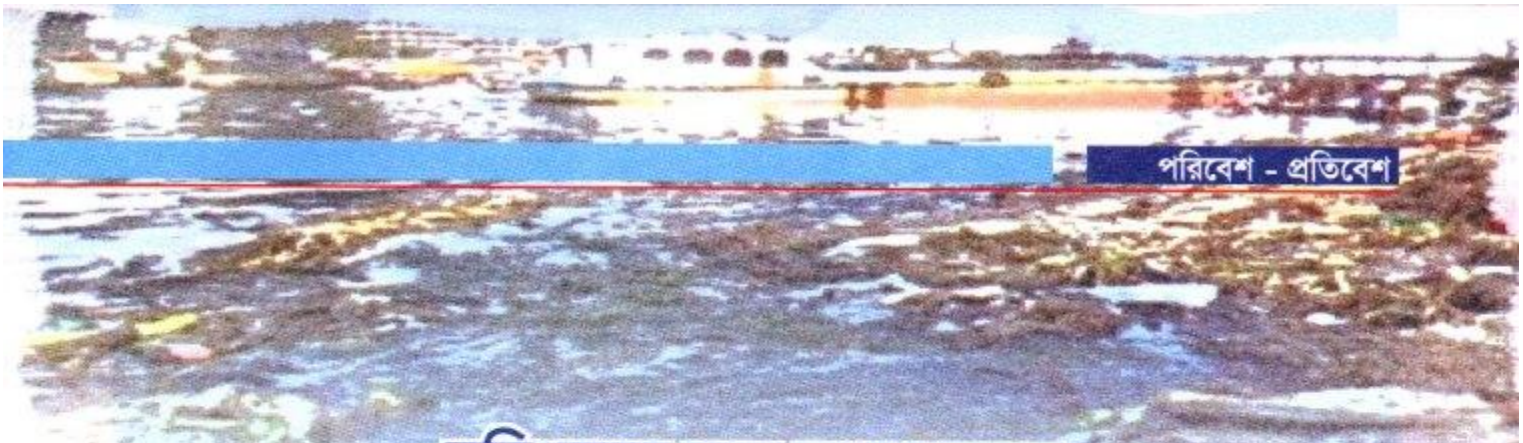

বুড়িগঙ্গাকে ভাল রাখা দরকার

ঢাকা বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। নারায়ণগঞ্জ শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে অবস্থিত; বাল্যকালে পাঠ্য বইয়ে পড়েছি আমরা। শুধু বুড়িগঙ্গা-শীতলক্ষ্যা নয়, ঢাকাকে ঘিরে রয়েছে বালু, তুরাগ, বংশীও। বহতা নদীকে ঘিরে গড়ে ওঠে নগর আর নগর সভ্যতা, যেমন ঢাকা, প্রতিবেশী কোলকাতা, লন্ডন, মস্কো, পিকিং ইত্যাদি। ৪০০ বছরের অধিককাল পূর্বে ঢাকার পত্তন। সেকালে ঢাকা ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি এবং প্রশাসনিক প্রাণকেন্দ্র। এ সবেরই কারণ ছিল ঢাকাকে ঘিরে বহতা নদীমালা। এ নদীগুলো হচ্ছে আমাদের প্রিয় ঢাকা'র প্রাণ প্রবাহ। একদিনে নয়, দিনে দিনে কিছু অমানুষের বিবেকহীনতায় মরতে বসেছে বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, বালু, তুরাগ আর শহরতলী সাভারের বংশী। বিবেক প্রতিবন্ধি এ মানুষগুলোকে আমরা সবাই চিনি; এরা তথাকথিত শিল্পপতি, ভূমি দস্যু, কেউ ব্যবসায়ী।

সরকার আসে সরকার যায় কিন্তু ক্ষমতার কাছাকাছি থাকা এ মানুষগুলোর চিকিটি স্পর্শ করা যায় না। এমনকি সর্বোচ্চ আদালতের রায় এবং নির্দেশনাও বাস্তবায়িত হয় না। প্রশ্ন আসে, শাসক দলগুলো যদি বুড়িগঙ্গা-শীতলক্ষ্যাকে বাঁচিয়ে ঢাকাকে বাঁচাতে না পারে তবে দেশ বাঁচাবে কী করে?

ঢাকাকে বাঁচিয়ে রাখার লক্ষ্যে দূষণ-দখলের হাত থেকে যদি নদীগুলোকে বাঁচাবার জন্য আমাদের প্রতিবাদী কণ্ঠ সোচ্চার না হয় তবে চেতনে-অবচেতনে আমরা অবশ্যই আত্মহত্যা করতে চলেছি। বুড়িগঙ্গা-শীতলক্ষ্যা দূষণ-দখল নিয়ে এ সংখ্যায় লিখেছেন ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ-এর সহযোগী সম্পাদক ***প্রকৌশলী ধরিত্রী সরকার সবুজ।***

বুড়িগঙ্গায় বর্জ্য ফেলা, চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডুতে জাহাজ ভাঙ্গা ইয়ার্ড নির্মাণের জন্য নির্বিচারে গাছ কাটা, কুতুবদিয়ায় প্যারাবন উজাড় করে লবণ মাঠ তৈরি, রেমা-কালেঙ্গায় নির্বিচারে গাছ কাটা, বরিশাল-চট্টগ্রামে সংরক্ষিত বন কেটে ইটভাটা তৈরি, এমনকি এসব কার্যক্রমে কোথাও কোথাও প্রশাসন এবং বন বিভাগের অনুমতি প্রদানের বিষয়টি সরকারের পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রমের সংগে বড় ধরনের বৈপরিত্যের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

ঢাকাকে বৃত্তাকারে ঘিরে রাখা নদীগুলোর দিকে দৃষ্টি ফেরালে আমরা

এসব দৃশ্য প্রতিদিনের

দেখি, বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, বালু নদীর পানি পরিশোধন করেও খাওয়ার উপযোগী করা কষ্ট। শিল্প মালিকেরা আজও তাদের শিল্প ইউনিটের জন্য ইটিপি স্থাপন করছেন না, শিল্পবর্জ্য সরাসরি ফেলে দিচ্ছেন নদীতে। নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা, সিদ্ধান্তহীনতা, দুর্বলতা ও সমন্বয়হীনতার কারণে দখল-দূষণের কবলে পড়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে ঢাকার চারপাশের নদীগুলো। মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে বিশুদ্ধ পানির অধিকার থেকে।

বুড়িগঙ্গার তীরে গড়ে ওঠা নগরীতে আজ জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ঘটেছে। এই ঢাকা শহরে বর্তমানে বসবাস করছে এক কোটিরও বেশি মানুষ। নদী তীরের বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠেছে বস্তিসদৃশ লোকালয়। মানবসৃষ্ট বর্জ্য বিভিন্ন ছোট বড় খাল ও নর্দমার মাধ্যমে সরাসরি গিয়ে পড়ছে বুড়িগঙ্গায়। নদীতে গিয়ে জমছে এসব ক্লেদ। নর্দমাবাহিত আবর্জনা ও নানা ধরনের বর্জ্য পদার্থ বিভিন্ন জীবাণুর প্রভাবে সৃষ্টি করছে কালো পাঁকের মতো দুর্গন্ধযুক্ত আবর্জনা, যা লালবাগ বা সদরঘাটের কাছে বুড়িগঙ্গার দিকে তাকালেই দেখা যায়। নদী তীরের

বুড়িগঙ্গাকে আগের চেহারায় ফিরিয়ে আনতে হবে

অজস্র মানুষের মলমূত্র ত্যাগের সঠিক ব্যবস্থা না থাকায় তারও একটা বড় অংশ গিয়ে মিশছে বুড়িগঙ্গায়। এ নদীর বুক চিরে বিভিন্ন গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য চলছে ছোট বড় বিভিন্ন আকারের লঞ্চ-ষ্টিমার। এগুলোর বাথরুম ব্যবস্থা উন্মুক্ত বুড়িগঙ্গার বুকে। ফলে কত যে মলমূত্র সরাসরি বুড়িগঙ্গায় পড়ছে তার ইয়ত্তা নেই। এর চেয়েও বেশি মারাত্মক হচ্ছে দুই তীরে গড়ে ওঠা অজস্র কলকারখানার বর্জ্য। হাজারীবাগে রয়েছে আড়াই শ ট্যানারির বিশাল শিল্প এলাকা। ট্যানারি

শিল্প থেকে প্রতিদিন গড়ে বিশ হাজার ঘনমিটার পানি প্রায় তিন শতাধিক বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য নিয়ে বুড়িগঙ্গায় পড়ছে। চামড়াশিল্পের এ বর্জ্য পানিতে থাকে বিষাক্ত ক্রোমিয়াম, হাইড্রোজেন সালফাইড, অ্যামেনিয়াম ও নাইট্রেটের বিভিন্ন যৌগ, মানবস্বাস্থ্যের জন্য যাদের ক্ষতিকর ভূমিকা সীমাহীন।

ঢাকার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নারায়ণগঞ্জের প্রাণ বলে খ্যাত শীতলক্ষ্যার অবস্থাও বড়ই করুণ। এর পানিতে ক্ষতিকর উপাদানের পরিমাণ দিন দিন বাড়ছে। এসিড, ক্ষার ও দ্রবীভূত ক্লোরাইডের মাত্রা অনেক বেশি। নারায়ণগঞ্জ, সিদ্ধিরগঞ্জবাসীর পয়োবর্জ্য যথারীতি মিশছে শীতলক্ষ্যার পানিতে। কিন্তু বড় শত্রু দুই তীরে গড়ে ওঠা সিমেন্ট, টেক্সটাইল ও ডায়িং ফ্যাক্টরিগুলো। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) বাঁধের ভেতরের শিল্প ও পয়োবর্জ্য এবং ডায়িং কারখানাগুলোর নির্গত রাসায়নিক বর্জ্য শীতলক্ষ্যার পানিকে নিয়ে যাচ্ছে হুমকির মুখে। পরিবেশ অধিদপ্তরও মনে করে, নদীর পানিকে বেশি দূষিত করছে ডায়িং ও টেক্সটাইল ফ্যাক্টরিগুলো এবং সে দূষণ খুবই আশংকাজনক পর্যায়ে এসে পৌঁচেছে। আবার ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের ফ্যাক্টরিগুলোর বড় অংশই হলো টেক্সটাইল ক্যাটাগরির। সারাদেশে প্রায় চার হাজার ডায়িং ও টেক্সটাইল ফ্যাক্টরি রয়েছে এবং

দূষণ প্রক্রিয়ায় অবদান রাখছে জলযানগুলোও

এদের অনেকগুলোতেই নেই ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট বা ইটিপি। বর্জ্য দূষিত পানি পরিশোধন প্ল্যান্টের ব্যবস্থা না থাকায় বা বন্ধ থাকায় নারায়ণগঞ্জের ছোটবড় প্রায় ৪০০ ডায়িং ফ্যাক্টরির ক্ষতিকর রঞ্জকদ্রব্য মিশ্রিত রাসায়নিক বর্জ্য আজ শীতলক্ষ্যার মাছসহ সব জীবের জন্য একটি বড় হুমকি।

এদিকে তুরাগ নদীর পার্শ্ববর্তী সাভারে গড়ে উঠেছে বস্ত্রশিল্পসহ অনেক শিল্পকারখানা। আমরা দেখতে পাচ্ছি, শিল্প গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশগত বিপর্যয়ের বিষয়টি অনিবার্যভাবে জড়িত হয়ে যাচ্ছে। সাভারের শিল্পাঞ্চল এবং তুরাগও গাঁথা হয়ে গেছে সেই একই সূত্রে। সুনির্দিষ্ট আইনকে লংঘন করে অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠা শিল্প কারখানাগুলো প্রতিদিন টন-টন বিষাক্ত বর্জ্য নিক্ষেপ করছে তুরাগ নদীতে। সাভারের বস্ত্রকলগুলোর কোনো কোনোটির বর্জ্য পানি নর্দমা ও কৃষি জমির ওপর দিয়ে এবং কোনো কোনো কারখানা থেকে সরাসরি গিয়ে পড়ছে তুরাগে। ফলে তুরাগের পানি অনেক পয়েন্টে একেবারে কালো হয়ে গেছে। বস্ত্রকলের রঙিন পানির কারণে সূর্যের আলো অনেক সময় পানির মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। ফলে নষ্ট হচ্ছে তুরাগের পানির ভৌত গুণাবলি। সাভার এলাকা একসময় মাছের জন্য বিখ্যাত ছিল। তুরাগ নদীতে মাছ ধরে অনেক জেলের জীবন চলত। কিন্তু এখন আর সে অবস্থা নেই।

রাজধানীবাসীর উদাসীনতার কারণেও নদীর পানি দূষিত হচ্ছে। ঢাকা ওয়াসার পয়োবর্জ্য শোধনকেন্দ্রের শোধন ক্ষমতার একটি অংশ অব্যবহৃত থাকছে পয়োবর্জ্যের অভাবে। রাজধানীর অনেক বাসার মালিক বাসার পয়োবর্জ্যের সংযোগ ওয়াসার পয়োবর্জ্যের লাইনে না দিয়ে সেটি সংযোজিত করে দিচ্ছে ওয়াসার স্টর্ম ওয়াটার ড্রেনেজ লাইনের সংগে। স্টর্ম ওয়াটার লাইন শুধু পানি পরিবহন করার কথা এবং সেটি সরাসরি নদীর সংগে সংযুক্ত। ফলে স্টর্ম ওয়াটার লাইনে পয়োবর্জ্য মিশলে তা সরাসরি নদীতেই পড়বে। প্রতিদিন রাজধানীবাসী প্রায় ৩.৬ লক্ষ ঘনমিটার পয়োবর্জ্য উৎপন্ন করছে যার একটা বৃহৎ অংশ চলে যাচ্ছে নদীতে মানুষের অসততার কারণে।

ঢাকাকে রক্ষার স্বার্থেই নদীগুলোকে এ অবস্থা থেকে উদ্ধার করা জরুরি। নদী পুনরুদ্ধারের কার্যক্রমগুলো একটু পরিকল্পিতভাবে নেয়া

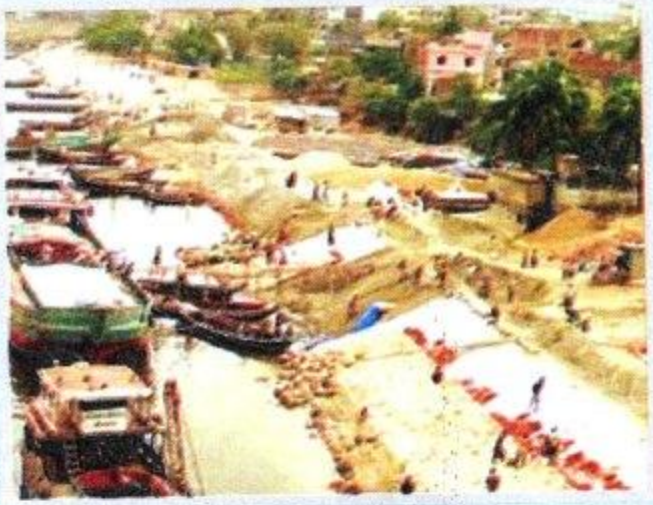

দখল হয়ে যাচ্ছে নদী

দরকার। বর্জ্য অপসারণের পাশাপাশি নতুন করে বর্জ্য ফেলার বিষয়টি কঠোরভাবে দমন করা দরকার। নদী তীরের শিল্প কারখানাগুলোর বর্জ্য শোধনের ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা ও তার যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

নদীগুলোর সীমানা নির্ধারণ করা এবং নদী তীর থেকে অবৈধ দখলদারদেরকে উচ্ছেদ করা জরুরি। নদী দূষণকারী শিল্প কারখানার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার কোন বিকল্প নেই। স্বল্প সংখ্যক অসাধু শিল্পপতির কারণে ঢাকা মহানগরী ও নগরবাসীর এমন ক্ষতি হতে দেয়া যায় না। আর এক্ষেত্রে সুচিন্তিত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত এবং শাসক রাজনৈতিক দলের সদিচ্ছাই যে বড় কথা, তা বলাই বাহুল্য। যে বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, বালু ও তুরাগের গর্ভে ঢাকা নগরীর জন্ম, সেসব নদীর প্রাণ সংহার করে ঢাকা বেঁচে থাকে কি করে?

ছবি: ইন্টারনেট

গ্রিন টেকনোলজি: গ্রিন হ্যাবিট্যাট

Green Building And `Energy Center'

পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ এবং সংরক্ষণে জনসচেতনতার প্রেক্ষাপটে পরিবেশবান্ধব ও শক্তিসাশ্রয়ী নির্মাণকৌশলের ধারণাটি আমাদের দেশের প্রকৌশলী - স্থপতি - পরিকল্পনাবিদদের কাছে অপরিচিত না হলেও সাম্প্রতিক বলা চলে। ভবন নির্মাণ, ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণে গ্রিন টেকনোলজি ধারণাটির প্রয়োগ প্রারম্ভিক পর্যায়ে, তবে বিকাশমান। এনার্জিপ্যাক গ্রুপের তেজগাঁওস্থ কর্পোরেট অফিস এনার্জি সেন্টার - এ ধারণার প্রেক্ষাপটে একটি উলেখযোগ্য স্থাপনা। গ্রিন বিল্ডিং প্রযুক্তির প্রেক্ষাপটে এনার্জি সেন্টার- এর বিশেষত্ব নিয়ে লিখেছেন ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ - এর প্রাক্তন প্রধান প্রতিবেদক প্রকৌ.এ এম মইনউদ্দিন খান ফারুক।*

পাঠকের বোধগম্যতার স্বার্থে ব্যতিক্রমীভাবে লেখাটি বাংলার পরিবর্তে ইংরেজিতে ছাপা হল।

Green building is also known as **green construction** or **sustainable building** refers to a structure and using process that is environmentally responsible and resource-efficient throughout a building's life-cycle: from design, construction, operation, maintenance, renovation, and demolition. This requires close cooperation of the design team, the architects, the engineers, and the client at all project stages. The Green Building practice expands and complements the classical building design concerns of economy, utility, durability, and comfort.

Although new technologies are constantly being developed to complement current practices in creating greener structures, the common objective is that green buildings are designed to reduce the overall impact of the built environment on human health and the natural environment by:

- Efficiently using energy, water, and other resources
- Protecting occupant health and improving employee productivity
- Reducing waste, pollution and environmental degradation

ENERGY CENTER

"Energypac Group"– has involved in Power Generation, Transmission, Distributions of Electricity in the country. It has also largest energy saving lamp manufacturer in Bangladesh. This business group has also involved in Garments, Agriculture and infrastructures sector. The Group has constructed its Corporate office "Energy Centre" at Tejagaon, Dhaka adopting the concept of "Green Building" as follows :

Energy Efficiency:

- Energy Centre has a no. of features to reduce the 40% energy consumption.
- Maximum use of day light by using transparent glasses around all sides of the building in each floor saves all the luminaries power consumption in the day time. So , lighting load consumption tends to zero in the day time.
- All the luminaries used in the building is Light-Emitting Diode (LED) which also has 45 % less power consumption than other conventional luminaries.
- 10.6 kW Solar Power also installed in the building to promote the use renewable energy.
- 400 kVA Cast Resin Transformer used in the electrical sub-station which has low current loss and occupied less space.
- Variable Refrigerant Flow (VRF) Air conditioning System used in the building, which also have at least 10% less power consumption than other conventional Systems.
- The building uses Molift Rail System (MRS) lift which also consumes less power than other lifts.

Water Efficiency:

The building has a provision to collect 33600 gallon rain and grey water collection, treatment and recycle the water for sanitation uses.20% water can save through this treatment & recycle of the rain and grey water ,

Recycle materials:

Recyclable materials used in the buildings are Steel, Aluminum, and Copper & Glass.

The Construction work with Pre-fab Structures only 12 months time to complete the building with proper interior decoration while in case of general buildings it would take about two years.

The 6-floor building has 7200 sft land with 21 per cent green area. The total building area is 5085 sft with total floor area 27582 sft and parking area 3122 sft.

Advantages of Green Building:Cost

Very often green buildings considered to be expensive as usually all kind of modern building methods. However it saves much more money from the moment of creating during its lifetime as ordinary buildings. It works with any kind of green structures – office buildings, schools, churches, factories and others type of buildings. Designing and building green structures cost approximately the same as regular buildings. Even if they are higher in cost a little bit, because of some special requirements, during their usage they save so much energy that the money spent on its creation will return at least 10 times.

Energy efficiency

Green building has a great advantage of reducing both embodied and operating energy consumption as mentioned .

Water efficiency

Water consumption is another objective in sustainable building. Recycling rainwater & grey water and using it for toilet flushing can save waste-water. Water saving shower heads, ultra-low flush toilets and other conserving fixtures can minimize waste-water.

Material efficiency

Most of the materials used in green buildings are recyclable and high disposal value.

Indoor air quality

When constructing green buildings great emphases are put on the ventilation system. It can be powered in different ways – passively, naturally or mechanically. It doesn't matter in which it is powered, the most important thing that a building should have a properly designed ventilation system in order to have a filtered and cleaner air. During construction low or zero emission materials are used. Most materials used for ordinary buildings are toxic, some of them radiate gases or include volatile organic compounds. It has a bad influence on occupant's health and productivity.

Indoor environment quality

Except poor air quality other circumstances like poor lightening, temperature variances, furniture, carpeting, pesticides, paints and high concentration of pollutants are causing different diseases – headaches, dermatological problems, allergies etc. The environmentally friendly circumstances of green building create healthier atmosphere.

Maintenance

Green buildings need less maintenance. For example most green buildings don't require exterior painting so often. Also as far as natural sources were used during its construction, they are not destroyed so quickly.

Improved Employee Attendance and Productivity

Natural lightening, good ventilation, healthy circumstances all influence the health of green structures' occupants. People are becoming less sick, they are more productive and their impact on work is more high and effective. A study made in Seattle, USA among 31 green buildings showed that in LEED-certified buildings the absence of employee was decreased into 40 percent. Another research showed 30 percent less sick days plus a 10 percent growth income per employee. This way green offices more attractive and retaining for employees. The green architecture of the new Energypac Building symbolizes the futuristic vision of the company by creating open workspaces that allow employees to work when and where they want.

Higher Property Value

Green buildings have low energy cost. Their use of gas, water, energy is highly reduced. A building can keep a high sale value if it contains sustainable components.

Green building is not a new fashion stream in design and architecture. Green building is a possibility to create harmless, energy efficient and environmentally friendly buildings.. The price for sustainable products and materials fall, green buildings are becoming good for the environment, tenants and occupiers. Conventional building consumes too much natural sources, like energy, water, woods etc. while green building uses renewable resources as sunlight, plants, rainwater. One of the most important components of green building are energy and water efficient technologies which are generally not available in regular buildings as mentioned. Although green building is more effective and good for bottom line, when creating it construction employers and designers should take into consideration some disadvantages too.

***Engr. A M Mainuddin Khan Faruq**
Head of Operations,
Energypac Confidence Power Venture Ltd.

জ্বালানি সংকট ও বিকল্প শক্তি

বিশ্বব্যাপী প্রচলিত জীবাশ্ম এবং হাইড্রকার্বণ জ্বালানির উৎস দ্রুত নি:শেষ হয়ে আসছে। এ প্রেক্ষাপটে বিকল্প শক্তির উৎস হিসেবে মানুষের মনযোগ এখন বিকল্প এবং নবায়নযোগ্য শক্তির প্রতি। নবায়নযোগ্য শক্তি হিসেবে সৌর বিদ্যুতের ব্যবহার আমাদের দেশে বিশেষ করে গ্রামে বাড়ছে। সৌর বিদ্যুৎ আজ আর গ্রামীণ জনপদে অপরিচিত নয়। সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রযুক্তি এবং এর ব্যবহারের খুঁটিনাটি বিষয়ে জানতে আগ্রহী পাঠকদের জন্য নিবন্ধটি ছাপা হল। লিখেছেন আইইবি যশোর কেন্দ্রের চেয়ারম্যান এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর যশোর সার্কেল-এর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ***জি.এম.এম.কামাল পাশা।***

জ্বালানি মূল্য, নিরাপদ শক্তি ও আবহাওয়ার পরিবর্তন- এ সমস্ত কিছু বিবেচনা করে নবায়নযোগ্য শক্তির প্রচলন আশু প্রয়োজন। সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে । নবায়নযোগ্য শক্তি হচ্ছে প্রায় অফুরন্ত শক্তির উৎস সূর্য হতে প্রাপ্ত শক্তি যা কোন প্রকার জ্বালানি ব্যবহার করে না। নবায়নযোগ্য শক্তি হিসেবে সৌর শক্তি সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ও সহজলভ্য। প্রতি মিনিটে যে পরিমাণ সৌর শক্তি ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হয় তা দিয়ে এই পৃথিবীর এক বৎসরের শক্তি চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য আমরা আমাদের ঘর-বাড়ি কিংবা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আলোক সংবেদনশীল "সোলার প্যানেল" ব্যবহার করতে পারি। কয়লা, তেল কিংবা নিউক্লিয় শক্তি দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিকল্প হিসেবে এটি কাজ করতে পারে। কয়লা, তেল ও নিউক্লিয় শক্তি ব্যবহার ঝুঁকিপূর্ণ এবং আমাদের পরিবেশের উপর এগুলোর সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে।

সৌর কোষ

সৌর কোষ হচ্ছে একটি ফটোভোল্টিক ডিজাইন যা বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম হয় যদি এটিকে সূর্যালোকে উদ্দীপ্ত করা হয়। সৌর কোষ ফটোভোল্টিক পদ্ধতির মাধ্যমে শক্তির রূপান্তর নির্দেশ করে। এটি আরও কিছু ইলেকট্রনিক সামগ্রীতে পরিলক্ষিত হয় যেমন - ইনটিগ্রেটেড সার্কিট। সৌর কোষে কোন বিদ্যুৎ সঞ্চিত থাকে না। সূর্য কোষের মৌলিক অংশ একটি পরমাণু যার সবচেয়ে ভিতরের (lowermost) ব্যান্ডের ইলেকট্রনগুলোকে বলা হয় ভ্যালেন্স ইলেকট্রন। ভ্যালেন্স ইলেকট্রন দ্বারা যে ব্যান্ড আবদ্ধ থাকে তাকে বলা হয় ভ্যালেন্স ব্যান্ড। সবচেয়ে বাইরের (uppermost) ব্যান্ডকে বলে কনডাকশন ব্যান্ড। কনডাকশন ব্যান্ডের শক্তি ভ্যালেন্স ব্যান্ডের চেয়ে বেশী। এই ব্যান্ডের ভিতর ইলেকট্রনগুলো মুক্তভাবে চলাচল করতে পারে। কনডাকশন ব্যান্ড এবং ভ্যালেন্স ব্যান্ডের ফাঁকা জায়গাকে বলা হয় ফরবিডেন জোন যেখানে ইলেকট্রন অবস্থান করতে পারে না।

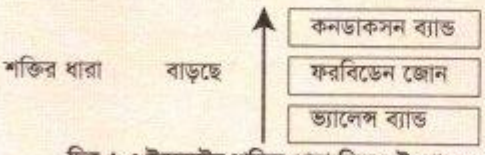

চিত্র-১ ঃ ইলেকট্রন শক্তির ধারা বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রক্রিয়া

সূর্য শক্তি এমন এক শক্তি যা বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে সরাসরি সূর্যরশ্মি ব্যবহার করে। এই শক্তি উৎপন্ন হয় সোলার ফটোভোল্টেক (Pv) পদ্ধতির মাধ্যমে। যখন সূর্যরশ্মি সোলার কোষের উপর তীব্রভাবে পড়ে, তখন এটি ইলেকট্রন ছেড়ে দেয় সোলার কোষের p-n সংযোগ থেকে। যা অন্য ইলেকট্রনগুলোকে ধাক্কা দিতে থাকে আড়াআড়িভাবে একটি প্রচ্ছন্ন বাঁধা বা ইলেকট্রিক ক্ষেত্র তৈরির জন্য। এই ইলেকট্রনগুলো তখন পুরো একটি বাইরের সার্কিট ঘুরে আসে আগের অবস্থানে এবং এই প্রক্রিয়ায় বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হয়।

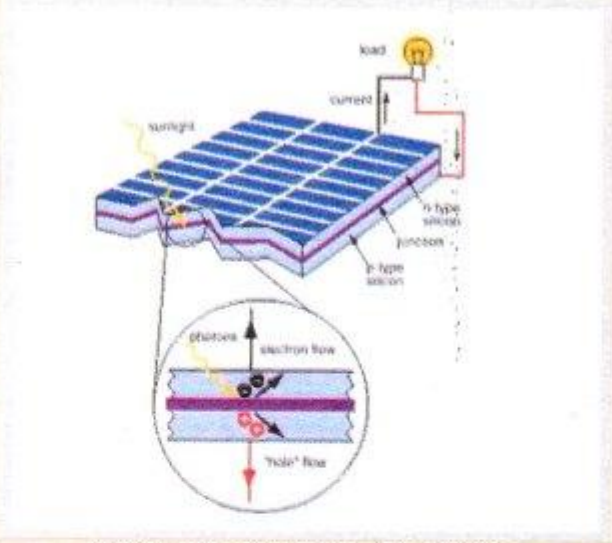

চিত্র-২ ঃ ফটোভোল্টেক পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন

ফটোভোল্টেক (Pv) প্রক্রিয়া এমন একটি মৌলিক প্রক্রিয়া যা বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে ফটোভোল্টিক (Pv) কোষের মাধ্যমে, সরাসরি সূর্যের আলো থেকে। সূর্যরশ্মি ফোটন নামক বিভিন্ন মাত্রার আলোক শক্তির প্যাকেট দ্বারা আবদ্ধ থাকে। এই ফোটনগুলো বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের হয়ে থাকে। যখন ফোটনগুলো ফটোভোল্টিক (Pv) কোষকে তীক্ষ্ণভাবে আঘাত করে, এগুলো তখন প্রতিফলিত, শোষিত অথবা p-n

সংযোগ দিয়ে পরিবাহিত হতে পারে। শোষিত ফোটনগুলো p-n সংযোগের ভিতর বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে।

সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো নিম্নরূপ।

- সোলার প্যানেল।
- ব্যাটারি।
- চার্জ কন্ট্রোলার।
- বৈদ্যুতিক সংযোগের জন্য প্রয়োজনীয় তার এবং অন্যান্য আনুষাঙ্গিক যন্ত্রাংশ।

সোলার প্যানেল- সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রধান উপকরণ হলো সোলার প্যানেল যা অনেকগুলো সৌর কোষের সমন্বয়ে গঠিত। সৌর কোষ সিলিকন পদার্থের তৈরী। সৌর কোষগুলোর মডিউল এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয় যেন সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।

চিত্র -৩ ঃ একটি সোলার প্যানেল

সোলার সিস্টেমের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা সাধারণ অর্থে সিস্টেমের সোলার প্যানেলের আকার, সংখ্যা, কর্মক্ষমতা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। বাসগৃহে সাধারণত যে সোলার প্যানেল আমরা ব্যবহার করি তার প্রতিটিতে ৪০ (চল্লিশ) টি সৌর কোষ থাকে। চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুতের পরিমাণ ও তদনুসারে সোলার প্যানেলের সংখ্যা নির্ণয়পূর্বক দালানের ছাদে বা রৌদ্র প্রাপ্তির অন্য কোন সুবিধাজনক স্থানে স্থাপন করে সৌর বিদ্যুৎ তৈরি করা হয়। পৃথিবীজুড়ে সৌর শক্তির ব্যবহার নিয়ে যে সব বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলছে তা মূলত এই সৌর কোষ তথা সোলার প্যানেলের কর্মক্ষমতা কিভাবে বাড়ানো যায় তা নিয়ে। এখন পর্যন্ত বাণিজ্যিকভাবে আমরা যে প্যানেলগুলো ব্যবহার করছি তার কর্মক্ষমতা মাত্র শতকরা ১২ থেকে ১৮ ভাগ। একটি চমৎকার রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে বিজ্ঞানিরা একটি সোলার প্যানেলের কর্মক্ষমতা শতকরা ৪৫ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। তবে এসবই হয়েছে গবেষণাগারে, যা এখনও সাধারণের ব্যবহার উপযোগী করা সম্ভব হয় নাই। আশা করা যেতে পারে, অতি শীঘ্রই শতকরা অন্তত ২৫ ভাগ কর্মক্ষমতাসম্পন্ন সোলার প্যানেল ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে।

সোলার প্যানেল স্থাপনের জন্য উপযুক্ত স্থান হলো যে কোন খোলা জায়গা যেমন - দালানের ছাদ, খোলা ময়দান, টিনের বা শনের ঘরের চালা ইত্যাদি। এমনকি দালানের সাউথ এলিভেশন বরাবর প্যানেল স্থাপন করা যেতে পারে, আবার প্যানেলের সাহায্যে ঘরের চালাও তৈরী করা যেতে পারে। তবে আসল কথা হল প্যানেলের অবস্থান এমন হতে হবে যেন তা দিনের বেলা অধিকাংশ সময় সর্বোচ্চ সূর্যালোক থেকে বঞ্চিত না হয়। সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে উৎপাদিত বিদ্যুৎ ব্যবহারের কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

- দালানের ছাদে বা পানির ট্যাংকে সোলার প্যানেল স্থাপন করে বাসাবাড়ি বৈদ্যুতিক আলোয় আলোকিত করা যায়।
- আমাদের দেশের বড় বড় শহরগুলোতে (যেমন- ঢাকা, চট্রগ্রাম) যে সব শপিং মল বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দক্ষিণমুখী, সেগুলোর বাইরে সাধারণ কাঁচের পরিবর্তে সোলার প্যানেল স্থাপন করে উক্ত মলের বিদ্যুৎ চাহিদার উল্লেখযোগ্য অংশ মিটানো যেতে পারে ।
- ফিলিং স্টেশন, টোল স্টেশন, হাইওয়ে প্রভৃতি খোলা জায়গায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে ঐ সব স্থাপনার বিদ্যুৎ চাহিদা মিটানো যায়।
- চা বাগানের সেডট্রি, স্ট্রীট লাইট পোস্ট ইত্যাদির সাথে সোলার প্যানেল স্থাপন করে বাতি জ্বালানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

চিত্র -৪ : শপিং মলের মুখে সোলার প্যানেল স্থাপন

ব্যাটারি- সোলার প্যানেল সিস্টেম-এর অপরিহার্য উপাদান হচ্ছে ব্যাটারি। ব্যাটারির কাজ হল দিনের আলোয় উৎপাদিত সৌর বিদ্যুৎ জমা করে প্রয়োজনমত ব্যবহারের জন্য তা সরবরাহ করা। সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যবহার প্রক্রিয়া দুই ধরণের ।

ক. অন-গ্রিড

খ. অফ-গ্রিড

ক. অন-গ্রিড পদ্ধতি: অনগ্রিড পদ্ধতিতে ব্যাটারি ব্যবহার করা হয় না, কারণ এক্ষেত্রে বিদ্যুৎ জমা করার প্রয়োজন পড়ে না। এই প্রক্রিয়ায় সোলার প্যানেলে উৎপাদিত বিদ্যুৎ সরাসরি বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ যেমন- বৈদ্যুতিক বাতি, পাখা প্রভৃতিতে ব্যবহার করা হয়। তবে এটি রাতের বেলা বা মেঘ-বাদল দিনে ব্যবহার করা যায় না। অর্থাৎ অন-গ্রিড পদ্ধতিতে সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য একটি রৌদ্রময় দিনের প্রয়োজন। এই পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যবহার ধারাবাহিকভাবে একই সাথে চলতে থাকে।

খ. অফ-গ্রিড পদ্ধতি: আমরা সৌর বিদ্যুৎ এর যে পদ্ধতি ব্যবহার করি তা হলো অফ-গ্রিড পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে সূর্যের আলো থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ সঞ্চয় করে রাখা হয় যা প্রয়োজনে রাতের বেলা বা বৃষ্টির দিনে ব্যবহার করা যায়। বিদ্যুৎ সঞ্চয়ের জন্য আমরা ব্যাটারি ব্যবহার করে থাকি। সোলার প্যানেলে উৎপাদিত বিদ্যুৎ রিচার্জের মাধ্যমে ব্যাটারিতে জমা হয় এবং এই জমাকৃত বিদ্যুৎ তাৎক্ষণিকভাবে বা পরবর্তীতে প্রয়োজনমত ব্যবহার করা যায়। ঠিক যেভাবে লোড

শেডিং এর সময় আমরা অতি পরিচিত আইপিএস ব্যবহার করে থাকি। তবে আইপিএস এর ক্ষেত্রে বিদ্যমান বিদ্যুৎ ব্যবহার করে ব্যাটারি চার্জ করা হয় এবং ব্যাটারি চার্জের জন্য অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল গুণতে হয়। কিন্তু সোলার প্যানেল ব্যবহার করে আমরা অতি সহজেই সৌর বিদ্যুৎ দিয়ে ব্যাটারি চার্জ করে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিলের হাত থেকে রেহাই পেতে পারি।

চার্জ কন্ট্রোলার- চার্জ কন্ট্রোলারের কাজ হলো ব্যাটারিকে মাত্রাতিরিক্ত চার্জ থেকে রক্ষা করা। মাত্রাতিরিক্ত চার্জের কারণে ব্যাটারি যাতে নষ্ট হয়ে না যায় সেজন্য এটি সেফগার্ড হিসাবে কাজ করে।

সংযোগ তার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ- সোলার প্যানেল সিস্টেমের বিভিন্ন যন্ত্রাংশসমূহকে বৈদ্যুতিক তারের সাহায্যে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করা হয়। সোলার প্যানেল, প্যানেল স্ট্যান্ড, চার্জ কন্ট্রোলার, ব্যাটারি, ইনভার্টার, ফিউজ, সার্কিট ব্রেকার, কানেকটর প্রভৃতি সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সোলার এনার্জি সিস্টেম তৈরী করা হয়।

চিত্র -৫ : একটি পূর্ণাঙ্গ সোলার এনার্জি সিস্টেম

কেন আইপিএস এর পরিবর্তে সোলার প্যানেল?

সোলার প্যানেল আমাদের দেশে ইদানিং যথেষ্ট সহজলভ্য হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশে গ্রামীণ শক্তি, হাইড্রন বাংলাদেশ এবং আরও অনেক বেসরকারী সংস্থা সোলার প্যানেল সরবরাহ, স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করে থাকে। সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয়ও খুব বেশি নয়। বর্তমান সময়ে কেউ যদি একটি টিউব লাইট ও একটি বৈদ্যুতিক পাখার জন্য সোলার প্যানেল স্থাপন করতে চান তাহলে তাকে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা খরচ করতে হবে যা একটি আইপিএস এর মূল্যের চেয়ে কম। তবে বিদ্যুতের ব্যবহার অনুযায়ী নিম্নরূপে সোলার প্যানেলের সংখ্যা নির্ণয় করা হয়।

ধরি, একটি বাসগৃহে ৩টি ২৫ ওয়াট ক্ষমতার এনার্জি সেভিং বাল্ব ও ৮০ ওয়াট ক্ষমতার ২টি সিলিং ফ্যান চালানোর জন্য সোলার প্যানেল স্থাপন করতে হবে। একটি সোলার প্যানেলের (সাইজ- ৩৭"×১৯.৫"×২") বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৫০ ওয়াট। বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ = ৩ টি ২৫ ওয়াট বাল্ব + ২ টি ৮০ ওয়াট ফ্যান = ৩ ×২৫+ ২× ৮০ = ৭৫+১৬০ = ২৩৫ ওয়াট।

সুতরাং প্যানেল সংখ্যা = ২৩৫ ÷ ৫০ = ৪.৭০ অর্থাৎ ৫টি প্যানেল স্থাপন করতে হবে। এজন্য ১২ ভোল্ট রেটিং এর ব্যাটারি এক বা একাধিক স্থাপন করা যেতে পারে। ব্যাটারি সংখ্যা যত বাড়ানো যায়, সোলার প্যানেল সিস্টেম এর ব্যাকআপ টাইম তত বেশি হয়।

সোলার প্যানেল ও আইপিএস এর মূল পার্থক্য হল সোলার প্যানেল সূর্যের আলো থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে ব্যাটারিতে জমা করে ; পক্ষান্তরে আইপিএস বিদ্যমান বিদ্যুৎ ব্যবস্থার বিদ্যুৎ দিয়ে ব্যাটারি রিচার্জ করে। অর্থাৎ আইপিএস ব্যবহার করলে ব্যাটারি রিচার্জের জন্য অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল গুণতে হয়। বিদ্যুৎ লাইন থাক বা না থাক, যে কোন রৌদ্রোজ্জল স্থানে সোলার প্যানেলের মাধ্যমে বিদ্যুতের সুবিধা গ্রহণ করা যায়। কিন্তু কেবলমাত্র বিদ্যমান বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় লোড শেডিংয়ের সময় আইপিএস কাজে লাগে। এছাড়া আইপিএস এর ব্যাটারি রক্ষণাবেক্ষণ সোলার প্যানেল সিস্টেমের ব্যাটারি রক্ষণাবেক্ষণের চেয়ে জটিল। সর্বোপরি সোলার প্যানেল সিস্টেম একটি ব্যয় সাশ্রয়ী পরিবেশ বান্ধব শক্তি ব্যবস্থা।

রূপকল্প-২০২১ সফল করার লক্ষ্যে

সময়ের দাবী ঃ 'বাংলাদেশ রিভার ড্রেজিং অথোরিটি'

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাসহ পৃথিবীর বহু নগর সভ্যতা গড়ে উঠেছে নদীকে ঘিরে। প্রাচীনকাল থেকে আমাদের দেশে জন ও পণ্য পরিবহনের মুখ্য মাধ্যম ছিল আমাদের নদীগুলো। বর্তমানেও পণ্য ও জন পরিবহনে নৌপথ সবচেয়ে সাশ্রয়ী ও নিরাপদ মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত। বাংলাদেশের পানি নীতিতে (National Water Policy, 1999) নৌপথকে অতি আবশ্যক পরিবহন মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। সরকারের রূপকল্প-২০২১ এ নৌপথগুলোর নাব্যতা ও নৌ-চলাচলের সক্ষমতা সংরক্ষণের বিষয়টির গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে একটি উপযোগী এবং দক্ষ ড্রেজিং ব্যবস্থা সময়ের দাবী। বক্ষমান নিবন্ধে বাংলাদেশের ড্রেজিং ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়ন, দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বায়ত্তশাসিত 'Bangladesh River Dredging Authority' গঠনের লক্ষ্যে ধারণা প্রদান করা হয়েছে যা প্রণিধানযোগ্য বিবেচিত হতে পারে। 'মুক্তমঞ্চে' এ বিষয়ে লিখেছেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) ***মো. আজিজুল হক।***

বাংলাদেশের নদীগুলো হচ্ছে সবচেয়ে গতিশীল ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বৈশ্বিক ইকো-সিস্টেমের ধমনী হিসেবে নদী জলধারার প্রাকৃতিক নিষ্কাশনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অন্যান্য প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলোর মত, নদীও সময়ের সাথে সাথে সর্বদা পরিবর্তিত হতে থাকে। এ পরিবর্তনের কারণগুলো হচ্ছে জলের প্রবাহ, পলি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ (ভূমিকম্প, বন্যা, ভূমিধস ইত্যাদি)। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা এ তিনটি বিশাল নদীর বহন করে আনা পলি জমে জমে সৃষ্টি হয়েছে একটি ব-দ্বীপের, যার নাম বাংলাদেশ। এদেশে ৩১০ টিরও বেশি নদী রয়েছে, যার মধ্যে আবার ৫৭টি আন্ত:দেশীয়। বাংলাদেশের সকল বড়ো নদীগুলো প্রতিবছর সব মিলে আনুমানিক ১০০ কোটি টন পলি উজান থেকে বহন করে আনে। এ বিশাল পলিমাটির ভারের কারণে নদীর প্রশস্ততা বৃদ্ধি পেয়ে নদীর গভীরতা কমে গিয়ে নদী-তীরে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয়। এদেশে একই বছরের মধ্যে একটি নদীর নৌ পথের উন্নয়ন ও পরিত্যক্তকরণ হচ্ছে খুবই সাধারণ বৈশিষ্ট্য, যেটা নদী ব্যবস্থাপনা এবং নৌচলাচলকে দূরহ করে তোলে। নদী ভাঙ্গনের কারণে প্রতিবছর ৯ হাজার হেক্টর উর্বর কৃষিজমি হারিয়ে যাওয়ায় কৃষিজ উৎপাদন কমে যায় এবং ৬০ হাজার মানুষ গৃহহীন (এবং মাঝে মাঝে ভূমিহীন) হয়ে পড়ে।

বর্তমান সরকার তাদের 'রূপকল্প-২০২১' এবং ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলটি 'নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮'-এ নদী ব্যবস্থাপনা ও নদী সংরক্ষণের বিষয়টি সঠিকভাবে চিহ্নিত করে প্রস্তাব করেছিল যে, নদী খনন, জল সংরক্ষণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ এবং বনভূমি রক্ষায় প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

নদী খনন, সেটা ক্যাপিটাল বা মেইনট্যানেন্স-এর জন্য ড্রেজিং যেটাই হোক না কেন, হচ্ছে একটি বিশাল, জটিল এবং উচ্চমাত্রার যান্ত্রিক কর্মকান্ড। বর্তমানে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (BWDB) হচ্ছে একমাত্র সরকারি সংস্থা, নদী খননের জন্য যাদের রয়েছে নিজস্ব ড্রেজার বহর। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ (BIWTA), চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের অনুল্লেখ্য ক্ষমতার (খনন আয়তনের ক্ষেত্রে) ড্রেজার রয়েছে।

ক্যাপিটাল ড্রেজিং এবং Maintenance ড্রেজিং প্রকল্পগুলো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মানসম্মতভাবে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে এই কাজের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজনগুলোর পরিমাণ নির্ধারণ করা অতীব জরুরী। এ লক্ষ্যে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় (সূত্র: মেমো নং ৪২.০৩১.০১১.০০.০৩৬.২০১০-৬৪২ তারিখঃ ৫ সেপ্টেম্বর, ২০১০ খ্রি.) একটি কমিটি গঠন করে। এ কমিটি তাঁদের তৈরি প্রতিবেদন সুপারিশসহ পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে পেশ করেন। সুপারিশটি হলো, "বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (BWDB) থেকে ড্রেজার পরিদপ্তর বিচ্ছিন্ন করে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে পরিবর্তিত নামে 'বাংলাদেশ রিভার ড্রেজিং অথোরিটি' গঠন করা"। কমিটির প্রতিবেদন অনুসারে এবং সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় বিদ্যমান বাস্তবতায় একটি আধা-স্বায়ত্তশাসিত কর্তৃপক্ষ গঠন করা যথাযথ পছন্দ হতে পারে। সুতরাং বিদ্যমান বাস্তবতায় 'বাংলাদেশ রিভার ড্রেজিং অথোরিটি (BRDA) গঠন করা একটি সেরা পছন্দ। উল্লেখযোগ্য, পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত-এর 'ড্রেজিং করপোরেশন অব ইন্ডিয়া (DCI)' সে দেশের নদী-ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে সফল ও কার্যকরী ভূমিকা রাখছে।

প্রস্তাবিত বাংলাদেশ রিভার ড্রেজিং অথোরিটি (BRDA)-কে একটি নিয়ন্ত্রণকারি সংস্থা হিসেবে গঠন করার সঠিকতা ও যৌক্তিকতা নিচে বর্ণনা করা হলো।

বাংলাদেশ রিভার ড্রেজিং অথোরিটি (BRDA) গঠন করার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

ক) ড্রেজিং শিল্পে স্বনির্ভরতা অর্জন করা;

খ) দেশের দ্রুতবর্ধনশীল ড্রেজিং চাহিদা পূরণ করা;

গ) সরকারের ড্রেজিং কর্মসূচী সফলভাবে বাস্তবায়ন করা, বিশেষ করে দেশের নদী ব্যবস্থার (River System) ক্যাপিটাল ড্রেজিং এবং পরবর্তীতে নিয়মিত maintenance ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনা করা;

ঘ) দেশের ড্রেজিং সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ এবং বিদ্যমান ড্রেজিং বহরের মানোন্নয়ন করে বাংলাদেশের টেকসই নদী ব্যবস্থাপনা অর্জন করা;

ঙ) দেশের সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোর জন্য সমন্বিত ড্রেজিং সেবা প্রদান করা;

চ) বিভিন্ন সেক্টরকে লক্ষ্য করে উচ্চ-মূল্যসংযোজিত ড্রেজিং সেবার সৃষ্টিশীল ব্যবহার পদ্ধতির উন্নয়ন করা;

ছ) ড্রেজিং-এ বিশেষায়িত দক্ষতার উন্নয়ন করা;

জ) কর্তৃপক্ষের ড্রেজিং কার্যক্রমের দক্ষতা ও সক্ষমতার মানোন্নয়ন করা;

ঝ) ড্রেজিং কার্যক্রমে কৌশলগত বিনিয়োগের মাধ্যমে ড্রেজিং সেক্টরের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

বাংলাদেশ রিভার ড্রেজিং অথোরিটি -এর কার্যক্রম ঃ

১। সরকারের আকাঙ্খা অনুযায়ী BRDA তার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী অনুসারে কাজ করবে।

২। ক্যাপিটাল ড্রেজিংসহ নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং-এর কাজ চালিয়ে যাওয়া।

৩। ড্রেজার প্রাপ্তিসাপেক্ষে সরকারি, আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোর চাহিদা অনুসারে ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৪। কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত হায়ার চার্জ (Hire Charge) অনুযায়ী বেসরকারি সেক্টরের চাহিদাকৃত ড্রেজিং কার্যক্রম BRDA সম্পাদন করতে পারবে।

বাংলাদেশ রিভার ড্রেজিং অথোরিটির কর্তৃত্ব ঃ

বর্তমানে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের (BWDB) উপর নদী ব্যবস্থাপনা, নদী শাসন, নৌপথের নাব্যতা স্থিতিশীল রাখা, নদী-তীর সংরক্ষণ করার কার্যক্রম চালানোর দায়িত্ব রয়েছে।

ক্যাপিটাল ড্রেজিং এবং নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং-এর মাধ্যমে নৌপথ চলাচলযোগ্য রাখার দায়িত্ব BRDA- কে অর্পণ করে নদীসংক্রান্ত অন্যান্য কাজ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (BWDB) এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

বাংলাদেশ রিভার ড্রেজিং অথোরিটি -এর নিয়ন্ত্রণ ঃ

একজন চেয়ারম্যান এবং ৪ জন সদস্য সম্বলিত একটি পরিচালনা বোর্ড তাঁদের অধীনস্থ লোকবলের সহায়তায় পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীনে BRDA-কে পরিচালনা করবেন। BRDA-একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে সরকারের সকল ড্রেজিং কার্যক্রম বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী অনুযায়ী বাস্তবায়ন করবে।

জাতীয় পানি নীতি (NWP -1999) হচ্ছে বাংলাদেশের পানিসম্পদে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি মৌলিক দলিল। এ নীতিমালা, বিভিন্ন পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্পগুলোর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য পর্যায়ক্রমে চিহ্নিত করে। এ নীতিমালা অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহনকে বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক আবশ্যকতা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। কারণ, অসংখ্য নৌপথ সবচেয়ে সাশ্রয়ী ও সস্তা পরিবহন হিসাবে কাজ করতে পারে। অথচ বহু নৌ চ্যানেলে পলি জমে নৌপরিবহনে বাধার সৃষ্টি করে। এ নৌ চ্যানেলগুলোর ড্রেজিং শুধুমাত্র নৌ চলাচলের পথ সুগম করার জন্য প্রয়োজনীয় নয়, পানির নিষ্কাশন এবং বন্যা পরিস্থিতি উন্নয়নের সহায়তার জন্যও প্রয়োজন। নদী ব্যবস্থার ড্রেজিং করার লক্ষ্যে সরকারের নীতি হচ্ছে নির্দিষ্ট নৌপথগুলোতে নৌচলাচল সক্ষমতা সংরক্ষণের জন্য যখন প্রয়োজন তখনই ড্রেজিং ও অন্যান্য সুবিধাজনক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিভিন্ন ক্যাপাসিটির কাটার সাকশন ড্রেজার

কাটার সাকশন ড্রেজারে খনন কাজ চলছে

পা ট বো ড্রেজার কাচালং

সুতরাং, একটি একক ও বিশেষায়িত সংস্থা 'বাংলাদেশ রিভার ড্রেজিং অথোরিটি (BRDA)' ব্যতিরেকে আকাঙ্খিত ড্রেজিং লক্ষ্য মাত্রা অর্জনের অন্য কোন বিকল্প পথ নেই। কিন্তু BRDA স্থাপন প্রক্রিয়া বেশ কিছুদিন ধরে থমকে আছে, যেটা আমাদের দেশের উন্নয়নের পরিপন্থী। গত ১৬-০৩-২০১০ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির ১২তম সভায় সভাপতি মরহুম আব্দুর রাজ্জাক এমপি বাংলাদেশের স্থিতিশীল নদী ড্রেজিং-এর জন্য BRDA গঠনের ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মতামত তুলে ধরেন। যে ব্যক্তি বা যারা BRDA গঠন করার কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত করছে তারা 'রূপকল্প-২০২১'-এর বিরুদ্ধে শুধু নয়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আদেশও অমান্য করছেন।

[মূল ইংরেজী প্রবন্ধের বাংলা অনুবাদ: প্রকৌ. সৈয়দ হাসান ইমাম ফিরোজ।]

প্রসঙ্গ: কোটা ব্যবস্থা, পেশাদারিত্বের অবমূল্যায়ন এবং জাতীয় উন্নয়ন

সরকারি নিয়োগে কোটা প্রথা, পেশাদারিত্ব, পেশাদার আমলাতন্ত্র, গতিশীল প্রশাসন, আমলাতন্ত্রের দলীয়করন ইত্যাদি বিষয়গুলো আমাদের কাছে অপরিচিত নয়। জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে একটি গতিশীল, পেশাদার, সৎ ও দেশপ্রেমিক আমলাতন্ত্রের বিকল্প নেই। এসব বিষয় নিয়ে সংবিধানের আলোকে বিশ্লেষণধর্মী লেখাটি লিখেছেন আইইবি'র জ্যেষ্ঠ ফেলো ***প্রকৌশলী মো. মতিউর রহমান তালুকদার।***

কোটা ব্যবস্থা: অতীত ও বর্তমান

বাংলাদেশ সরকার সরকারি চাকুরীতে প্রথম কোটা ব্যবস্থা প্রবর্তন করে ১৯৭২ সালে। ১৯৭২ সালে সরকারি কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলা কোটা ৪০%, মুক্তিযোদ্ধা কোটা ৩০%, যুদ্ধবিধ্বস্ত নারী কোটা ১০% এবং মাত্র ২০% মেধা কোটা বরাদ্দ ছিলো।

১৯৭৬ সালে ১৯৭২ সালের কোটা ব্যবস্থা আবার পরিবর্তিত হয়, তখন মেধা কোটায় বরাদ্দ হয় ৪০% আর জেলা কোটায় বরাদ্দ হয় ২০%। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা কোটা ৩০% ই রয়ে যায় এবং নারীদের জন্য কোটা বরাদ্দ হয় ১০%।

১৯৮৫ সালে পুনরায় ১৯৭৬ সালের কোটা সংশোধিত হয়। সংশোধিত কোটায় প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সরকারি চাকরিতে মেধাভিত্তিক কোটায় ৪৫%, মুক্তিযোদ্ধা কোটায় ৩০%, নারীদের জন্যে ১০% এবং প্রথমবারের মতো আদিবাসীদের জন্যে ৫% কোটা বরাদ্দ রাখা হয়।

সরকার কোটা ব্যবস্থা প্রবর্তনের শুরু থেকেই এর পক্ষে ও বিপক্ষে প্রচুর বিতর্ক চলে আসছে। অনেকে মনে করেন কোন অনগ্রসর সম্প্রদায়কে অগ্রসর করতে কোটা ব্যবস্থা থাকা দরকার। তবে তা একটি যৌক্তিক সময় পর্যন্ত থাকা আবশ্যক। কোটা বরাদ্দের বিষয়টি চিরদিনের জন্য হওয়া উচিত নয়। কোটা ব্যবস্থাটা কোন অনগ্রসর গোষ্ঠির জন্য অগ্রসর গোষ্ঠির কনসেশন। কিন্তু অগ্রসর গোষ্ঠির দায়িত্ব বিভিন্নমুখী উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ নিয়ে অনগ্রসর গোষ্ঠিকে অগ্রসর করে কোটা ব্যবস্থা থেকে মুক্ত করে চূড়ান্ত অর্থে মেধাকে মূল্যায়নের সার্বিক পরিবেশ তৈরি করা।।

বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে যে সব মূলনীতির কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে সুযোগের সমতা। সুযোগের সমতা বিষয়ে সংবিধানের ১৯ নম্বর অনুচ্ছেদের (১), (২) ও (৩) নম্বর দফায় পর্যায়ক্রমিকভাবে বলা হয়েছে ঃ

(১) সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হবে।

(২) মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমানস্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধা দান নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(৩) জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে।

বাংলাদেশে সংবিধানের ১৯ নম্বর অনুচ্ছেদে সাধারণ অর্থে সব ক্ষেত্রে সুযোগের সমতার কথা বলা হয়েছে। সংবিধানে সুযোগের সমতার কথাটির অর্থ হলো রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেতার ছেলেমেয়ে, যে কোন বড় লোকের (নামি-দামী ব্যক্তির) ছেলে মেয়ের সাথে একজন সুইপারের ছেলে মেয়েরও রাষ্ট্রের সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকার সমান। তাদের প্রত্যেকের মেধার মূল্যমান সমান। সকলকে সমান সুযোগ দিতে হবে। তা না দেওয়া অর্থ সংবিধান অগ্রাহ্য করা।

বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় ভাগে যেসব মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে তন্মধ্যে একটি হচ্ছে ২৯ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত সরকারি নিয়োগ লাভে সুযোগের সমতা। সরকারি নিয়োগ লাভে সুযোগের সমতা বিষয়ে ২৯ নম্বর অনুচ্ছেদের (১) ও (২) দফা এবং (৩) নম্বর দফার (ক), (খ) ও (গ) উপদফায় পর্যায়ক্রমিকভাবে বলা হয়েছে:

(১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সব নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকবে।

(২) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের অযোগ্য হবেন না কিংবা সে ক্ষেত্রে তার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবেনা।

(৩) এ অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই- (ক) নাগরিকদের যেকোনো অনগ্রসর অংশ যাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করতে পারে, সে উদ্দেশ্যে তাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান প্রণয়ন করা হতে, (খ) কোনো ধর্মীয় বা উপসম্প্রদায়গত প্রতিষ্ঠানে ওই ধর্মাবলম্বী বা উপসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য নিয়োগ সংরক্ষণের বিধান সংবলিত যে কোনো আইন কার্যকর করা হতে, (গ) যে শ্রেণীর কর্মের বিশেষ প্রকৃতির জন্য তা নারী বা পুরুষের পক্ষে অনুপযোগী বিবেচিত হয়, সেরূপ যেকোনো

শ্রেণীর নিয়োগ বা পদ যথাক্রম পুরুষ বা নারীর জন্য সংরক্ষণ করা হতে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করবে না।

সংবিধানের ২৯ নম্বর অনুচ্ছেদে বিশেষ অর্থে সরকারি নিয়োগ লাভে সুযোগের সমতার কথা বলা হয়েছে ও এর পাশাপাশি নাগরিকদের যেকোনো অনগ্রসর অংশের জন্য প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ বিষয়ে রাষ্ট্রকে বিশেষ বিধান প্রণয়ন বিষয়ে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এই ক্ষমতার অর্থ অনগ্রসর অংশে সারা জীবন অনগ্রসর রেখে কোটা ব্যবস্থা বহাল রাখা বা কোটা বৃদ্ধি করা নয়।

কোটা সিস্টেমে যেহেতু এক ধরনের কনসেশন দেওয়া হয় তাই কোটার বদৌলতে নিয়োগকে অনেকে অমর্যাদাপূর্ণ বিষয় বলে মনে করেন। আমার জানা মতে, অনেক মুক্তিযোদ্ধা বি.সি.এস. পরীক্ষায় মুক্তিযোদ্ধা কোটায় চাকুরী নেওয়াকে অমর্যাদাপূর্ণ কাজ মনে করে মুক্তিযোদ্ধাদের বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে মেধার কোটায় চাকুরী নিতে চেষ্টা করেন এবং সফলও হন।

মেয়েদের জন্য বর্তমানে ১০ শতাংশ কোটা আছে। বর্তমানে উচ্চ শিক্ষায় ছেলেরা এবং মেয়েরা প্রায় সমপর্যায়ে পৌছেছে। তাই মেয়েদের জন্য কোটার দরকার আছে বলে মনে হয় না। তবে নারীদের অবস্থান, শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্যের কথা বিবেচনা করে নারীদেরকে পদায়নের কিছু কিছু ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে; কোটা সংরক্ষণ করতে হবে। অনেকে মেয়েদের জন্য কোটাকে মেয়েদের জন্য অবমাননাকরণ বিষয় বলে মনে করেন।

অনগ্রসর ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর জন্য কোটা থাকাটা ন্যায়সঙ্গত। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে শুরুতেই তারা সংখ্যাগরিষ্ঠদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারবেনা। সে ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ সুযোগ দিতে হবে। তবে তা হতে হবে মেধার ভিত্তিতে, নির্বিচারে নয়। অনগ্রসরদের একটু সুযোগ না দিলে তারা অনগ্রসরই থেকে যাবে। ফলে বৈষম্য জিইয়ে রাখা হবে।

শুধু অনগ্রসর ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী নয়, শারীরিক প্রতিবন্ধী কিন্তু মানসিক প্রতিবন্ধী নয়, ন্যূনতম মেধাবী, তাদের জন্য কোটা রাখা আবশ্যক। অন্ধ, বিকলাঙ্গ প্রভৃতি হতভাগ্য মানুষের জন্য বিশেষ সুযোগ রাখা ন্যায় বিচারের স্বার্থে প্রয়োজন। তাই অন্ধ, বিকলাঙ্গদের জন্য ন্যূনতম মেধাভিত্তিক কোটা সংরক্ষণ দরকার।

মেধার সাথে যোগ্যতার বিষয়টিও জড়িত। আর যোগ্যতার অর্থ হলো সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর পেশাদারিত্ব। আবার যোগ্যতার সাথে উন্নয়নের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই কোটার নামে মেধাকে অবমূল্যায়ন মূলতঃ জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতিকে শ্লথ করবে যা কারোই কাম্য হওয়া উচিত নয়। বি.সি.এস.-এ উত্তীর্ণদের গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় পদে নিয়োজিত করা হয়। তাই এ সকল পদে সার্বিকভাবে মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া দরকার।

প্রসঙ্গ: ডিপ্লোমাধারীদের পদোন্নতি কোটা

বি.সি.এস. পরীক্ষার্থীরা কোটার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন করেছে সেই আন্দোলন আমার মতে একটি খন্ডিত আন্দোলন। বি.সি.এস. পরীক্ষার বিরাজমান কোটাই আমাদের দেশের একমাত্র কোটা নয় বরং সরকারী চাকুরী বিশেষতঃ প্রকৌশলী চাকুরীতে প্রথম শ্রেণীর প্রবেশ পদে বর্তমানে উপ-সহকারী প্রকৌশলী থেকে পদোন্নতির কোটা ৩৩.৩৩% যা পুনঃ বিবেচনাযোগ্য। বর্তমান সরকার উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের জন্য বিরাজমান কোটা ব্যবস্থার ব্যাপারে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করে। এই কমিটি অন্যান্য কমিটির মতই অপেশাদারিত্বের ভিত্তিতে গঠন করা হয়। যার সদস্য সংখ্যা অপেশাদার-অপ্রকৌশলীর সংখ্যাই বেশি ছিল। শোনা যায়, এই কমিটি প্রকৌশলীদের মতামতের বিরুদ্ধে প্রকৌশলী ক্যাডার সমূহের প্রবেশ পদে ৫০% পদে কর্মরত উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের জন্য সংরক্ষিত রাখার প্রস্তাব করেছে। যদিও বিষয়টি এখনও চূড়ান্ত হয়নি প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছে। অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্র বুঝবেন যে, এই বিষয়টি একটি ভয়াবহ ব্যাপার।

পাকিস্তান আমলে সরকারি চাকুরীতে কর্মরত প্রকৌশলে ডিপ্লোমাধারীদের মধ্যে ১০% পদে পদোন্নতি দিয়ে সহকারী প্রকৌশলী করা হয়। পরে বাংলাদেশ আমলে অপেশাদার আমলাদের কারসাজিতে ১০% কে ৩৩.৩৩% করা হয়। দেশে হাজার হাজার বেকার প্রকৌশলী আছে। অন্যদিকে প্রকৌশলে ডিপ্লোমাধারীদের প্রকৌশলী হওয়ার সকল সুযোগ থাকার পরেও এই কোটা বৃদ্ধির উদ্যোগ দেশকে পিছিয়ে দেবে বলে আমার বিশ্বাস।

পৃথিবীর যে কোন দেশে কোটা সংরক্ষণ একটি সাময়িক ব্যবস্থা এবং এই সাময়িক ব্যবস্থা দীর্ঘদিন যাবৎ চলতে থাকলে বেসামরিক আমলাতন্ত্র নিম্ন মেধাসম্পন্ন কর্মকর্তাদের প্রাধান্যে অকার্যকর হয়ে পড়বে যার প্রভাব ইতোমধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীতে কর্মকর্তা প্রবেশ পদে নিয়োগে পোষ্য কোটা ব্যতীত অন্য কোন কোটা সংরক্ষিত না থাকায় প্রকৃত মেধাবীরা শারীরিক যোগ্যতার শর্তপূরণ করে নিয়োগ লাভের সুযোগ পাচ্ছে। মেধা বিবেচনায় নিয়োগ দেওয়ায় সমমর্যাদাসম্পন্ন সেনাকর্মকর্তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বেসামরিক কর্মকর্তার চেয়ে শ্রেয়তর হিসেবে প্রশাসনে এবং জনমতে আসন ধারন করতে পেরেছেন।

আমলাতন্ত্র ও পেশাদারিত্ব:

বর্তমান যুগে উন্নয়ন ও অগ্রগতির পূর্বশর্ত হলো পেশাদারিত্ব। এ দেশে পেশাদারিত্বের মূল্যায়ন না হওয়ায় জাতি হিসেবে আমরা ক্রমাগত পিছিয়ে যাচ্ছি। পেশাদারিত্ব হলো যে কাজের জন্য নিয়োজিত করা হয়েছে সে কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করার আধুনিক জ্ঞান থাকা, দক্ষতা থাকা, কাজটি সম্পাদনের জন্য নিষ্ঠা থাকা।

আমাদের দেশে অধিকাংশ রাজনীতিবিদদের/ মন্ত্রীদের মধ্যে পেশাদারিত্ব না থাকায় উনারা আমলাতন্ত্রে পেশাদারিত্বের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেন না। ফলে আমলাতন্ত্র সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে অগ্রসর হতে পারছে না।

বাংলাদেশে আমলাতন্ত্র ২৮ টি ক্যাডারে বিভক্ত। ক্যাডারসমূহ নিয়ে পৃথক মন্ত্রণালয় গঠিত। মন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রণালয় পরিচালিত হয়। মন্ত্রণালয়ের অধীনে অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, কর্তৃপক্ষ প্রভৃতি কাজ করে থাকে। এর মধ্যে ২৫ টি ক্যাডারের সদস্যরা দপ্তর/ অধিদপ্তর/ পরিদপ্তরে কাজ করে পেশাদায়িত্ব অর্জন করে। ৩ টি ক্যাডারের

সদস্যগণ যথা বি.সি.এস. (আইন), বি.সি.এস (পররাষ্ট্র), বি.সি.এস (প্রশাসন) ক্যাডারের সদস্যরা স্বঃস্বঃ মন্ত্রণালয়ের মাঠ পর্যায় থেকে মন্ত্রণালয় পর্যায়ে কাজ করে। বি.সি.এস. (প্রশাসন) ক্যাডারটি মূলতঃ ভূমি ব্যবস্থাপনা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কাজ করে।

বি.সি.এস (প্রশাসন) ক্যাডারের পেশাদারিত্ব আছে ভূমি ব্যবস্থাপনায় ও নির্বাহী ম্যাজিস্টেট হিসেবে। সকল মন্ত্রণালয়ে বি.সি.এস (প্রশাসন) ক্যাডারের অবাধ বিচরণ বন্ধ করে বি.সি.এস (প্রশাসন) ক্যাডারটি ভেঙ্গে বি.সি.এস (ভূমি ও ব্যবস্থাপনা), বি.সি.এস (নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট) ক্যাডারের সৃষ্টি করে অন্য মন্ত্রণালয়ে না পাঠিয়ে তাদের স্ব স্ব ক্যাডারে কাজ করলে পেশাদারিত্ব তৈরী হবে যা দেশ ও জাতির জন্য ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে। পেশাদারিত্ব অর্জনের জন্য পেশাভিত্তিক শিক্ষা ও সংশ্লিষ্ট পেশায় দীর্ঘদিন কাজ করতে হয়।

আধুনিক আমলাতন্ত্রে সকল পেশার রাষ্ট্রীয়ভাবে বেতন ও পদমর্যাদা সমান। সকল পেশার আমলারা দেশের উন্নতি ও অগ্রগতি নিশ্চিত করার জন্য সমান অবদান রেখে থাকে। আধুনিক আমলাতন্ত্র ক্ষমতাধরদের তল্পীবাহক হিসেবে কাজ করেনা। আধুনিক আমলাতন্ত্রে দক্ষতা অর্থাৎ পেশাদারিত্বর চরম উৎকর্ষতা থাকতে হয়। আর এই উৎকর্ষতা অর্জন একটি ম্যাজিক নয় যে একজন আমলা এক পেশা/ ক্যাডার থেকে অনেক ক্যাডারে গিয়ে ঐ ক্যাডারের পেশাদারিত্ব অতি সহজে অর্জন করা সম্ভব। একই ধরনের কাজ দীর্ঘদিন করে পেশাদারিত্ব অর্জন করতে হয়। পেশাদারিত্বের মর্মকথা হলো "I shall perform services only in areas of my competence."

বি.সি.এস. (প্রশাসন) ক্যাডারের সদস্যদের বি.সি.এস (পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়), আইন মন্ত্রণালয়ে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে, বাংলাদেশ পুলিসে কর্তৃত্ব করার সুযোগ না থাকায় ঐ ক্যাডারের সদস্যদের মধ্যে পেশাদারিত্বের পরিবেশ আছে। দক্ষতা বৃদ্ধির পরিবেশ আছে। ফলে এই সকল ক্যাডারের সদস্যদের থেকে অনেক কার্যকর এবং দক্ষ সেবা দেশ-জাতি পাচ্ছে।

বাংলাদেশের সরকার কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় সরকার - এই দুইভাগে বিভক্ত। উন্নত দেশগুলোতে স্থানীয় সরকার খুব শক্তিশালী। স্থানীয় সরকার স্থানীয় পর্যায়ে সকল ধরনের উন্নয়ন এবং অগ্রগতির কাজ করে থাকে। কেন্দ্রীয় সরকার স্থানীয় সরকারকে কার্যকর করতে সাহায্য করে থাকে। বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় সরকার সকল কাজ করে থাকে এবং স্থানীয় সরকারকে অরনামেন্ট হিসেবে রাখা হয়েছে। তাই স্থানীয় সরকার অকার্যকর। ডি.সি. ও ইউ.এন.ও নামক দুইটি পোস্ট বি.সি.এস (প্রশাসন) ক্যাডারের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আছে। বর্তমান ডি.সি. এর পরিবর্তে জেলা (ভূমি ব্যবস্থাপনা), জেলা (নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট), ইউ.এন.ও পদটির পরিবর্তে উপজেলা (ভূমি) ও উপজেলা (নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট) পদগুলো সৃজন করা হলে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় উন্নয়নমুখী গতিশীলতা আসবে বলে অনেকে মনে করেন।

এদেশের আমলাতন্ত্রকে দক্ষ করতে, কার্যকর এবং পেশাদারিত্ব কায়েম করতে রাজনীতিকদের ঔপনিবেশিক, গতানুগতিক চিন্তা থেকে বের হয়ে আধুনিক-সভ্য-উন্নত দেশের রাজনৈতিক পেশাদারিত্ব অর্জন করতে হবে। তাই পেশাদারিত্বের জন্য, দেশের উন্নতির জন্য বটম টু টপ (bottom to top) পদগুলো স্ব স্ব মন্ত্রণালয়ের কর্মরত কর্মকর্তাদের দিয়ে পূরণ করা হলে বিরাজমান আমলাতন্ত্রে পেশাদারিত্ব অর্জিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

আমার ধারণা আমলাতন্ত্রকে বর্তমান দলীয়করন থেকে রক্ষা ও কার্যকর করতে হলে আমলাতন্ত্রের যে সকল পদগুলো রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে সহায়তা করে থাকে সে পদগুলোকে চিহ্নিত করে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের পছন্দমত নিয়োগ দেওয়ার বিধান করা উচিত। তবে এদের নিয়োগ ও কর্মকাল সরকারের মেয়াদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। এরা সরকার পরিবর্তন হলে চলে যাবে আবার নতুন সরকার এলে সরকারের পছন্দমত নতুন লোক পদায়ন হবে। তবে রাজনৈতিক দলের পছন্দের আমলাদের মধ্যে পেশাদারিত্ব থাকা আবশ্যক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এ ধরনের আমলার সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার। অন্যদিকে আমলাতন্ত্রের যে পদগুলো সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে নিয়োজিত হবেন তারা হবেন নিয়মিত আমলা। নিয়মিত আমলাদের পদায়ন ও পদোন্নতি পেশাদারিত্বের ভিত্তিতে হবে। এ ধরনের উদ্যোগ নিলে বর্তমানে আমলাতন্ত্রের দলীয়করন বন্ধ হবে।

পেশাদারিত্ব কায়েম করতে হলে বর্তমানে ক্যাডারের সদস্যদের বেতন ও পদমর্যাদার একটি সমতা থাকা দরকার। এক ব্যাচে বি.সি.এস. পাশ বিভিন্ন ক্যাডারদের মধ্যে যদি বেতন ও পদমর্যাদার বিরাট ব্যবধান থাকে, তবে বঞ্চিত ক্যাডার সদস্যদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হবে যা পেশাদারিত্বের জন্য প্রতিবন্ধক। আন্তঃ ক্যাডার সমতা পেশাদারিত্ব কায়েমের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচিত হওয়া উচিত।

আমলাতন্ত্রে দলীয়করন গতকয়েক বছর ধরে ব্যাপকভাবে আলোচিত একটি বিষয়। দলীয়করনের ফলে আমলাতন্ত্রে যারা যোগ্য, মেধাবী এবং ন্যায়পরায়ণ তারা পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন! এমনকি ওএসডি (OSD) হয়ে বছরের পর বছর কাজ করার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হয়ে ফলে দুর্বিষহ জীবনযাপন করছেন।

দেশে অনেক জনপ্রিয় রাজনীতিবিদ আছেন কিন্তু স্টেটস্‌ম্যানের সংখ্যা কম। দেশকে এগিয়ে নিতে হলে আমাদের স্টেটস্‌ম্যান দরকার, যারা তাৎক্ষণিক লাভের জন্য কাজ করবেন না বরং দেশকে চূড়ান্ত অর্থে এগিয়ে নেওয়ার জন্য কাজ করবেন। স্টেটস্‌ম্যানরা পারেন কোটা ব্যবস্থা, বিরাজমান আমলাতন্ত্রে অপেশাদারিত্বকে দূর করে পেশাদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করে দেশে কর্মের পরিবেশ, মেধা বিকাশের পরিবেশ সৃষ্টি করে দেশকে কাঙ্খিত উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিতে।

৫ম মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি ঃ আইইবি'র প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মরহুম প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক, পিইঞ্জ

প্রকৌশলী এম. সিরাজুল আলম স্বপন, এফ-৫৫৫৫

২০০৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর প্রকৌ. কামরুল ইসলাম সিদ্দিক, পিইঞ্জ ইন্তেকাল করেন। ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে পালিত হবে তাঁর ৫ম মৃত্যুবার্ষিকী। চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে প্রকৌশল পেশায় ঐতিহাসিক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ, আইইবি'র সর্বোচ্চ সম্মাননা আইইবি গোল্ড মেডেল (মরণোত্তর) প্রাপ্ত, বাংলাদেশে প্রকৌশল জগতের প্রবাদপুরুষ, কিংবদন্তী ব্যক্তিত্ব মরহুম প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক, পিইঞ্জ-এর বর্ণাঢ্য জীবনের এই সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্যটি তাঁর ৫ম মৃত্যুবার্ষিকীতে স্মরণ-শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসেবে নিবেদিত হলো।

বাংলাদেশের গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের রূপকার, গণমানুষের প্রকৌশলী, বাঙালি জাতির স্বাধিকার আন্দোলন থেকে সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি বাঁকবদলকারী সময়ের বিশিষ্ট সংগঠক, আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের অংশ, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ-এর প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, এদেশের প্রকৌশল পেশার অন্যতম দিকপাল, বাংলাদেশে প্রকৌশল ব্যবস্থাপনায় আধুনিকায়নের প্রধান পথিকৃৎ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব, স্বমহিমায় যিনি উদ্ভাসিত করেছেন এদেশের প্রকৌশলী সমাজকে, তিনি হলেন কিংবদন্তী ব্যক্তিত্ব মুক্তিযোদ্ধা মরহুম প্রকৌ. কামরুল ইসলাম সিদ্দিক, পিইঞ্জ।

মরহুম প্রকৌ. কামরুল ইসলাম সিদ্দিক বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৬ সালে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেছেন। পরবর্তীতে নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করেছেন যুক্তরাজ্য থেকে। দক্ষ ব্যবস্থাপক ও প্রকৌশলী হিসেবে গড়ে তুলেছেন এলজিইডি, একই সাথে পালন করেছেন প্রধান প্রকৌশলীর দায়িত্ব সুদীর্ঘকাল। মরহুম প্রকৌ. কামরুল ইসলাম সিদ্দিক-এর পেশাগত ক্যারিশমা এবং তার নেতৃত্বাধীন এলজিইডি'র জনসম্পৃক্ত কার্যক্রম জনগণের সামনে প্রকৌশল পেশাজীবীদের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছে।

২০০২ সালের ১২ মে আইইবি ভবন নির্মাণ কাজের আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন করেন প্রকৌ. কামরুল ইসলাম সিদ্দিক, পিইঞ্জ

এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে মরহুম প্রকৌ. কামরুল ইসলাম সিদ্দিক দেশে সেচ সুবিধার লক্ষ্যে শুষ্ক মৌসুমে পানি সংরক্ষণের জন্য রাবার বাঁধ প্রযুক্তির প্রবর্তন করেন। এছাড়া তিনি সমগ্র দেশব্যাপী জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে জিআইএসভিত্তিক গ্রামীণ অবকাঠামো প্লানিং নেটওয়ার্ক গড়ে তোলেন। মরহুম প্রকৌ. কামরুল ইসলাম সিদ্দিক ছিলেন বাংলাদেশ পল্লী ও নগর অবকাঠামো উন্নয়নের রূপকার। তার কর্মতৎপরতায় এলজিইডি একটি আদর্শ জনকল্যাণকর সরকারি সংস্থা হিসেবে বিরল খ্যাতি অর্জন করে। দেশব্যাপি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর মর্যাদা সংরক্ষণ ও কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে মরহুম প্রকৌ. কামরুল ইসলাম সিদ্দিক যুগান্তকারী ভূমিকা রাখেন।

সারাদেশে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার অচলায়তন ভাঙ্গতে মরহুম প্রকৌ. কামরুল ইসলাম সিদ্দিক দায়িত্ব পেয়েছিলেন বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান-এর। দক্ষতা, যোগ্যতা ও কাজের প্রতি গভীর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিবের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও তিনি পালন করেছেন।

বাংলাদেশে কার্যরত সব উন্নয়ন সহযোগি সংস্থা বিশেষ করে বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, জাইকা, কেএসডব্লিউ, সৌদী উন্নয়ন তহবিল, ওপেক ফান্ড, ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক, ইফাদ-এর সাথে বিবিধ প্রকল্প বিষয়ক সংলাপে মরহুম প্রকৌ. কামরুল ইসলাম সিদ্দিক, পিইঞ্জ মুখ্য আলোচক, সমন্বয়ক ও সফল নেগোসিয়েটর হিসেবে অনবদ্য ভূমিকা রাখেন। সফল পেশাজীবী, বাংলাদেশের অহংকার প্রকৌ. কামরুল ইসলাম সিদ্দিক ২০০৩ ও ২০০৪ সালে দক্ষিণ এশীয় গ্লোবাল ওয়াটার পার্টনারশীপের প্রথম চেয়ারপারসন ছিলেন। পরবর্তীতে প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের চেয়ারম্যানের মতো চ্যালেঞ্জিং দায়িত্বও তিনি পালন করেছেন অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে। ঢাকা যানবাহন সমন্বয় বোর্ডের (ডিটিসিবি) নির্বাহী পরিচালকসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদেও তিনি সমাসীন ছিলেন।

অকৃত্রিম ভালবাসা আর দেশপ্রেমে উজ্জীবিত, সারাদেশের প্রকৌশল পেশাজীবীদের প্রিয় মুখ প্রকৌ. কামরুল ইসলাম সিদ্দিক বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়ে ২০০২ ও ২০০৩ মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেছেন প্রকৌশল পেশাজীবীদের একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর প্রেসিডেন্ট হিসেবে। আইইবি'র জন্মলগ্ন থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, বিগত ৩২টি মেয়াদে নির্বাচিত আইইবি'র প্রাক্তন প্রেসিডেন্টগণের মধ্যে একমাত্র প্রকৌ. কামরুল ইসলাম সিদ্দিক, পিইঞ্জই আমাদের মহান

মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে অপ্রতিদ্বন্দ্বী অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মরহুম প্রকৌ. কামরুল ইসলাম সিদ্দিক কবি জসিমউদ্দিন স্বর্ণপদক, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র সম্মাননা, শেরেবাংলা স্বর্ণপদক, বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী স্বর্ণপদক ও জাইকা মেধা পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৯৯ সালে বিশ্বব্যাংক এবং ইন্টারন্যাশনাল রোড ফেডারেশন মরহুম প্রকৌ. কামরুল ইসলাম সিদ্দিককে 'পারসন অব দ্য ইয়ার' মনোনীত করে। প্রকৌশল পেশায় ঐতিহাসিক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত আইইবি'র ৫৪তম কনভেনশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ২৫ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে তাঁকে আইইবি'র সর্বোচ্চ সম্মাননা আইইবি গোল্ড মেডেল (মরণোত্তর) প্রদান করা হয়।

মরহুম প্রকৌ. কামরুল ইসলাম সিদ্দিক Bangladesh Development Company Ltd.-এর সভাপতি, Bangladesh Renewable Energy Association-এর সভাপতি, Bangladesh Forum for Urban Development-এর সভাপতি, Engineering Staff College, Bangladesh-এর Governing Body' র Convener, Bangladesh Water Partnership (BWP) এবং Bangladesh National Forum for Rural Transport Development-এর প্রেসিডেন্ট, আহছানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতাল নির্মাণ কমিটির সভাপতি, সিদ্দিক'স ফাউন্ডেশন, কুষ্টিয়া'র সভাপতি, বেগম হামিদা সিদ্দিক কলেজিয়েট স্কুলের সভাপতি, ঢাকাস্থ কুষ্টিয়া জেলা সমিতির সভাপতিসহ অসংখ্য সংগঠনের সাথে তিনি নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন।

আইইবি'র প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন সময়ে মরহুম প্রকৌ. কামরুল ইসলাম সিদ্দিক ২০০২ সালের ১২ মে আইইবি ভবন নির্মাণ কাজের আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন করেন।

গণমানুষের প্রকৌশলী এদেশ, এ মাটির গৌরব মরহুম প্রকৌ. কামরুল ইসলাম সিদ্দিক, পিইঞ্জ প্রকৌশল পেশাজীবী হিসেবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে খ্যাতিমান হয়েছেন নিজ মেধা ও কর্মগুণে।

প্রকৌ. কামরুল ইসলাম সিদ্দিক, পিইঞ্জ ১ সেপ্টেম্বর ২০০৮ বাংলাদেশ সময় সকাল ১১:০০ টায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সিতে তার ছেলের বাসভবনে ৬৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

লেখক : প্রাক্তন সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি।

তথ্যসূত্র / কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

■ **প্রকৌশলী ইস্কান্দার হায়াত**, প্রাক্তন প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর ■ **প্রকৌশলী সৈয়দ মাহবুবুর রহমান**, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি

প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক, পিইঞ্জ-এর ইন্তেকালের পরে আইইবি কর্তৃক উন্মুক্ত শোক বই থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি ...

প্রকৌশল পেশাকে যিনি সর্বজনের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছেন এবং যিনি প্রমাণ করেছেন এ পেশায় Committment, Vision এবং Leadership একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং সব বাঁধা অতিক্রম করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছুতে যিনি বারবার successful হয়েছেন তিনি আমাদের সকলের সম্মানিত শ্রদ্ধাভাজন "প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক, পিইঞ্জ"
'কীর্তি তোমার স্মরিব চিরদিন'

প্রকৌশলী এ.কে.এম. মনির হোসেন পাঠান, পিইঞ্জ
এফ-৪৫৮০

"জন্মই সৃষ্টির লক্ষ্যে" তাই তুমি হয়েছিলে প্রকৌশলী, দিয়েছিলে অনেক মানবতার কীর্তি, তুমিও চিরকীর্তি হয়ে থাকবে প্রকৌশলী সমাজে তথা সারা বিশ্বে– আল্লাহ তোমাকে বেহেস্তে দাখিল করুন
বিনয়ান্তে-
প্রকৌশলী আব্দুল মান্নান মিয়া এফ-৭১০০

একজন কর্মমুখী প্রতিভার অধিকারী মানুষ প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক, তাঁর দৈহিক মৃত্যু হলেও তিনি অমর তাঁর কর্মে। বাংলাদেশের একজন অপরিমেয় প্রতিভাকে আমরা হারালাম। বর্তমান বিশ্বে তার মত মানুষের খুবই প্রয়োজন ছিলো।
প্রকৌঃ কাজী মু. ওবায়দুল্লাহ (কাজী ওবায়েদ) এফ-৪৪৮২

এই প্রতিভাবান প্রকৌশলীর বিকল্প দেশ আবার কবে পাবে জানিনা। Unparallel একজন নেতা ছিলেন। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড-এর পক্ষে আমারও সবাই শোকাহত। আল্লাহ সহায় হউন।
আল্লাহ হাফেজ
প্রকৌশলী এ.জে.এম. লুৎফে রব্বানী এফ-৬৯২৬

You are the visionary leader
You are the dynamic person
You are helpful man
You are man of inspiration
You are man of go ahead
You are the efficient man

Engr. Shahinuzzaman Arun
M-20078

Our dynamic proactive & talented leader we lost. Allah knows how many days it will take to recover. May Allah forgive our friend & teacher late Engr. Qamrul Islam Siddique, P.Eng.

Engr. Hasanuzzaman Siddique M-18613

মৃত্যুর পরেও সবাই আপনাকে মনে রাখুক এটাই সবার কাম্য হওয়া উচিৎ। সবাই মনে রাখবে কামনা করছি।
প্রকৌশলী এম.এ মান্নান মন্ডল এফ-৬৯৯৪

পুলসিরাত পথে যবে মৃত্যুহীন প্রাণ, মরণে তাহারই তুমি যবে গেলে দান।
তোমার মানু ভাই, সৈয়দপুর, পাবনা।

অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী 'খান বাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদকে' ভূষিত হলেন

শিক্ষা, প্রকৌশল এবং গবেষণার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য আইইবি'র প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী জামিলুর রেজা চৌধুরীকে ২০১২ সালের খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদকে ভূষিত করেছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। সম্প্রতি এই পুরস্কার আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর হাতে তুলে দেয়া হয়েছে।

অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী সিলেট জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। লেখাপড়া শুরু করেন সেন্ট গ্রেগরিজ স্কুল এবং পরবর্তীতে ঢাকা কলেজ। ১৯৬৩ সালে তিনি বুয়েট থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। কমনওয়েলথ অ্যাকাডেমিক স্টাফ ফেলোশিপ নিয়ে তিনি ১ বছর যুক্তরাজ্যের সারে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি প্রথম বাংলাদেশী হিসেবে ২০১০ সালে যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর অব ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি লাভ করেন।

অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী ও কোউল যৌথভাবে বহুতল বিশিষ্ট ভবনের শেয়ার ওয়াল অ্যানালাইসিসের পদ্ধতি উন্নয়ন করেন। বর্তমানে এই পদ্ধতি বিশ্বব্যাপী বহুল পরিচিত এবং ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তিনি বাংলাদেশের জন্য প্রথম 'উইন্ড ডিজাইন স্পিড ম্যাপ' ও 'সিসমিক জোনিং ম্যাপ' উন্নয়ন করেন এবং ভূমিকম্প সহনশীল বিল্ডিংয়ের ডিজাইন করেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন জার্নালে তাঁর ৬৫টির ওপরে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। উঁচু ইমারত ও কম খরচে গৃহ নির্মাণ, ভূমিকম্পনিরোধক নকশা, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস মোকাবিলা সংক্রান্ত মহাপরিকল্পনার বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তাঁর অনবদ্য অবদান রয়েছে।

২০০১ সালে সর্বপ্রথম ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি হিসেবে যোগদান করেন এবং ৯ বছর অত্যন্ত সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তিনি ২০১২ সাল থেকে এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হিসেবে দায়িত্বরত আছেন। এ ছাড়াও কর্মজীবনে পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বিভিন্ন সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন এবং বর্তমানেও আছেন। তিনি বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান এবং বিআইটি চট্টগ্রামের বোর্ড অব গভর্নস-এর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে জ্বালানি, খনিজ সম্পদ এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়াও তিনি ২০০১ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারের আইটি টাস্কফোর্সের সদস্য এবং ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দীর্ঘ কর্মময় জীবনে তিনি অসংখ্য পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। আইইবি স্বর্ণপদক, ড. এম. এ. রশিদ স্বর্ণপদক, লায়ন্স ইন্টারন্যাশনাল স্বর্ণপদক, বাংলাদেশ কম্পিউটার সোসাইটি স্বর্ণপদক, সরোজিনী নাইডু মেডেল, শেলটেক অ্যাওয়ার্ড এবং কাজী আজহার আলী ফাউন্ডেশন স্বর্ণপদকে ভূষিত হন। উল্লেখ্য, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন উপমহাদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক, সুফী সাধক, তৎকালীন জনশিক্ষা বিভাগের সহকারী পরিচালক ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রতিষ্ঠাতা খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা'র নামে ১৯৮৬ সাল থেকে এ পুরস্কার প্রদান করে আসছে। জাতীয় পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এ পর্যন্ত ২০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি এই স্বর্ণপদক লাভ করেছেন। এ বছর অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী এ পদকে ভূষিত হলেন।

জাতীয় গ্রীডের আওতায় দেশের সকল অঞ্চলে সুষ্ঠু ও উন্নত ব্যবস্থার মাধ্যমে নিরবিচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ আমাদের লক্ষ্য

গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড

GAS TRANSMISSION COMPANY LIMITED

"জ্বালানী নিরাপত্তা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার"

গ্যাস জাতীয় সম্পদ; এর অবচয় রোধ করে জাতীয় দায়িত্ব পালন করুন

"শিল্পে প্রাকৃতিক গ্যাস গৃহস্থালীতে বিকল্প জ্বালানী"

গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড (জিটিসিএল)

পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী

রেড ক্রিসেন্ট- বোরাক টাওয়ার (লেভেল ২-৬ ও ৮)

৭১-৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০

ফোন ঃ ৯৩৬২৮০০, ৯৩৫৪৮৫৯; ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯৩৫৮১০০

e-mail : md@gtcl.org.bd

আইইবি সংবাদ

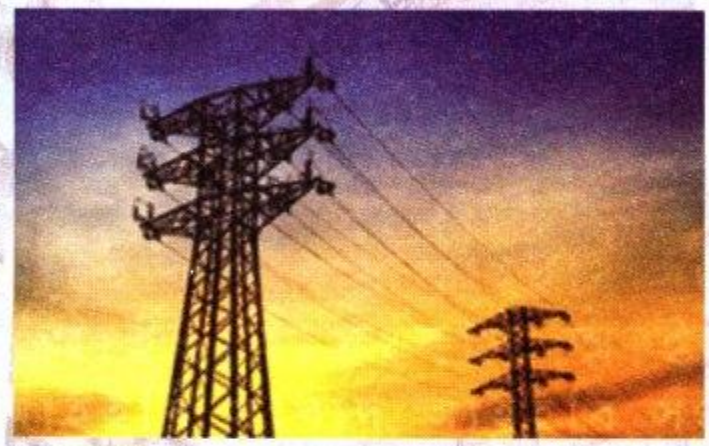

বিবিধ সংবাদ

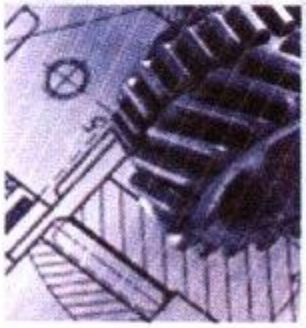

সংগঠন সংবাদ

সদর দফতর সংবাদ

আইইবি নির্বাচন ঃ ২০১২
মেয়াদ ঃ ২০১৩ ও ২০১৪-এর ফলাফল

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ-এর ২০১৩ ও ২০১৪ মেয়াদের নির্বাচন ২৪ ডিসেম্বর ২০১২ সোমবার সকাল ৯ টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে অনুষ্ঠিত হয়। সদর দফতরসহ সকল কেন্দ্র-উপকেন্দ্রে একযোগে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এর ফলাফল নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ-এ তা প্রকাশের উদ্যোগে নেয়া হল। ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ নবনির্বাচিত কর্মকর্তাবৃন্দের সাফল্য কামনা করছে। বিদায়ী কর্মকর্তাদের আইইবি'র প্রতি একনিষ্ঠ সেবার জন্য জানাচ্ছে বিদায়ী শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা। সকলের ঐক্যবদ্ধ ও সম্মিলিত প্রয়াসে আইইবি আগামীতে সদস্যদের পেশাগত মান উন্নয়ন ও স্বার্থ রক্ষায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে এ প্রত্যাশা আজ সকল প্রকৌশলীর। কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটি এবং স্থানীয় নির্বাচন কমিটি কর্তৃক ঘোষিত বিভিন্ন কেন্দ্রের ফলাফলের তালিকা নিম্নে দেয়া হলো।

বিদায়ী প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মো. নূরুল হুদার সভাপতিত্বে ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় (মূলতবী) গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কেন্দ্রীয় কাউন্সিল-এর অধিষ্ঠান সম্পন্ন হয়। ৪ মার্চ, ২০১৩ বর্তমান কাউন্সিল দায়িত্ব গ্রহণ করে।

কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের নির্বাহী কমিটি (আইইবি নির্বাহী কমিটি)

১. **প্রেসিডেন্ট**
ড. প্রকৌশলী. এম. শামীম-উজ-জামান বসুনিয়া, পিইঞ্জ, এফ-১৩১৭

২. **ভাইস প্রেসিডেন্ট (অ্যাকাডেমিক ও আন্তর্জাতিক)**
প্রকৌশলী মেসবাহুর রহমান টুটুল, এফ-২৬০০,

৩. **ভাইস প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ)**
প্রকৌশলী মো. আবদুর রউফ, এফ-২৩২১,

৪. **ভাইস প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি)**
প্রকৌশলী খান মনজুর মোরসেদ, এফ-৩০৩০,

৫. **ভাইস প্রেসিডেন্ট (এসঅ্যান্ডডব্লিউ)**
প্রকৌশলী মো. আব্দুস সবুর, এফ-৬১০০,

৬. **সম্মানী সাধারণ সম্পাদক**
প্রকৌশলী মিয়া মোহাম্মদ কাইউম, এফ-৩৯০৯,

৭. **সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (অ্যাকাডেমিক ও আন্তর্জাতিক)**
প্রকৌশলী এস এম গালিব, এফ-৮৪০০,

৮. **সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ)**
প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন শীবলু, এফ-৫৩৩৩,

৯. **সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি)**
প্রকৌশলী মো. রেজাউল করিম (রেজা), পিইঞ্জ, এফ-৫২৮৭,

১০. **সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসঅ্যান্ডডব্লিউ)**
প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, এফ-৩৭০৬।

কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য

ঢাকা কেন্দ্র ঃ ১। ড. প্রকৌশলী দিল আফরোজা বেগম, এফ-৩৫২২, ২। ড. প্রকৌশলী মো. আবদুর রেজ্জাক আখন্দ, এফ-১৯১৬, ৩। প্রকৌশলী সালেহ মোহাম্মদ ফজলে আলী, এফ-১০৪৯, ৪। ড. প্রকৌশলী এ কে এম ফজলুল হক, এফ-৩৩৭০, ৫। প্রকৌশলী মো. এনায়েত হোসেন, এফ-১০৫৫৮, ৬। ড. প্রকৌশলী মো. জুলহাস উদ্দিন, এফ-৭৭৫৮, ৭। প্রকৌশলী মো. মাহমুদ হোসেন, এফ-১২৭৮, ৮। প্রকৌশলী কে এম আসাদুজ্জামান, এফ-২১৫৭০, ৯। প্রকৌশলী মো. রেজাউল করিম, এফ-২০৯৯, ১০। প্রকৌশলী মহিউদ্দিন আহমেদ (সেলিম), এফ-৬৫৭৫, ১১। ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, এফ-৮৯৬০, ১২। প্রকৌশলী তৈয়বুর রহমান, পিইঞ্জ, এফ-১২৬৮, ১৩। প্রকৌশলী মো. আবদুর রেজ্জাক, এফ-৩০৪৯, ১৪। প্রকৌশলী মোহাম্মদ আলী মর্তুজা, এম-২৯৬০৫, ১৫। প্রকৌশলী মুহাম্মদ আতাউল মাসুদ, এফ-২৯৪০, ১৬। ড. প্রকৌশলী মো. আরিফুর রহমান মিয়া, এফ-৫০২১, ১৭। প্রকৌশলী মোহাম্মদ আবদুল জলিল, এফ-২২৫০, ১৮। প্রকৌশলী মো. নূরুল ইসলাম বহরদার, এফ-২৩৫৭, ১৯। প্রকৌশলী মো. হাবিবুর রহমান, এফ-৩৮১১, ২০। প্রকৌশলী মুহাম্মদ মিসবাহউদ্দিন খান, পিইঞ্জ, এফ-৫৫২৯, ২১। প্রকৌশলী আবু সৈয়দ মো. কামরুজ্জামান (বাবু), এফ-৭০০০, ২২। প্রকৌশলী মুনীর উদ্দিন আহমেদ, এফ-৩২৮২, ২৩। প্রকৌশলী মো. নূরুল ইসলাম, এফ-৫৫২৮, ২৪। প্রকৌশলী মো. শাজাহান আলী, এফ-৪৭১৪, ২৫। ড. প্রকৌশলী ইকরামুল হক, এফ-৮০০৯, ২৬। প্রকৌশলী মো. গোলাম মোস্তফা, এফ-৫০০৯।

চট্টগ্রাম কেন্দ্র ঃ ১। প্রকৌশলী মোহাম্মদ আলী আশরাফ, পিইঞ্জ, এফ-২১৩২, ২। প্রকৌশলী কাজী মোহাম্মদ সুফিয়ান, এফ-৪৭৪৬, ৩। প্রকৌশলী মোহাম্মদ হারুন, এফ-২৯২১, ৪। প্রকৌশলী মো. নূরুল করিম, এফ-৩২৬৫।

খুলনা কেন্দ্র ঃ ১। প্রকৌশলী আরিফুল ইসলাম, এফ-৮১৫০

রাজশাহী কেন্দ্র ঃ ১। প্রকৌশলী মো. নূর ইসলাম (তুষার), এফ-৫০৫১, ২। প্রকৌশলী শাহ খালেদ হাসান চৌধুরী (পাহিন), এফ-৩০৬৬।

কুমিল্লা কেন্দ্র ঃ ১। প্রকৌশলী আবদুর রাজ্জাক, এফ-৫১৫৭।

সিলেট ঃ ১। প্রকৌশলী বেলাল আহমেদ চৌধুরী, এফ-৪৭৪৮।

রংপুর কেন্দ্র ঃ ১। প্রকৌশলী মনিরুজ্জামান, এম-১৬০১১।

ময়মনসিংহ কেন্দ্র ঃ ১। প্রকৌশলী মো. আবদুল মজিদ, এফ-২৭৯৭।

গাজীপুর কেন্দ্র ঃ শূন্য।

রাঙ্গাদিয়া কেন্দ্র ঃ শূন্য।

যশোর কেন্দ্র ঃ ১। প্রকৌশলী মো. মকবুল হোসেন, এফ-৪৭৫৬।

প্রকৌশল বিভাগীয় কমিটিসমূহ

পুরকৌশল বিভাগ ঃ

১। চেয়ারম্যান ঃ ড. প্রকৌশলী গোলাম মোস্তফা, এফ-২১৭০, ২। ভাইস চেয়ারম্যান ঃ প্রকৌশলী মোহাম্মদ আলী মাসুদ হায়দার, এফ-২৯০০, ৩। সম্পাদক ঃ প্রকৌশলী মোহাম্মদ জাকির হোসেন, এফ-৯৫৫৫।

সদস্য ঃ ১। ড. প্রকৌশলী মুনাজ আহমেদ নূর, এফ-৬৯৫৯, ২। ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, এফ-৮৯৬০, ৩। প্রকৌশলী মো. গোলাম মোস্তফা, এফ-৬৩৩১, ৪। প্রকৌশলী মো. গোলাম মোস্তফা, এফ-৩০৮৫, ৫। প্রকৌশলী মো. নজরুল ইসলাম, এফ-৭৪৭২, ৬। প্রকৌশলী মো. জাকির হোসেন, এম-১৮৪৬৪, ৭। প্রকৌশলী মো. মহসীন মিয়া, এফ-৬৭১২, ৮। প্রকৌশলী মো. খালেদ নূর, এফ-৬৭২৬, ৯। প্রকৌশলী মো. জাহাঙ্গীর হোসেন সিদ্দিক, এফ-৩৮৫১, ১০। প্রকৌশলী মো. জিয়াউল ইসলাম মজুমদার, এম-২০৬০৬, ১১। প্রকৌশলী মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম (খোকা), এম-২০৬৩৬, ১২। প্রকৌশলী মো. নাজমুল হোসেন, এফ-৮৪৫১, ১৩। প্রকৌশলী মো. রফিকুল ইসলাম, এফ-৭১০২, ১৪। প্রকৌশলী মোহাম্মদ আবদুর রশিদ, এফ-৬২৯০, ১৫। প্রকৌশলী অমিত কুমার চক্রবর্তী, এম-২৫৯৪৪।

তড়িৎকৌশল বিভাগ ঃ

১। চেয়ারম্যান ঃ প্রকৌশলী মো. নূরুল ইসলাম (নূরু), এফ-৫৪০৬, ২। ভাইস চেয়ারম্যান ঃ প্রকৌশলী মোহাম্মদ মাহমুদুর রহমান মান্না, পিইঞ্জ, এফ-৮০৯৯, ৩। সম্পাদক ঃ প্রকৌশলী এস. ওয়াজেদ আলী, এফ-৯৬৯৬।

সদস্য ঃ ১। প্রকৌশলী মো. হাবিবুর রহমান, এফ-৩৮১১, ২। প্রকৌশলী গোলাম মোহাম্মদ খান ফারুক, এফ-৪৯৮৪, ৩। প্রকৌশলী মোতাহার হোসেন, এফ-৫৮১৯, ৪। প্রকৌশলী এস এম ফরহাদ হোসেন, এফ-৯৮৯৪, ৫। প্রকৌশলী মোহাম্মদ মনিরুল মওলা, এফ-৮৫৫২, ৬। প্রকৌশলী মো. নাজিম উদ্দিন প্রামানিক, এফ-৮৪২৮, ৭। প্রকৌশলী মো. আইনুল হক, এফ-৩১৪৪, ৮। প্রকৌশলী মো. রেজাউল করিম, এম-২২০২৭, ৯। প্রকৌশলী মো. আবদুল মজিদ, এম-১৯২৫৫, ১০। প্রকৌশলী মোহাম্মদ জিয়াউর রহমান, এফ-১০৫৪২, ১১। প্রকৌশলী মো. আজিম উদ্দিন, এফ-১০৩০০, ১২। প্রকৌশলী কাজী আবদুল লতিফ, এফ-৯২১৩, ১৩। প্রকৌশলী মোহাম্মদ আতাহার উদ্দিন, এম-১৭৯১৯, ১৪। প্রকৌশলী সারওয়ার্দী ভুঞা, এফ-৬৭১১, ১৫। প্রকৌশলী হিমেল চন্দ্র দে, এম-২২৯৬৫।

যন্ত্রকৌশল বিভাগ ঃ

১। চেয়ারম্যান ঃ ড. প্রকৌশলী মো. আবদুর রশিদ সরকার, এফ-৩২১৩, ২। ভাইস চেয়ারম্যান ঃ ড. প্রকৌশলী মোহাম্মদ আলী, এফ-৭৭৫৯, ৩। সম্পাদক ঃ প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভুঞা, এফ-৬৪৫০।

সদস্য ঃ ১। প্রকৌশলী মো. আবদুর রাজ্জাক, এফ-৩০৪৯, ২। ড. প্রকৌশলী মোহাম্মদ ইকবাল, এফ-৫৬২৩, ৩। প্রকৌশলী তৈয়বুর রহমান, পিইঞ্জ, এফ-১২৬৮, ৪। প্রকৌশলী মুহাম্মদ আহসানুল রাসেল, এম-২৫৬৪৩, ৫। প্রকৌশলী এস এম আকমল হোসেন, এফ-৭০৬৯, ৬। প্রকৌশলী মো. শামসুল হক, এফ-৭৪১৩, ৭। প্রকৌশলী শামসুর রহমান, এম-২২৪০৬, ৮। প্রকৌশলী মো. আজিজুর রহমান, এফ-১০০১৭, ৯। প্রকৌশলী মো. রেজাউল করিম, এফ-৭৭৫৬, ১০। প্রকৌশলী মো. মশিহুর রহমান, এফ-৪৪৯৯, ১১। প্রকৌশলী মো. কামাল হোসাইনী, এফ-১০০২৩, ১২। প্রকৌশলী মো. সাদেকুর রহমান, এম-২৪৫৭৯, ১৩। প্রকৌশলী মো. খেজমত আলী, এফ-৯৯৯৮, ১৪। প্রকৌশলী মোস্তফা শওকত ইমরান, এম-২১৭০৪, ১৫। প্রকৌশলী মো. রেজাউল করিম, এফ-৮৫২১।

কেমিকৌশল বিভাগ ঃ

১। চেয়ারম্যান ঃ প্রকৌশলী মো. আখতারুজ্জামান, এফ-৫৮৮৮, ২। ভাইস-চেয়ারম্যান ঃ প্রকৌশলী মো. মোসাদ্দেক হোসেন, এফ-৩৯৯৪, ৩। সম্পাদক ঃ প্রকৌশলী মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, এফ-৮৭৯২।

সদস্য ঃ ১। প্রকৌশলী এ এফ এম মাইনুল হক, এফ-৫১৫৯, ২। প্রকৌশলী মো. ইদ্রিস আলী, এফ-৮৫২০, ৩। প্রকৌশলী গোপীনাথ বণিক, এফ-৯২৭১, ৪। প্রকৌশলী সালমা আখতার, এফ-৯৪১৮।

কৃষিকৌশল বিভাগ ঃ

১। চেয়ারম্যান ঃ প্রকৌশলী মো. মেসকে আলম, এফ-২১৪৫, ২। ভাইস-চেয়ারম্যান ঃ প্রকৌশলী মোহাম্মদ আইয়ুবুর রহমান (আইয়ুব), এফ-৭৭১২, ৩। সম্পাদক ঃ প্রকৌশলী মো. শফিকুল ইসলাম শেখ (শফিক), এফ-৭৯৮০।

সদস্য ঃ ১। প্রকৌশলী খান ফয়সাল আহমেদ, এম-২১৬৮৫, ২। প্রকৌশলী মোহাম্মদ নূরুন্নবী, এম-২১৮৭৩, ৩। প্রকৌশলী মোহাম্মদ আনওয়ার পারভেজ, এম-২২২২৯, ৪। ড. প্রকৌশলী মো. মাহবুবুল আলম, এফ-১০১২২, ৫। প্রকৌশলী মোহাম্মদ ওসমান গণি, এম-২৫২৭৭।

টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন ঃ

১। চেয়ারম্যান ঃ ২। ভাইস-চেয়ারম্যান ঃ ৩। সম্পাদক ঃ প্রকৌশলী সুমায়েল মো. মল্লিক, এফ-৯১০২।

সদস্য ঃ ১। প্রকৌশলী মো. এনায়েত হোসেন, এফ-১০৫৫৮, ২। প্রকৌশলী মহিউদ্দিন আহমেদ (সেলিম), এফ-৬৬৭৫, ৩। প্রকৌশলী মোহাম্মদ আবু হোসেন (হিটলু), এম-২০৮০৭, ৪। প্রকৌশলী মিয়া মোহাম্মদ মাইনুল ইসলাম, এম-২১৬২৫, ৫। প্রকৌশলী মো. মতিউর রহমান রুমি, এম-২০৮৯২, ৬। প্রকৌশলী মো. সাজেদুল হক, এম-২৯৫৭৯, ৭। প্রকৌশলী মো. মইদুল ইসলাম, এম-২৯৫৮৬, ৮। প্রকৌশলী মো. সাইয়েদুর রহমান, এফ-১০০৭০।

কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন ঃ

১। চেয়ারম্যান ঃ ২। ভাইস-চেয়ারম্যান ঃ ৩। সম্পাদক ঃ প্রকৌশলী মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সিদ্দিক, এফ-৯৮০০।

সদস্য ঃ ১। প্রকৌশলী মোহাম্মদ আবুল কাসেম, এম-২৪৫৭১, ২। প্রকৌশলী মো. কুতুব উদ্দিন চৌধুরী, এম-২৪৪৮৯, ৩। ড. প্রকৌশলী মোহাম্মদ মাহফুজুল ইসলাম, এফ-৯৩৩৯, ৪। প্রকৌশলী মো. ইকবাল হোসেন, এম-২৩৫২১, ৫। প্রকৌশলী মো. ফিরোজ আলম, এম-২৩২২৩, ৬। প্রকৌশলী শরিফ আহমেদ শুভ্র, এম-২৮৮৪৪, ৭। প্রকৌশলী স্নিগ্ধা খানম, এম-২৯২৪২।

কেন্দ্রসমূহের নির্বাহীবৃন্দ

ঢাকা কেন্দ্র ঃ

১। প্রকৌশলী মোহাম্মদ মহসীন আলী, পিইঞ্জ, এফ-১৫২৫, ২। ভাইস চেয়ারম্যান (অ্যাকাডেমিক অ্যান্ড এইচআরডি) ঃ ড. প্রকৌশলী মো. মনিরুল ইসলাম, এফ-৫৬৬২, ৩। ভাইস চেয়ারম্যান (প্রশাসন, প্র.অ্যান্ড এস.ডব্লিউ) ঃ প্রকৌশলী খন্দকার মঞ্জুর মোর্শেদ, এফ-৪০০০, ৪। সম্মানী সম্পাদক ঃ প্রকৌশলী এ কে এম শরিফুল ইসলাম (শরিফ), পিইঞ্জ, এফ-৫০৩০।

চট্টগ্রাম কেন্দ্র ঃ

১। চেয়ারম্যান ঃ প্রকৌশলী মনজারে খোরশেদ আলম, এফ-৩০৯৪, ২। ভাইস চেয়ারম্যান (অ্যাকাডেমিক অ্যান্ড এইচআরডি) ঃ প্রফেসর প্রকৌশলী মো. রফিকুল আলম, এফ-৪১৯৮, ৩। ভাইস চেয়ারম্যান (প্রশাসন, প্র. অ্যান্ড এসডব্লিউ) ঃ প্রকৌশলী মো. আবদুর রশিদ, এফ-৫১১৭, ৪। সম্মানী সম্পাদক ঃ প্রকৌশলী উদয় শেখর দত্ত, এফ-১০৪৯৩।

খুলনা কেন্দ্র ঃ

১। চেয়ারম্যান ঃ প্রকৌশলী এম এম আবদুল গোফরান, এফ-৩৩৫০, ২। ভাইস চেয়ারম্যান (অ্যাকাডেমিক অ্যান্ড এইচআরডি) ঃ ড. প্রকৌশলী এম এম এ হাশেম, এফ-৬৩৪৩, ৩। ভাইস চেয়ারম্যান (প্রশাসন, প্র. অ্যান্ড এসডব্লিউ) ঃ ড. প্রকৌশলী এ এন এম মিজানুর রহমান, এফ-৪৫১৩, ৪। সম্মানী সম্পাদক ঃ প্রকৌশলী মো. গোলাম কাদের, এফ-৫০৮০।

রাজশাহী কেন্দ্র ঃ

১। চেয়ারম্যান ঃ প্রকৌশলী এ এম মাসুদ আল ফারুক, এফ-৪৬৮৭, ২। ভাইস চেয়ারম্যান (অ্যাকাডেমিক অ্যান্ড এইচআরডি) ঃ প্রকৌশলী সরদার আনিসুর রহমান রানা, এফ-৪৫২০, ৩। ভাইস চেয়ারম্যান (প্রশাসন, প্র. অ্যান্ড এসডব্লিউ) ঃ প্রকৌশলী মো. ফিরোজ হোসেইন, এফ-২৪২২, ৪। সম্মানী সম্পাদক ঃ প্রকৌশলী মো. গোলাম মোরশেদ, এম-২২৪২১।

কুমিল্লা কেন্দ্র ঃ

১। চেয়ারম্যান ঃ প্রকৌশলী অমল চন্দ্র পাল, এফ-৩১১৬, ২। ভাইস চেয়ারম্যান (অ্যাকাডেমিক অ্যান্ড এইচআরডি) ঃ প্রকৌশলী মো. তরিকুল ইসলাম, এফ-৭৩৪৪, ৩। ভাইস চেয়ারম্যান (প্রশাসন, প্র. অ্যান্ড এসডব্লিউ) ঃ প্রকৌশলী মো. আবুল হোসেন, এফ-৫০৮১, ৪। সম্মানী সম্পাদক ঃ প্রকৌশলী মোহাম্মদ শফিউল আলম, এফ-৯৩৯৩।

সিলেট কেন্দ্র ঃ

১। চেয়ারম্যান ঃ প্রকৌশলী মোস্তফা শাহরিয়ার, এফ-৩১২৬, ২। ভাইস চেয়ারম্যান (অ্যাকাডেমিক অ্যান্ড এইচআরডি) ঃ প্রকৌশলী মো. হারুনুর রশীদ মোল্লা, এম-১৩৭৪৯, ৩। ভাইস চেয়ারম্যান (প্রশাসন, প্র. অ্যান্ড এসডব্লিউ) ঃ ড. প্রকৌশলী মোহাম্মদ ইকবাল, এফ-৫৬২৩, ৪। সম্মানী সম্পাদক ঃ প্রকৌশলী মো.জয়নুল ইসলাম চৌধুরী, এম-১১৪৭৭।

ময়মনসিংহ কেন্দ্র ঃ

১। চেয়ারম্যান ঃ শূন্য ২। ভাইস চেয়ারম্যান (অ্যাকাডেমিক অ্যান্ড এইচআরডি) ঃ প্রকৌশলী মো. আওলাদ হোসেইন বিশ্বাস, এফ-৪০৮১, ৩। ভাইস চেয়ারম্যান (প্রশাসন, প্র. অ্যান্ড এসডব্লিউ) ঃ প্রকৌশলী মো. আবদুল জব্বার, এফ-৩৬৫৬, ৪। সম্মানী সম্পাদক ঃ প্রকৌশলী মো.মাহফুজুর রহমান, এফ-৫১৫২।

যশোর কেন্দ্র ঃ

১। চেয়ারম্যান ঃ প্রকৌশলী জি. এম এম. কামাল পাশা, এফ-৪৮৬৪, ২। ভাইস চেয়ারম্যান (অ্যাকাডেমিক অ্যান্ড এইচআরডি) ঃ প্রকৌশলী মো. মোস্তাফিজুর রহমান, এফ-৪৬১৫, ৩। ভাইস চেয়ারম্যান (প্রশাসন, প্র. অ্যান্ড এসডব্লিউ) ঃ প্রকৌশলী মো. সাইফুজ্জামান, এফ-৭৩৪০, ৪। সম্মানী সম্পাদক ঃ প্রকৌশলী কাজী মিজানুর রহমান, এফ-৪৪৭৩।

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ-এর ৬৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপিত

৭ মে ২০১৩ সকাল ৮টায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ-এর ৬৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপিত হয়। জাতীয় পতাকা ও আইইবি পতাকা উত্তোলন এবং জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর শুভ সূচনা হয়। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আইইবি প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলীদের শপথনামা পাঠ করান। শপথনামায় আইইবি গঠনতন্ত্রে বর্ণিত কোড অব এথিক্স-এর ১৩টি শর্ত মেনে চলার দৃপ্ত শপথ করেন প্রকৌশলীগণ। তারা আরো অঙ্গীকার করেন যে, 'আমরা দেশে প্রকৌশল বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও উন্নয়নে সদা সচেষ্ট থাকব, আমরা সর্বদা দেশ ও জাতির সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করব।' এরপর বর্ণাঢ্য র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালিতে আইইবি নেতৃবৃন্দসহ নবীন ও প্রবীণ প্রকৌশলীগণ অংশ নেন। আইইবি সদর দফতর প্রাঙ্গণ থেকে র‍্যালিটি মৎস্য ভবন মোড় হয়ে আবার আইইবি প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়। র‍্যালি শেষে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করেন আইইবি প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. প্রকৌ. এম. শামীম-উজ-জামান বসুনিয়া পিইঞ্জ, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌ. মিয়া মোহাম্মদ কাইউম, ভাইস-প্রেসিডেন্ট প্রকৌ. মেসবাহুর রহমান টুটুল, প্রকৌ. আতাউল মাহমুদ প্রমূখ।

আইইবি প্রেসিডেন্ট তাঁর বক্তব্যে বলেন, প্রকৌশলীদের দক্ষতা যোগ্যতা মেধা এবং জবাবদিহিতার মধ্যে কাজ করতে হবে। আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌ. মিয়া মোহাম্মদ কাইউম বলেন, দলমতের উর্ধ্বে উঠে প্রকৌশলীদের স্বার্থে সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে এবং আমরা জয়ী হবো। তিনি মাসব্যাপী অনুষ্ঠিতব্য প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর নানা কর্মসূচীতে প্রকৌশলীদের অংশ নেয়ার আহ্বান জানান।

৬৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আইইবি ঢাকা কেন্দ্রের উদ্যোগে এ বছর সাতজন কৃতি প্রকৌশলীকে সম্মাননা দেয়া হয়। তারা হলেন, অধ্যাপক ড. প্রকৌ. আবদুল মতিন পাটওয়ারী, অধ্যাপক ড. প্রকৌ. নূর উদ্দীন আহমেদ, প্রকৌ. এম এ সোবহান, পিইঞ্জ, প্রকৌ. মো. রবিউল আলম, প্রকৌ. আসমা জাহান হক, প্রকৌ. এস এ আবুল হায়াত, প্রকৌ. গোলাম মোহাম্মদ আলমগীর। উল্লেখ্য, মাসব্যাপী নানা গুরুত্বপূর্ণ অ্যাকাডেমিক সেমিনার, গোলটেবিল আলোচনার মধ্যদিয়ে এবারের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠামালা সাজানো হয়।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকৌশল বিভাগ এবং আইইবি কেন্দ্র - উপকেন্দ্রসমূহ সেমিনার, গোলটেবিল বৈঠক এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনসহ মাসব্যাপী ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করে।

জাতীয় শোক দিবস পালন

প্রকৌশলীদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ ১৫ আগস্ট, ২০১৩ জাতীয় শোক দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় ও গভীর শ্রদ্ধায় পালন করে। সংবিধান স্বীকৃত জাতির পিতা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মর্মান্তিক হত্যাদিবসটি জাতীয়ভাবে শোকদিবস হিসেবে পালন করা হয়।

আইইবি আয়োজিত জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা ও মিলাদ মাহফিলে প্রকৌশলী নেতৃবৃন্দ দিন বদলের সনদ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

মিলাদ ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন আইইবি প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. প্রকৌ. এম. শামীম-উজ-জামান বসুনিয়া, পিইঞ্জ। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, বঙ্গবন্ধু কোন দলের নয়। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক এবং স্বাধীন বাংলাদেশ-এর স্থপতি। তাঁর সঙ্গে কারো তুলনা করা উচিত নয়। দলমত নির্বিশেষে বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করা প্রয়োজন। সবাইকে বঙ্গবন্ধুর মতো দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি।

আইইবি ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রকৌ. মো. আব্দুস সবুর এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় অংশ নেন অধ্যাপক ড. প্রকৌ. মো. হাবিবুর রহমান, প্রকৌ. মো. নূরুজ্জামান, প্রকৌ. মো. আতাউল মাহমুদ, প্রকৌ. আমিনুর রশীদ চৌধুরী মাসুদ, প্রকৌ. শেখ আল আমিন প্রমূখ। মিলাদ ও আলোচনা অনুষ্ঠানের সভাপতি প্রকৌ. মো. আব্দুস সবুর

বক্তব্য রাখছেন আ ই ই বি প্রেসিডেন্ট

দোয়া ও মোনাজাত

বলেন, 'বঙ্গবন্ধু একটি সুখি , সুন্দর ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়তে মুক্তিযুদ্ধের ডাক দিয়েছিলেন। তাঁর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের দায়িত্ব আমাদের সকলের।'

দোয়া মাহফিলে উপস্থিত প্রকৌশলী এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

মিলাদ মাহফিলে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের নিহত সকল সদস্যের রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করা হয়। বিপুলসংখ্যক প্রকৌশলী আলোচনা ও মিলাদ মাহফিলে অংশ নেন।

এর আগে ১৫ আগস্ট সকালে ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে আইইবি'র পক্ষ থেকে বিনম্র শ্রদ্ধায় পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এ সময় আইইবি'র ভাইস প্রেসিডেন্ট (এস অ্যান্ড ডব্লিউ) প্রকৌ. মো. আব্দুস সবুর ও সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশা. ও অর্থ) প্রকৌ. মো. শাহাদাৎ হোসেন শীবলুর নেতৃত্বে অন্যান্য প্রকৌশলীগণ পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ শেষে ১৫ আগস্ট শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

আইইবি ক্যাম্পাসে বৃক্ষরোপন কর্মসূচী

৭ আগস্ট ২০১৩ আইইবি প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপন কর্মসূচীর শুভ উদ্বোধন করেন আইইবি প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. প্রকৌ. এম. শামীম উজ-জামান বসুনিয়া, পিইঞ্জ। দৃষ্টিনন্দন পাতাবাহার এবং উইপিং দেবদারু গাছের চারা রোপনের মধ্যদিয়ে বৃক্ষরোপন কর্মসূচী উদ্বোধনকালে আইইবি প্রেসিডেন্ট বলেন, 'বৃক্ষ হচ্ছে প্রাণের প্রতীক, সুতরাং বৃক্ষকে রক্ষা করা ও যত্ন করা আমাদের সকলেরই দায়িত্ব।

এ সময় আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌ. মিয়া মোহাম্মদ কাইউম বিশেষ অতিথি হিসেবে বৃক্ষরোপন কর্মসূচীতে অংশ নেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'বৃক্ষ আমাদের জীবনেরই অংশ, বৃক্ষহীন পৃথিবী কল্পনাই করা যায় না।' আইইবি'র অন্যান্য নেতৃবৃন্দও বৃক্ষরোপন কর্মসূচীতে অংশ নেন।

আইইবি প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপন কর্মসূচী এবং অঙ্গন সবুজায়নের কাজ তদারকির দায়িত্ব পালন করছেন সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ) ঃ প্রকৌ. মো. শাহাদাৎ হোসেন শীবলু,। তাঁর কাছ থেকে জানা যায়, নির্মিতব্য সম্মুখ বেষ্টনি এবং দৃষ্টিনন্দন প্রধান প্রবেশ দ্বারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আই ই বি অঙ্গন সবুজায়ন করা হবে।

বৃক্ষরোপন কর্মসূচী উদ্বোধন করেন আইইবি প্রেসিডেন্ট, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ

প্রকৌশলী ঐক্য পরিষদ সংবাদ

প্রকৌশলী ঐক্য পরিষদের উদ্যোগে প্রকৌশলী ও প্রকৌশল পেশাকে ষড়যন্ত্রের হাত থেকে রক্ষার দাবীতে সমাবেশ, মতবিনিময় সভা ও আইইবি প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী শামীম উজ-জামান বসুনিয়াকে ইতোমধ্যে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। স্মারকলিপি প্রদানকালে ঐক্যপরিষদ নেতারা বলেন, ডিপ্লোমা সার্টিফিকেটধারীদের ৭ দফা দাবীর বিষয় নিয়ে পূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটি গঠন হয়েছে যা মূলত লোকপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। এ বিষয়ে পূর্ত মন্ত্রণালয়ের অযাচিত এখতিয়ার বহির্ভূত তৎপরতা কোনক্রমেই কাম্য নয়। উক্ত আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটির সুপারিশসমূহের মধ্যে বেশির ভাগই প্রকৌশলীদের স্বার্থ-বিরোধী। উক্ত আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটি অবিলম্বে বাতিলের জোর দাবী জানান প্রকৌশলী ঐক্য পরিষদের সদস্য-সচিব প্রকৌশলী মোহাম্মদ আতাউল মাহমুদ। এ সময় প্রকৌশলী ঐক্য পরিষদের আহবায়ক প্রকৌশলী মোস্তাফিজুর রহমান মানিক তাদের দাবীসমূহ বাস্তবায়নের জোর দাবী জানান। প্রকৌশলী মোহাম্মদ আতাউল মাহমুদ পর্যায়ক্রমে নিম্নোক্ত দাবীসমূহ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আপনারা অবগত আছেন যে, ২০০৮ সালে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত SRO নং-১২০ আইন/২০০৮ ও ২৯-৫-২০০৮ তারিখে প্রকাশিত গেজেট অনুসারে প্রকৌশলে স্নাতক ডিগ্রীধারী ও আইইবি'র সদস্য হওয়া সাপেক্ষে নামের পূর্বে Engr. লিখতে পারবেন বলে উল্লেখ আছে। এটি আন্তর্জাতিক বিধি-বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমাদের দেশে

অন্যান্য পেশাজীবী যথা-ডাক্তার, আইনজীবী ইত্যাদি পেশাজীবীগণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি ছাড়া সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী পরিচয় নামের সাথে ব্যবহার করতে পারেন না। তাই ডিপ্লোমা হোল্ডারদের জন্য নামের পূর্বে Engr. লেখা কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রকৌশলী ঐক্য পরিষদের ৭ দফা দাবী

১। ডিপ্লোমা সার্টিফিকেটধারীদের অযৌক্তিক দাবীর প্রেক্ষিতে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত অবৈধ আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটি এবং কমিটির সুপারিশ অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।

২। সহকারী প্রকৌশলী পদে ডিপ্লোমা সার্টিফিকেটধারীদের পদোন্নতির কোটা বাতিল করতে হবে।

৩। প্রকৌশলী সংজ্ঞার আন্তর্জাতিক মানদন্ড বজায় রাখার স্বার্থে প্রকৌশলীর সংজ্ঞা পরিবর্তনের অপচেষ্টা থেকে বিরত থাকতে হবে।

৪। দেশের বিপুল পরিমাণ বেকার প্রকৌশলীর চাকুরী/কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। বেসরকারী খাতে বিশেষ করে উপদেষ্টা ও নির্মাণ প্রকৌশলীদের ক্ষেত্রে সন্তোষজনক বেতন কাঠামো চালু করতে হবে এবং বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে সহকারী প্রকৌশলী/ সমমানের শূন্য পদ অনতিবিলম্বে পূরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫। কৃত্য পেশাভিত্তিক প্রশাসন প্রবর্তন করতে হবে।

৬। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা ও সরকার কর্তৃক নীতিগতভাবে অনুমোদিত প্রকৌশল সংস্থা প্রধানদের পদসমূহ সচিব পদমর্যাদায় গ্রেড-১ এ উন্নীতকরনের আদেশ অবিলম্বে জারি করতে হবে। চাকুরীকাল ৩ বছর পূর্তি সাপেক্ষে নির্বাহী প্রকৌশলীদের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি এবং তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর পদকে তৃতীয় গ্রেডে উন্নীতকরনের লক্ষ্যে চাকুরীবিধি সংশোধন করতে হবে।

৭। বেসরকারী প্রকৌশলীদের সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করে ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে এবং নবীন প্রকৌশলীদের ইন্টার্নশীপ এর ব্যবস্থা করতে হবে যার ন্যূনতম সম্মানী ১০,০০০/- টাকা করতে হবে।

উপযুক্ত দাবীসমূহের পক্ষে জনমত সৃষ্টি এবং তা দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য প্রকৌশলী ঐক্য পরিষদ লিফলেট, ব্যানার ও পোস্টার প্রকাশ করেছে।

গোলটেবিল বৈঠক ঃ ভবন ধস ও বিএনবিসি

ভবন ধস ও বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোড শীর্ষক জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গোলটেবিল বৈঠক ১১ মে ২০১৩ আইইবি কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, প্রকৌশল স্থাপত্য ও আবাসন বিষয়ক পত্রিকা 'মুক্ত আকাশ বিআইপি', আইএবি এর যৌথ উদ্যোগে উক্ত গোলটেবিল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল আলোচনায় প্রধান অতিথি ছিলেন দেশবরেণ্য

প্রকৌশল ব্যক্তিত্ব সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা এবং ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক এর উপাচার্য অধ্যাপক ড. প্রকৌ. জামিলুর রেজা চৌধুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন আইইবি প্রেসিডেন্ট প্রকৌ. এম. শামীম উজ-জামান বসুনিয়া, আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌ. মিয়া মোহাম্মদ কাইউম, রাজউক এর চেয়ারম্যান প্রকৌ. মো. নূরুল হুদা, বিআইপি সভাপতি ড. গোলাম রহমান,

আইএবি সভাপতি স্থপতি মোবাশ্বের হোসেন। গোলটেবিল বৈঠকে আরো উপস্থিত ছিলেন প্রকৌ. মো. ফজলুল আজিম এমপি, আহসানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. প্রকৌ. এ এম এম শফিউল্লাহ, স্থাপত্য অধিদপ্তরের উপ-প্রধান স্থপতি কাজী গোলাম নাসির। এছাড়া আলোচনায় অংশ নেন- প্রকৌ. মোহাম্মদ আবু সাদেক, পিইঞ্জ, শহীদুল আমিন, সহ-সভাপতি, বিজিএমইএ, প্রকৌ. আ.ম.ম. খাইরুল বাশার, সভাপতি, বিএসটিকিউএম, স্থপতি ইকবাল হাবিব, প্রকৌ. মো. রেজাউল করিম, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি), আইইবি, স্থপতি আকিল আকতার চৌধুরী।

দি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স লি:-এর এমডি ও রিহ্যাব এর সাবেক সভাপতি প্রকৌশলী মো. আবদুল আউয়াল গোল টেবিল বৈঠকে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। বৈঠক সঞ্চালনায় ছিলেন মুক্ত আকাশ সম্পাদক মো. শামসুল আলম।

মূল প্রবন্ধ আলোচনায় প্রকৌশলী আবদুল আওয়াল বলেন, বিএনবিসি'র মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি কোড প্রণীত হলেও এর সঠিক প্রয়োগ কিন্তু আজও নিশ্চিত করা হয়নি। তিনি একটি কার্যকর 'বিল্ডিং

রেগুলেটরি অথরিটি' গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন, পাশাপাশি ভবনের পরিকল্পনা, নকশা প্রণয়ন, স্ট্রাকচারাল ডিজাইন ও নির্মাণ কাজের সঙ্গে জড়িত সকল পরিকল্পনাবিদ, স্থপতি ও প্রকৌশলীদের দায়বদ্ধতা নির্ধারণ ও শাস্তি বিধানের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের জোর দাবী জানান। তিনি আরো বলেন, 'বার কাউন্সিল' 'বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল' এর মতো প্রফেশনাল রেজিস্ট্রেশন কাউন্সিল' গঠন আজ সময়ের দাবী। প্রফেসর ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী বলেন, যে ভবনগুলোর অকুপেন্সি সনদ নাই সেগুলো খুবই

ঝুঁকিপূর্ণ। ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলো চিহ্নিত করে তা ঘোষণা করা রাজউকের কাজ। লাল, হলুদ ও সবুজ এই তিনটি ক্যাটাগরিতে চিহ্নিত করতে হবে। লাল সংকেত হলো খুবই ঝুঁকিপূর্ণ, হলুদ মোটামুটি ঠিক আছে, তবে পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। আর সবুজ সংকেত হলো পুরোপুরি নিরাপদ, বিল্ডিং কোড মেনে এগুলো গড়ে উঠেছে।

সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ নবাব সিরাজ উদদৌলা নাটকের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, অনেক কথা হলো, আড্ডা হলো, চলুন এবার কাজ করি। সভাপতির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও বলি আর কথা নয় চলুন এবার কাজে নেমে পড়ি...।

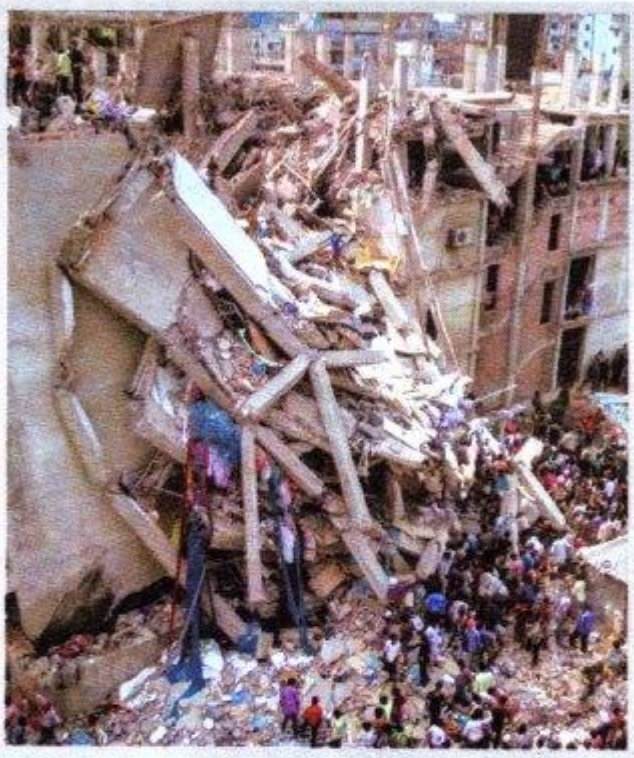

উল্লেখ্য, ভবন ধস প্রতিরোধের বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে আইইবি-এর পক্ষ থেকে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস, বাংলাদেশ (আইএবি), বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বিআইপি) ও আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশনস অব বাংলাদেশী ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড আর্কিটেক্টস (এএবিইএ)-এর উদ্যোগে গঠিত জয়েন্ট ভেঞ্চার অ্যাসোসিয়েশন (JVA)-এর স্বাক্ষরিত MOU গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের ৫৬৭তম সভায় অনুমোদিত হয়।

এছাড়া সাভারে ভবন ধসের কারণে বিজিএমইএ-এর কাছ থেকে দেশের ঝুঁকিপূর্ণ ভবন চিহ্নিত করন ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গার্মেন্টস ও ভবন মালিকদের পক্ষ থেকে ভবন নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে আইইবি'র পক্ষ থেকে পরামর্শের জন্য আইইবি প্রেসিডেন্টের নেতৃত্বে অভিজ্ঞ প্রকৌশলীদের নিয়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং গণ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

শোক সংবাদ

প্রকৌ. জালাল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরীর পুত্র ফাহিম শাহরিয়ার চৌধুরী (রাফি) ১৯ জুন ২০১৩ বুধবার ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি....রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল মাত্র ১৯ বছর। রাফি আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনির্ভাসিটি অব বাংলাদেশ (AIUB)-এর Electrical and Electronic Engineering (EEE) সম্মানের শিক্ষার্থী ছিলেন। অবসর সময়ে সাঁতার কাটা ছিলো তার শখ। ১৯ জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সুইমিংপুলে সাঁতার কাটতে গিয়ে এ প্রতিভাবান তরুণের অকাল মৃত্যু ঘটে।

রাফি একজন তরুণ অভিনেতাও ছিলেন। ২০১২ সালের জানুয়ারিতে আইইবি মহিলা কমিটি আয়োজিত 'বিন্দু থেকে বৃত্ত' নাটকে রাজকুমারের চরিত্রে অভিনয় করেছিল। রাফি'র মাতা মিসেস ফারহানা খানম চৌধুরী আইইবি মহিলা কমিটির একজন সম্মানিত সদস্য। আইইবি'র পক্ষ থেকে রাফি'র শোকাহত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপনসহ তার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করা হচ্ছে।

আইইবি জব ফেয়ার কমিটির কার্যক্রম

বেকার প্রকৌশলীদের জন্য জব ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ-এর জব ফেয়ার কমিটির উদ্যোগে ২০ এপ্রিল ২০১৩, শনিবার বিকালে আইইবি সেমিনার কক্ষে জব ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। আইইবি'র ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) এবং জব ফেয়ার কমিটির চেয়ারম্যান প্রকৌ. খান মনজুর মোরসেদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইইবি প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. প্রকৌ. এম. শামীম-উজ-জামান বসুনিয়া, পিইঞ্জ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিল্পপতি ও উদ্যোক্তা ম্যাক্স গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং ইআরসি ঢাকা এর নির্বাহী চেয়ারম্যান প্রকৌ. গোলাম মোহাম্মদ আলমগীর।

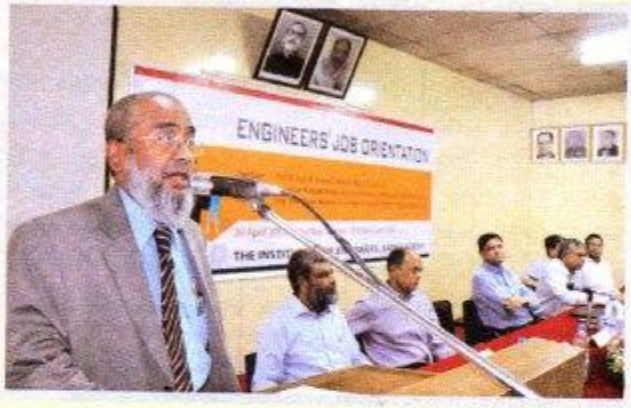

অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন প্রকৌ. ইলিয়াস খন্দকার। অনুষ্ঠানটি ৩টি পর্বে অনুষ্ঠিত হয়। ১ম পর্বে বক্তব্য রাখেন আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌ. মিয়া মোহাম্মদ কাইউম, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি) প্রকৌ. মো. রেজাউল করিম, পিইঞ্জ। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট শিল্পপতি আফা গ্রুপের প্রকৌশলী গোলাম মোহাম্মদ খান ফারুক, ছাত্রদের মাঝ থেকে ভুয়েট-এর আবদুল্লাহ আল মারুফ, প্রকৌ. সিরাজুম মুনিরা, এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তড়িৎকৌশলে স্নাতক প্রকৌ. মাহফুজুর রহমান।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে আলোচনায় অংশ নেন ঃ আইইবি'র প্রাক্তন ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌ. মো. সেরাজুল মজিদ মামুন, ক্যাপিটাল অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট লি.-এর ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার মো. জসীম উদ্দিন, ওয়ালটন-এর জেষ্ঠ্য পরিচালক জনাব আশিক আল-মামুন, কনসালট্যান্ট প্রকৌ. মেসবাহ উদ্দিন খান, মেরিন হাউজ লি.-এর প্রকৌ. মো. হুমায়ুন কবীর, বিএডিসির প্রাক্তন চিফ ইঞ্জিনিয়ার ও আইইবি কৃষিকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান প্রকৌ. মেসকে আলম, আলট্রানেট গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌ. মো. শামসুল আলম প্রমূখ। সভা পরিচালনা করেন সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসঅ্যান্ডডব্লিউ) প্রকৌ. শেখ আল আমিন।

৩য় পর্বে অনুষ্ঠানটি বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে আগত প্রতিনিধিদের সাথে চাকুরী প্রার্থীদের গ্রুপভিত্তিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এ পর্বটিকে ৩ ভাগে ভাগ করা হয়। ১ম পর্ব হলো ঃ ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড অ্যালাইড, ২য় পর্ব ঃ মেকানিক্যাল অ্যান্ড অ্যালাইড এবং ৩য় পর্ব ঃ সিভিল অ্যান্ড অ্যালাইড।

প্রধান অতিথি অধ্যাপক ড. প্রকৌ. এম. শামীম-উজ-জামান বসুনিয়া তাঁর বক্তব্যে আগত চাকুরী প্রার্থীদের উদ্দেশে বলেন, প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে নবীন প্রকৌশলীদের অবশ্যই জ্ঞান অর্জন করতে হবে। স্কুল কলেজ ভার্সিটির শিক্ষাই চাকুরী ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। চাকুরীর চেষ্টার সাথে সাথে পড়াশুনার মান বাড়াতে হবে। প্রবীণ প্রকৌশলীদের সাথে সংযোগ রক্ষা করে চলতে হবে। কারণ সংযোগ না থাকলে ক্যারিয়ার সৃষ্টি হয় না। তিনি বলেন, তোমাদের হতাশার কোন কারণ নেই। জ্ঞান অর্জন কর, টেকনোলজিতে এগিয়ে যাও, অবশ্যই এর মূল্যায়ন হবে।

প্রকৌ. গোলাম মোহাম্মদ আলমগীর

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ম্যাক্স গ্রুপের চেয়ারম্যান প্রকৌ. গোলাম মোহাম্মদ আলমগীর বলেন, আপনাকে লক্ষ্য স্থির করতে হবে আপনি কী করবেন? চাকুরী করবেন নাকি ব্যবসা করবেন। তার আলোকে আপনাকে তৈরি হতে হবে। কিছু প্রাইভেট সেক্টরে কাজ করতে হলে আপনাকে দায়সারা গোছের চাকুরী করলে চলবে না। এজন্য

আপনাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে, কিছু শিখতে হবে। আপনি কত বেতন পান সেদিকে তাকালে চলবে না। আপনি কিছু শিখতে পারলে অন্য কোথাও আপনি ২/৩ গুণ বেশি বেতনে যেতে পারবেন। প্রকৌ. আলমগীর বর্তমান কমিটির দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, আমি এ কমিটি থেকে অনেক কিছু আশা করি। আপনারা 'রাজনীতি' একপাশে রেখে দিন, দেখবেন অনেক কিছু করতে পারবেন।

আইইবি'র সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি) প্রকৌ. মো. রেজাউল করিম, পিইঞ্জ ছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট শিল্পপতি আফা গ্রুপের প্রকৌ. গোলাম মোহাম্মদ খান ফারুক। তিনি আগতদের উদ্দেশ করে বলেন, আমাদেরকে ভালো মার্জিত পোশাক পরিধান করতে হবে, চৌকস হতে হবে, কঠোর পরিশ্রমী হতে হবে এবং কাজ শিখতে হবে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌ. মিয়া মোহাম্মদ কাইউম। তিনি নবীন প্রকৌশলীদের উপস্থিতি দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, আমরা আপনাদের সাথে শিল্পপতিদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের কাজ করছি যাতে চাকুরী ক্ষেত্রে আপনাদের সুবিধা হয়। তিনি বলেন এটা হলো আপনাদের পূর্ব প্রস্তুতি। আর আমরা সেই কাজটাই করছি।

প্রকৌশলী চাকুরী মেলা

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ-এর জব ফেয়ার কমিটির উদ্যোগে ১১ মে ২০১৩, শনিবার বিকালে আইইবি সেমিনার কক্ষে জব ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। আইইবি'র ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) এবং জব ফেয়ার কমিটির চেয়ারম্যান প্রকৌ. খান মনজুর মোরসেদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী মোহাম্মদ ফজলুল আজিম, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইইবি প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী এম. শামীম-উজ-জামান বসুনিয়া, পিইঞ্জ।

অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন প্রকৌ. মোকাম্মেলুর রহমান। অনুষ্ঠানটি ২টি পর্বে অনুষ্ঠিত হয়। ১ম পর্বে বক্তব্য রাখেন আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক-এর অনুপস্থিতিতে জব ফেয়ার কমিটির সমন্বয়কারী এবং সম্মানী সহ:সাধারণ সম্পাদক এসঅ্যান্ডডব্লিউ) প্রকৌ. শেখ আল আমিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি) প্রকৌ. মো. রেজাউল করিম, পিইঞ্জ। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন Assurance Development Ltd-এর প্রধান প্রকৌ. মো. আরিফুর রহমান, ব্যুরো ভ্যারিটাস-এর কান্ট্রি ম্যানেজার প্রকৌ. গোলাম কিবরিয়া প্রমূখ।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে আলোচনায় অংশ নেন রহিম আফরোজ থেকে আগত প্রকৌ. রুহুল কুদ্দুস, সিডিসি কোম্পানীর প্রকৌ. আতিকুর রহমান, চিফ ইঞ্জিনিয়ার প্রকৌ. শিহাব উদ্দিন এবং বেকার প্রকৌশলীদের মধ্য থেকে বক্তব্য রাখেন, আহসানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য স্নাতক প্রকৌ. মো. মুনীম, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক প্রকৌ. মো. কামরুজ্জামান, বুয়েট থেকে পাশকৃত প্রকৌ. মুকাম্মেলুর রহমান প্রমূখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রকৌ. মোহাম্মদ ফজলুল আজিম, এমপি বলেন, পুরো ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়টি একটি Common sense-এর উপর নির্ভরশীল। '৬৫ সালে পাশ করে ঐ সালেই চাকুরী নিলাম। ২৮ দিন চাকুরী করে নিজ উদ্যোগে কিছু করার জন্য চাকুরি ছেড়ে দিলাম। ভবিষ্যতে তোমাদের রিয়াল এস্টেট-এ কাজ করার সুযোগ রয়েছে।

বিশেষ অতিথি, আইইবি প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. প্রকৌ. এম. শামীম-উজ-জামান বসুনিয়া, পিইঞ্জ তার বক্তব্যে আগত চাকুরী প্রার্থীদের উদ্দেশে বলেন, দুর্বলচিত্তের লোকেরা সরকারি চাকুরীর পেছনে ছোটেন। সরকারি চাকুরীতে ক্যারিয়ার সৃষ্টি হয় না।

সভাপতির বক্তব্যে আইইবি'র ভাইস প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) প্রকৌ. খান মনজুর মোরসেদ বলেন, আমাদের উদ্দেশ্য চাকুরী দেয়া নয়, চাকুরী নেয়ার জন্য নিজেদেরকে তৈরী করা। তিনি বলেন, আমাদের এখানে সপ্তাহব্যাপী অনেক Program যেমন- সেমিনার/ সিম্পোজিয়াম/ রাউন্ড টেবিল আলোচনা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়- সেগুলোতে যোগদান করলে অনেক যুগোপযোগী জ্ঞান অর্জন করা যায়। আর আপনাদেরকে জানতে হবে আইইবি আপনাদের জন্য, দেশের জন্য, ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য কী করে।

সদ্য উত্তীর্ণ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের প্রশিক্ষণ

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ-এর জব ফেয়ার কমিটির উদ্যোগে ২৯ জুন ২০১৩, শনিবার বিকালে আইইবি সেমিনার কক্ষে

Fresh Civil Engineers Training & Job Opportunity Program অনুষ্ঠিত হয়। আইইবি'র ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) এবং জব ফেয়ার কমিটির চেয়ারম্যান প্রকৌশলী খান মনজুর মোরসেদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইইবি প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী এম. শামীম-উজ-জামান বসুনিয়া, পিইঞ্জ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌ. মিয়া মোহাম্মদ কাইউম।

অনুষ্ঠানটি মূলত সদ্য পাশকৃত প্রকৌশলীদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ কোর্স। এটি ৩টি পর্বে অনুষ্ঠিত হয়। ১ম পর্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও মুক্ত আলোচনা, ২য় পর্বে ৩টি ভাগে ৩ জন প্রশিক্ষক কর্তৃক প্রশিক্ষণ কোর্স। প্রশিক্ষকবৃন্দ হলেন, অধ্যাপক ড. প্রকৌ. শামীম জেড. বসুনিয়া, অধ্যাপক ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম ও প্রকৌ. নূরুল মোমেন খান, পিইঞ্জ। ৩য় পর্বে সমাপনী অনুষ্ঠান।

২য় পর্যায়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ড. প্রকৌ. মো. জাহাঙ্গীর আলম, সহযোগী অধ্যাপক, বুয়েট। তাঁর বিষয়বস্তু ছিল Quality Control of Soil Test। তিনি তাঁর প্রবন্ধ উপস্থাপনায় Soil Test-এর উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, যারা Soil Test করবেন তাদেরকে ধৈর্য ধরে ভালভাবে Soil Test করতে হবে। এজন্য একাজে একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি থাকবেন। তা না হলে Soil Test-এর উপর নির্ভর করে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রদান করা সম্ভব নয়।

৩য় পর্যায়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রকৌ. মো. নূরুল মোমেন খান, পিইঞ্জ। তাঁর পেপারের বিষয়বস্তু ছিল Introduction to Earthquake Resistant Construction Practices। তিনি Earthquake-এর উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন।

সমাপনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন প্রকৌ. মো. আবদুল আউয়াল, CIP, ব্যবস্থাপনা পরিচালক দ্য স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স লি.। তিনি বলেন, ভূমিকম্প নিয়ে মন্তব্য করা খুবই কঠিন। তিনি বলেন, Design & Construction এর মধ্যে সামঞ্জস্য না হলে একটা বিল্ডিং টিকে থাকা অসম্ভব। যখনই কোন বিল্ডিং ধস পড়ে তখনই প্রশ্ন উঠে কে পাশ করেছে Design এবং কে করেছে Construction কিন্তু এগুলোর সাথে ধসে পড়ার কোন সম্পর্ক নেই।

সদ্য উত্তীর্ণ ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের প্রশিক্ষণ

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ-এর জব ফেয়ার কমিটির উদ্যোগে ৫ জুলাই ২০১৩, শুক্রবার বিকালে সমাপনী সেশন অনুষ্ঠিত হয়। আইইবি'র ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) এবং জব ফেয়ার কমিটির চেয়ারম্যান প্রকৌ. খান মনজুর মোরসেদ-এর সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইইবি প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী এম. শামীম-উজ-জামান বসুনিয়া, পিইঞ্জ । বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌ. মিয়া মোহাম্মদ কাইউম।

সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ-এর জব ফেয়ার কমিটির উদ্যোগে ১৬ জুলাই ২০১৩, মঙ্গলবার বিকাল ৪.০০টায় জাতীয় উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানে প্রকৌশল ও কারিগরি শিক্ষা শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন আইইবি'র ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) এবং জব ফেয়ার কমিটির চেয়ারম্যান প্রকৌ. খান মনজুর মোরসেদ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইইবি'র প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. প্রকৌ. জামিলুর রেজা চৌধুরী, উপাচার্য, ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইইবি প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী এম. শামীম-উজ-জামান বসুনিয়া, পিইঞ্জ, মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ড. প্রকৌ. মোহাম্মদ ফজলে ইলাহী, প্রাক্তন উপাচার্য, আইইউটি। স্বাগত বক্তব্য রাখেন আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌ. মিয়া মোহাম্মদ কাইউম। অনুষ্ঠানে

প্রধান আলোচক ছিলেন প্রকৌ. মেসবাহুর রহমান টুটুল, ভাইস প্রেসিডেন্ট (অ্যাকাডেমিক ও আন্তর্জাতিক), আইইবি। এছাড়াও মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন অধ্যাপক ড. প্রকৌ. সাব্বির মোস্তফা খান, বিভাগীয় প্রধান, পানিসম্পদ কৌশল বিভাগ, বুয়েট; প্রকৌ. মো. শরিফুল ইসলাম শরিফ, সম্মানী সম্পাদক, ঢাকা কেন্দ্র, আইইবি; প্রকৌ. আমিনুর রশিদ চৌধুরী মাসুদ, প্রাক্তন সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি; প্রকৌ. মো. আতাউল মাহমুদ, প্রাক্তন সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি; প্রকৌ. মো. এনামুল হক, প্রাক্তন সম্পাদক, তড়িৎকৌশল বিভাগ, আইইবি; প্রকৌ. মো. আব্দুস সালাম, সম্পাদক, আইইবি জামালপুর উপকেন্দ্র। এছাড়াও সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রকৌ. মো. আবদুর রউফ, ভাইস প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ), আইইবি; প্রকৌ. মো. রেজাউল করিম রেজা, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি) আইইবি।

মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপক অধ্যপক ড. প্রকৌ. মোহাম্মদ ফজলে ইলাহী প্রথমেই আইইবিকে ধন্যবাদ জানান এধরনের একটি বিষয়ের উপর সেমিনার আয়োজনের জন্য। তিনি বলেন, ইঞ্জিনিয়ারিং বুঝতে হলে বিজ্ঞানের জ্ঞানের প্রয়োজন। বিজ্ঞানের জ্ঞান ব্যতীত তা বোধগম্য হবে না এবং বিজ্ঞান দিয়েই আপনাকে কমার্স এবং ইন্ডাস্ট্রি বুঝতে হবে। আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখন কম্পিউটার সম্পর্কে কিছুই পড়ি নাই। তখন মাল্টিডিসিপ্লিনারি টেকনোলজি, ন্যানো টেকনোলজি বলতে কিছুই ছিল না। পরবর্তীতে আস্তে আস্তে সবই হয়েছে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে আইইবি'র সাবেক প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী বলেন, ড. এলাহি তাঁর উপস্থাপনায় ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার পটভূমি তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, ১৯৪৭ সালে ঢাকায় ৪ বছরের কোর্স চালু হবে তা অবিভক্ত ভারতেই সিদ্ধান্ত হয়েছিল।

আইইবি প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী এম. শামীম-উজ-জামান বসুনিয়া, পিইঞ্জ বলেন, যে-কোন দেশের উন্নয়ন ধারায় কাঠামোগত দিক থেকে প্রকৌশলীদের ধারা ব্যাপক। চায়নাতে ১১ জন পলিটব্যুরো সদস্য বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার। স্বাগত বক্তব্যে আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌ. মিয়া মোহাম্মদ কাইউম বলেন, এ কথা সত্যি যে, ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পর ৪২ বছর পরেও আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজের কাঙ্খিত উন্নয়ন সম্ভব হয় নি। কারণটি মূলত রাজনৈতিক, যা এখানে আলোচনার সুযোগ সীমিত। তিনি বলেন, আমাদের মুক্তিযুদ্ধে জনগণের আকাঙ্খার রাষ্ট্র অর্থাৎ একটি গণতান্ত্রিক, সমতাভিত্তিক শোষণ, দুর্নীতিমুক্ত সুশাসিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সঠিক রাজনৈতিক দিকনির্দেশনার অভাব আজও পরিলক্ষিত হচ্ছে। জাতীয় উন্নয়ন বলতে আমরা সংক্ষেপে এমন একটি উন্নত রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা বুঝি যেখানে জনগণ একটি মুক্ত ও গণতান্ত্রিক এবং সুশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় নাগরিক সমঅধিকারের ভিত্তিতে মৌলিক অধিকারের সুরক্ষা পান। তিনি বলেন, উন্নত সমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষার কোন বিকল্প নেই।

সভার সভাপতি প্রকৌ. খান মনজুর মোরসেদ সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন। সমগ্র অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ছিলেন জব ফেয়ার কমিটির সমন্বয়কারী প্রকৌ. শেখ আল আমিন।

[-জব ফেয়ার কমিটি প্রতিবেদন]

মহিলা কমিটি

ইফতার ও দোয়া মাহফিল

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ-এর মহিলা কমিটির উদ্যোগে ২০ জুলাই, ২০১৩ ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। ইফতার ও দোয়া মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন আইইবি মহিলা কমিটির চেয়ারপার্সন মিসেস রোকেয়া বসুনিয়া। দোয়া মাহফিলে রমজানের ফজিলত নিয়ে আলোচনা করা হয়। মহিলা কমিটির সদস্যগণ মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন। মাহফিলে দেশ ও জাতির জন্য দোয়া করা হয়। দোয়াশেষে সবাইকে ইফতারি পরিবেশন করা হয়। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মহিলা কমিটির সদস্য-সচিব মিসেস আয়েশা আফরোজ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন আইইবি মহিলা কমিটির সদস্য মিসেস সুফিয়া আমান।

মহিলা কমিটির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

আইইবি মহিলা কমিটির ২৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ২৬ জুন ২০১৩ বুধবার সন্ধ্যা ৭:০০ টায় আইইবি সেমিনার হলে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, আইইবি প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. প্রকৌ. মো. শামীম উজ্-জামান বসুনিয়া, পিইঞ্জ, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌ. মিয়া মোহাম্মদ কাইউম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মহিলা কমিটির চেয়ারপার্সন মিসেস রোকেয়া বসুনিয়া। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রকৌশলী পরিবারের সদস্য ও সন্তানেরা গান পরিবেশন করেন। প্রকৌশলী পরিবারের সদস্যগণ অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে মহিলা কমিটির উপদেষ্টাসহ সাবেক ও বর্তমান সদস্যগণ অংশ গ্রহণ করেন। মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মহিলা কমিটির সদস্য-সচিব মিসেস আয়েশা আফরোজ। মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন আইইবি মহিলা কমিটির সদস্য মিসেস ইয়াসমিন রওশন শিল্পী।

মহিলা কমিটির সদস্যবৃন্দ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে গান পরিবেশন করছেন

মহিলা কমিটির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট আইইবি প্রেসিডেন্ট, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, মহিলা কমিটির চেয়ারপার্সন ও সদস্য-সচিব

মহিলা কমিটির সদস্যবৃন্দ ২৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কেক কাটছেন

সম্মাননা পেলেন অধ্যাপিকা হোসনে আরা আজাদ

আইইবি মহিলা কমিটির সাবেক চেয়ারপার্সন ও বর্তমান উপদেষ্টা অধ্যাপিকা হোসনে আরা আজাদ 'একাত্তর-এর স্মৃতিময় দিনগুলি' উপন্যাসের জন্য কক্সবাজার বই মেলায় সম্মাননা পেয়েছেন। এ যাবত তাঁর তিনটি বই প্রকাশিত ও পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে। সরকারী কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা হোসনে আরা আজাদ বর্তমানে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে অতিথি -অধ্যাপিকা পদে কর্মরত। লেখালেখির বাইরে তিনি একজন নিবেদিতপ্রাণ সমাজকর্মী। মুক্তিযুদ্ধ তাঁর লেখার প্রধান অনুসঙ্গ। গত ৬ জুলাই ২০১৩ কক্সবাজার কলাতলী হাইস্কুলে তাঁকে সম্মাননা জানানো হয়। অধ্যাপিকা হোসনে আরা আজাদ, আইইবি'র প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট (ইনচার্জ) ড. প্রকৌশলী এম এ কে আজাদ-এর সহধর্মীনী।

প্রকৌশল বিভাগীয় কমিটি সংবাদ

পুরকৌশল বিভাগ

গোলটেবিল বৈঠক

পুরকৌশল বিভাগের উদ্যোগে ৫ মে ২০১৩ আইইবি কাউন্সিল হলে 'Problems of Engineers Serving in Private Enterprises' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন পুরকৌশল বিভাগের সভাপতি ড. প্রকৌ. মো. গোলাম মোস্তফা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী স্থপতি জনাব ইয়াফেস ওসমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন আইইবি প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. প্রকৌ. এম. শামীম-উজ-জামান বসুনিয়া, The Structural Engineers Ltd-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌ. মো. আবদুল আউয়াল এবং আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌ. মিয়া মোহাম্মদ কাউয়ুম। এছাড়া উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বেসরকারী প্রকৌশল প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলীবৃন্দ অংশ গ্রহণ করেন। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী স্থপতি জনাব ইয়াফেস ওসমান প্রকৌশলীদেরকে সততা এবং আত্মবিশ্বাস নিয়ে দায়িত্ব পালন করার জন্য আহ্বান জানান।

মঞ্চে উপবিস্ট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী এবং আইইবি ও পুরকৌশল বিভাগের নেতৃবৃন্দ

তিনি বলেন, Tehnical Person always better than bureaucrat. তিনি আরও বলেন যে, কষ্ট হলেও আমাদের স্বপ্ন দেখতে হবে এবং স্বপ্ন পূরণ করতে হবে। তিনি নবীনদের আইইবিতে আরও অংশগ্রহণ করার পরামর্শ প্রদান করেন। গোলটেবিল বৈঠকে আগতদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পুরকৌশল বিভাগের ভাইস চেয়ারম্যান প্রকৌ. মো. আলী মাসুদ হায়দার। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন পুরকৌশল বিভাগের সেক্রেটারি প্রকৌ. মো. জাকির হোসেন। গোল টেবিল বৈঠকে প্রকৌশলীদের নানা সমস্যা ও তার সমাধানকল্পে নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ মতামত তুলে ধরেন।

- বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর ক্ষেত্রে প্রকৌশলীদের জন্য নির্দিষ্ট কোন বেতন কাঠামো নাই। ফলে অনেক সম্মানিত প্রকৌশলী অসম্মানজনক বেতন ভাতায় চাকুরী করতে বাধ্য হচ্ছেন বিধায় বেতনসহ বেতন কাঠামো নির্ধারণ করা প্রয়োজন।
- বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর ক্ষেত্রে প্রকৌশলীদের চাকুরী এবং বেতনের নিরাপত্তা নাই। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর ক্ষেত্রে প্রকৌশলীদের জন্য কোন প্রকার চাকুরী বিধিমালা প্রণয়ন করা হয় নাই, প্রকৌশলীদের আত্মসম্মান, ক্ষমতা এবং ন্যূনতম কর্তৃত্ব নিয়ে চাকুরী করার সুযোগ নাই। প্রকৌশলীদের জন্য আত্মসম্মান, ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব নিয়ে চাকুরী করার সুযোগ ও পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।
- অধিকাংশ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রকৌশলীদের সাধারণ ভবিষ্যত তহবিল, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুয়িটি এবং সার্ভিস বেনিফিট-এর সুযোগ নেই। এই অবস্থায় সকল বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রকৌশলীদের জন্য উপরোক্ত সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
- অধিকাংশ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রকৌশলীদের জন্য কাজের সুষ্ঠ পরিবেশ নাই। প্রকৌশলীদের Capacity build up করার জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় না। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রকৌশলীদের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
- কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে Graduate প্রকৌশলীদের পরিবর্তে Diploma প্রকৌশলীদের দ্বারা কাজ-চালানো হয় যা অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত এবং দুঃখজনক। ডিগ্রি প্রকৌশলীর স্থলে ডিপ্লোমা প্রকৌশলী নিয়োগ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা প্রয়োজন।
- প্রতিবছর অসংখ্য প্রকৌশলী স্নাতক প্রকৌশল ডিগ্রি অর্জন করছেন কিন্তু আমরা এই সকল প্রকৌশলী জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারছি না। এই অবস্থায় নবীন প্রকৌশলীদের জন্য সরকারি-বেসরকারি চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি self employment-এর পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।
- প্রকৌশলীদেরকে ইমারত বিধিমালার উপর প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করার পাশাপাশি জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সাভারের ট্রাজেডির মত আর কোন দুর্ঘটনা যেন জাতিকে দেখতে না হয়, তা প্রকৌশল সমাজকেই নিশ্চিত করতে হবে। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিধিমালা প্রণয়ন এবং কার্যকর করা প্রয়োজন।
- বেসরকারি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মান অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিশ্চিত করা হচ্ছে না। ফলশ্রুতিতে অদক্ষ, অসচেতন

এবং অজ্ঞ প্রকৌশলী সৃষ্টি হওয়ার আশংকা বিদ্যমান। এই অবস্থায় দেশ ও জাতির স্বার্থে বেসরকারি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মান কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন।

পরিশেষে Working session-এর সম্মানিত সভাপতি জানান যে, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রকৌশলীদের দ্বারা চিহ্নিত সমস্যাগুলো সমাধান করার লক্ষ্যে পুরকৌশল বিভাগের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করার পাশাপাশি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রকৌশলীদের চাকুরী বিধিমালা প্রণয়ন করে ন্যূনতম বেতনসহ বেতনকাঠামো কার্যকর করার লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

সেমিনার

'Assam Earthquake & Our Buildings' শীর্ষক সেমিনার ৭ জুলাই ২০১৩ আইইবি পুরনো ভবনের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রকৌ. মো. আলী আকবর মল্লিক। প্রধান অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন অধ্যাপক ড. প্রকৌ. এ এম এম সফিউল্লাহ, প্রকৌ. এম এ সোবহান, আইইবি প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. প্রকৌ. এম. শামীম উজ-জামান বসুনিয়া, পিইঞ্জ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পুরকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান ড. প্রকৌ. গোলাম মোস্তফা। আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌ. মিয়া মোহাম্মদ কাইউম বলেন, সময়োপযোগী একটি বিষয়ের উপর সেমিনার আয়োজন করেছে পুরকৌশল বিভাগ। এজন্য তারা ধন্যবাদ পাবার যোগ্য। সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পুরকৌশল বিভাগের সম্পাদক প্রকৌ. মো. জাকির হোসেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পুরকৌশল বিভাগের ভাইস চেয়ারম্যান প্রকৌ. মো. আলী মাসুদ হায়দার।

প্রকৌ. মো. আলী আকবর মল্লিক তাঁর মূল প্রবন্ধের আলোচনায় বলেন, একজন কাঠামো প্রকৌশলী ভবন ডিজাইন করতে ভবনের কাঠামোর উপর ভূমিকম্পের পার্শ্বশক্তির প্রভাব ডিজাইনের হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করেন। এই বিষয়টি ভবনের সাইজমিক ডিজাইনের একটি অংশ মাত্র। এ ছাড়া সমতল ও উলম্বর দিকে ভবনে অসম বিন্যাস আছে কিনা তা বিশেষ গুরুত্বসহকারে খতিয়ে দেখা দরকার। সমতলের দিকে খতিয়ে দেখতে হবে: (১) ভবনের নকশা সুসম কিনা, (২) ভবনের স্প্যানগুলো একে অপরের সাথে সুসম কিনা, (৩) কলামের বড় বাহুটি ভবনের দুর্বল দিকে কি না, (৪) বিম-কলাম জয়েন্টেগুলো বক্রনীয় পিড়নে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা আছে কি না, (৫) কলামের সাইজে সমতা আছে কি না, (৬) সেয়ার ওয়াল ও অন্যান্য মেমবার এলিমেন্টের বিন্যাসে সমতা আছে কি না ইত্যাদি। উলম্বর দিকে খতিয়ে দেখার বিষয়গুলো: (১) ভবনের কাঠামো এমন সহজ কি না যাতে ভূমিকম্পের পার্শ্বশক্তি এক মেমবার থেকে অন্য মেমবারে সহজে ট্রান্সফার হতে পারবে, (২) বিমের চেয়ে কলাম অন্তত শতকরা ২০ ভাগ শক্তিশালী করে ডিজাইন করা হয়েছে কি না, (৩) কার-পার্কিং তলাটি তার ঠিক উপরের তলাটির তুলনায় শতকরা ২০ থেকে ৩০ ভাগ দুর্বল হওয়া চলবে না, যা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ, (৪) সাধারণ ভবনের ক্ষেত্রে ফ্লাট প্লেট দ্বারা ভবন ডিজাইন এড়িয়ে চলা হয়েছে কি না, (৫) ভবনের কোন কলাম সর্ট কলাম হয়ে পড়েছে কি না যা কাঙ্ক্ষিত নয় ইত্যাদি। এ ছাড়া ভূমিকম্পপ্রবণ দেশে সনাতনী ইটের ব্যবহার ঝুঁকিপূর্ণ (ভারি এবং নির্মাণে রডের ব্যবহার সম্ভব নয় বলে) বিধায় এড়িয়ে চলা ভালো। হলো-ব্রিক ও হলো-ব্লক ব্যবহার করা যেতে পারে। ভবনের ডিটেইল ডিজাইন অনুসারে নির্মাণ এর মান নিয়ন্ত্রণও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সেমিনার উপস্থাপনায় ছিলেন পুরকৌশল বিভাগের সেক্রেটারি প্রকৌ. মো. জাকির হোসেন।

সাভার দুর্ঘটনা

'সাভারের মতো ট্র্যাজেডি রুখতে প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ভূমিকা' শীর্ষক সেমিনার ২৯ জুন ২০১৩ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ এর ইআরসি সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়। ড. প্রকৌ. গোলাম মোস্তফার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রকৌ. মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা। সেমিনারের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে দেশের শীর্ষ শিল্পদ্যোক্তা গোষ্ঠি বসুন্ধরা গ্রুপের বসুন্ধরা সিমেন্ট। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আইইবি প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. প্রকৌ. এম. শামীম-উজ-জামান বসুনিয়া, পিইঞ্জ, রাজউক চেয়ারম্যান প্রকৌ. মো. নূরুল হুদা. আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌ. মিয়া মোহাম্মদ কাইউম ও বসুন্ধরা গ্রুপের প্রধান বিপণন কর্মকর্তা (সিমেন্টখাত) মো. সাইফুল ইসলাম হেলালী। রাজউক চেয়ারম্যান প্রকৌ. মো. নূরুল হুদা তাঁর বক্তব্যে রাজউকের সীমাবদ্ধতার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, রাজউক পুনর্গঠনের কাজ চলছে, এ কাজ শেষ হলে আগামীতে কোন প্রকৌশলীকে আর বেকার থাকতে হবে না। তিনি আরও বলেন, জনমুখি এ উদ্যোগ ও পুনর্গঠনের কাজ বার বার আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। যত বাধাই আসুক এবার আমি ইনশাআল্লাহ তা বাস্তবায়ন করবোই। সবশেষে তিনি বলেন নাট্যকার, কবি বা সাহিত্যিকদের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দেয়া হয় অথচ প্রকৌশলীদের দেয়া হয় না। তিনি সরকারের কাছে ভাল কাজের জন্য প্রকৌশলীদের জাতীয় পুরস্কার প্রদানের প্রস্তাব রাখেন। আইইবি প্রেসিডেন্ট বলেন,

'নির্মাণ কাজে মানসম্মত নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাভারের ধসে যাওয়া রানা প্লাজায় ব্যবহৃত রড সিমেন্ট মানসম্মত ছিলো না বলে তিনি উল্লেখ করেন। প্রকৌশলীদের পেশাগত প্রশিক্ষণের উপর তিনি জোর দেন।

বসুন্ধরা গ্রুপের প্রধান বিপণন কর্মকর্তা (সিমেন্টখাত) মো. সাইফুল ইসলাম হেলালী বলেন, আইইবি কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ নিলে প্রকৌশলীদের পুরস্কার প্রদানের জন্য বসুন্ধরা গ্রুপ ও আইইবি মিলে যৌথভাবে তা বাস্তবায়নে বসুন্ধরা গ্রুপ পাশে থাকবে।

মঞ্চে উপবিষ্ট প্রকৌশলী নেতৃবৃন্দ

আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌ. মিয়া মোহাম্মদ কাইউম বলেন, প্রকৌশলীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে সততার মধ্যে থেকে কাজ করতে হবে। প্রকৌশলীদের স্বার্থ রক্ষায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন বলে তিনি দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। সেমিনার সঞ্চালনায় ছিলেন আইইবি পুরকৌশল বিভাগ এবং সেক্রেটারি প্রকৌ. মুহাম্মদ জাকির হোসেন। বিপুলসংখ্যক প্রকৌশলী উক্ত সেমিনারে অংশ নেন

যন্ত্রকৌশল বিভাগ

মহান স্বাধীনতা দিবস পালন

আইইবি যন্ত্রকৌশল বিভাগের উদ্যোগে ২৬ মার্চ ২০১৩ জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্যদিয়ে মহান স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়। মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের স্মরণে এ সময় এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

যন্ত্রকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী ড. মো. আবদুর রশীদ সরকার, ভাইস চেয়ারম্যান ড. প্রকৌ. মোহাম্মদ আলী, সেক্রেটারি প্রকৌ. নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া প্রমূখ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সেমিনার

৬৫তম ইঞ্জিনিয়ার্স ডে, উপলক্ষে ৯ মে ২০১৩ যন্ত্রকৌশল বিভাগের উদ্যোগে Role of renewable energy and energy efficiency in meeting Electricity demand: Bangladesh Perspectives শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ড. প্রকৌ. সাইফুর রহমান, প্রধান অতিথি ছিলেন আইইবি প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. প্রকৌ. এম. শামীম উজ-জামান বসুনিয়া, বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রকৌ. খান মনজুর মোরসেদ, ভাইস প্রেসিডেন্ট, আইইবি। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন যন্ত্রকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. প্রকৌ. মো. আবদুর রশীদ সরকার।

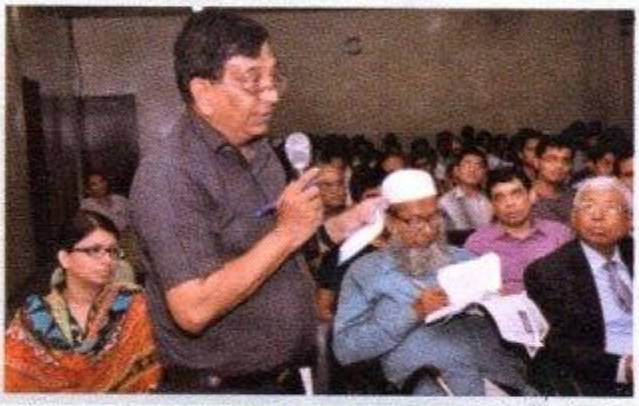

সেমিনারের মুক্তআলোচনা পর্বে বক্তব্য রাখছেন প্রকৌ. এস এইচ কে চৌধুরী পাহিন

ঘোড়াশাল ও খুলনা কেন্দ্রে সেমিনার

১ জুন, ২০১৩ আইইবি যন্ত্রকৌশল বিভাগ ও ঘোড়াশাল কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে Safety Management System in Industries : Bangladesh Perspectives শীর্ষক সেমিনার ঘোড়াশাল পাওয়ার স্টেশন ট্রেনিং সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রকৌ. মো. হাফিজুর রহমান, পিইঞ্জ, প্রধান অতিথি ছিলেন আইইবি প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. প্রকৌ. এম. শামীম উজ-জামান বসুনিয়া, পিইঞ্জ, বিশেষ অতিথি ছিলেন আইইবি ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রকৌ. মো. আবদুর রউফ ও ঘোড়াশাল কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌ. মো. আখতারুল ইসলাম, সভাপতিত্ব করেন যন্ত্রকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. প্রকৌ. মো. আবদুর রশীদ সরকার।

ঘোড়াশাল কেন্দ্রে আয়োজিত সেমিনারে আইইবি প্রেসিডেন্ট

২৭ জুন ২০১৩ যন্ত্রকৌশল বিভাগ ও আইইবি খুলনা কেন্দ্রের যৌথ আয়োজনে Safety Assurance in the Industries of Bangladesh শীর্ষক সেমিনার খুলনা সেন্টার-এর চেয়ারম্যান প্রকৌ. এম এম আবদুল গোফরান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এসিআই ফার্মাসিটিক্যালস লি. এর পরিচালক (অপারেশনস) প্রকৌ. মো. আবদুল হামিদ, পিইঞ্জ, প্রধান অতিথি ছিলেন আইইবি প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. প্রকৌ. এম. শামীম উজ-জামান বসুনিয়া, বিশেষ অতিথি ছিলেন আইইবি'র ভাইস প্রেসিডেন্ট (এসঅ্যান্ডডব্লিউ) প্রকৌ. মো. আব্দুস সবুর ও আইইবি ভাইস প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) প্রকৌ. খান মনজুর মোরসেদ।

খুলনা কেন্দ্রে আয়োজিত সেমিনারে উপস্থিত আইইবি প্রেসিডেন্ট এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ

LPG is an Alternative Fuel in Bangladesh শীর্ষক সেমিনার

যন্ত্রকৌশল বিভাগের উদ্যোগে ৭ জুলাই ২০১৩ আইইবি সেমিনার হলে LPG is an Alternative Fuel in Bangladesh শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ড. প্রকৌ. মো. তামিম। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) প্রকৌ. মো. এনামূল হক এমপি, বিশেষ অতিথি ছিলেন আইইবি প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. প্রকৌ. এম. শামীম উজ-জামান বসুনিয়া, সভাপতিত্ব করেন যন্ত্রকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. প্রকৌ. মো. আবদুর রশীদ সরকার।

Principles of Fire Fighting Rescue & Evacuation শীর্ষক সেমিনার

আইইবি যন্ত্রকৌশল বিভাগের উদ্যোগে ২১ জুলাই আইইবি ক্যাম্পাসে Principles of Fire Fighting Rescue & Evacuation শীর্ষক অগ্নি নির্বাপন মহড়া ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

অগ্নি নির্বাপণী মহড়া

আইইবি ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত অগ্নি নির্বাপণ মহড়ায় অগ্নিকান্ডে উদ্ধারকার্য পরিচালনার বিভিন্ন কলাকৌশল এবং রেসকিউ মেশিনারিজ সম্পর্কে হাতে কলমে শিক্ষা দেয়া হয়। সেমিনারে মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন

সেমিনার

করেন ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স-এর প্রকল্প পরিচালক মেজর এ কে এম শাকিল নেওয়াজ। প্রধান অতিথি ছিলেন আইইবি

প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. প্রকৌ. এম. শামীম উজ-জামান বসুনিয়া, পিইঞ্জ। বিশেষ অতিথি ছিলেন আইইবি'র ভাইস প্রেসিডেন্ট (অ্যাকাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) প্রকৌ. মেসবাহুর রহমান টুটুল ও ভাইস প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) প্রকৌ. খান মনজুর মোরসেদ। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌ. মিয়া মোহাম্মদ কাইউম। বিপুলসংখ্যক প্রকৌশলী উক্ত সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন যন্ত্রকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. প্রকৌ. আবদুর রশীদ সরকার। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন যন্ত্রকৌশল বিভাগের সেক্রেটারি প্রকৌ. নিয়াজ উদ্দিন ভুইয়া।

দোয়া ও ইফতার মাহফিল

১৮ জুলাই ২০১৩ যন্ত্রকৌশল বিভাগের উদ্যোগে পবিত্র রমজান মাসে ইফতার ও দোয়ার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনায় ছিলেন প্রবীণ প্রকৌ. প্রফেসর হামিদুর রহমান, প্রধান অতিথি ছিলেন আইইবি প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী এম. শামীম উজ-জামান বসুনিয়া, বিশেষ অতিথি হিসেবে আইইবি'র সকল ভাইস প্রেসিডেন্ট, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদকগণ উপস্থিত ছিলেন।

তড়িৎকৌশল বিভাগ

সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ-এর তড়িৎকৌশল বিভাগের উদ্যোগে ১২ মে ২০১৩ আইইবি সেমিনার কক্ষে Submarine

Cable Communication in Bangladesh and its Redundancy শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তড়িৎকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান প্রকৌ. মো. নূরুল ইসলাম (নূরু)। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্যমন্ত্রী প্রকৌ. হাসানুল হক ইনু, এমপি।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইইবি প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. প্রকৌ. এম. শামীম উজ-জামান বসুনিয়া, পিইঞ্জ। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল লি.-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌ. মো. মনোয়ার হোসেইন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌ. মিয়া মোহাম্মদ কাইউম। প্রাণবন্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন তড়িৎকৌশল বিভাগের সম্পাদক প্রকৌ. এস. ওয়াজেদ আলী।

প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠান

তড়িৎকৌশল বিভাগের উদ্যোগে ৮ জুলাই ২০১৩ সোমবার ইআরসি কনফারেন্স হলে Planning, Designing, Installation, Protection, Testing and Commissioning of Transforming in Power System and Relay Protection System in Power System with Knowledge, Conception and Application শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তড়িৎকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান প্রকৌ. মো. নূরুল ইসলাম (নূরু)। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

আইইবি প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. প্রকৌ. এম. শামীম উজ-জামান বসুনিয়া, পিইঞ্জ, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইইবি'র ভাইস প্রেসিডেন্ট (অ্যাকাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) প্রকৌ. মেসবাহুর রহমান টুটুল, ভাইস প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) প্রকৌ. মো. আবদুর রউফ, ভাইস প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) প্রকৌ. খান মনজুর মোরসেদ,

ভাইস প্রেসিডেন্ট (এসঅ্যান্ডডব্লিউ) প্রকৌ. মো. আব্দুস সবুর। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন তড়িৎকৌশল বিভাগের সম্পাদক প্রকৌ. এস. ওয়াজেদ আলী।

ওয়ার্কশপ

তড়িৎকৌশল বিভাগের উদ্যোগে ১৪ জুলাই ২০১৩ বিকেল ৪:০০ টায় আইইবি কাউন্সিল হলে Weight Driven Hydro Power Station শীর্ষক এক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি

হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, শক্তি এবং মিনারেল রিসোর্সেস-এর মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অব. প্রকৌ. মোহাম্মদ এনামুল হক, এমপি, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইইবি প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. প্রকৌ. এম. শামীম জেড. বসুনিয়া। প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কো. লি.-এর নির্বাহী প্রকৌ. সাজ্জাদ আহমেদ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌ. মিয়া মোহাম্মদ কাইউম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তড়িৎকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান প্রকৌ. মো. নূরুল ইসলাম নূরু। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন তড়িৎকৌশল বিভাগের সেক্রেটারি প্রকৌ. এস. ওয়াজেদ আলী।

কৃষিকৌশল বিভাগ

৬৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সেমিনার

২২ মে, ২০১৩ বিকেল ৫:৩০ মিনিটে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর ৬৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে কৃষিকৌশল বিভাগের উদ্যোগে "Impact of climate change and unplanned withdrawal of ground water on Agriculture and ECO System of Bangladesh" শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় । সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. প্রকৌ. ইফতেখারুল আলম। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইইবি প্রেসিডেন্ট ড. প্রকৌ. এম. শামীম-উজ-জামান বসুনিয়া, পিইঞ্জ। সভাপতিত্ব করেন আইইবি'র কৃষিকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান প্রকৌ. মো. মেশকে আলম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইইবি'র ভাইস প্রেসিডেন্ট

(এইচআরডি) প্রকৌ. খান মনজুর মোরসেদ, আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌ. মিয়া মোহাম্মদ কাইউম।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধে বলা হয়- অপরিকল্পিতভাবে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের ফলে আর্সেনিক সমস্যা এবং মিষ্টি পানির স্থানে লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ ঘটছে। এ কারণে ভূ-গর্ভস্থ পানির প্রকৃত অবস্থা না বুঝে অপরিকল্পিতভাবে পানি উত্তোলন ঠিক নয় বলে সেমিনারে মত প্রকাশ করেন এবং একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার ভিত্তিতে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের পক্ষে মতামত দেন। একই সাথে প্রকৃত তথ্যের বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত পূর্বাভাস ও সম্ভাব্য করণীয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে দেশের কৃষি, কৃষি ব্যবস্থা ও কৃষি পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়ে সেমিনারে গুরুত্বারোপ করেন।

সমসাময়িক কৃষি ও পরিবেশের জন্য প্রবন্ধটি খুবই গুরুত্ব বহন করে। প্রবন্ধকার বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. প্রকৌ. এম আশরাফ আজীর তত্ত্বাবধানে ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা ও এ্যাকুইফেয়ার এর বৈশিষ্ট্যের উপর সমগ্র দেশে ৩ হাজার ১শত ৬৬টি পর্যবেক্ষণ নলকূপের অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ ও সমুদ্রের গড় উচ্চতার সাথে উঁচু বা নীচুতা নির্ণয় করে জিআইএস আর্কভিউ সফ্টওয়ারের মাধ্যমে জোনিং ম্যাপ তৈরী করেন। গবেষণাকালে গবেষক পর্যবেক্ষণ করেন যে বিগত শতকের ৮০ এর দশকে স্থাপিত অনেক নলকূপে বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে লবণ পানি আসছে। এ কারণে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে উপজেলা সদরে একটি করে মোট ১৭৪টি লবণ পর্যবেক্ষণ নলকূপ স্থাপন করা হয়, এগুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন গভীরতায় লবণাক্ততার পরিমাণ নিরুপণ করা হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে আইইবি প্রেসিডেন্ট ড. প্রকৌ. এম. শামীম-উজ-জামান বসুনিয়া, পিইঞ্জ বলেন- ভূগর্ভস্থ পানির অপরিকল্পিত উত্তোলনে কৃষি ও পরিবেশের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবের কারণে আর্সেনিক সমস্যা ও লবণাক্ততায় দূষিত হচ্ছে পানি। সেক্ষেত্রে পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন এইসময়ে সবচেয়ে জরুরি কাজ। পানি মানব জীবন, প্রকৃতি ও পরিবেশের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুতরাং পানি ব্যবহারের জন্য এখনই দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণের বিষয়ে সেমিনারে বক্তাগণ অভিমত ব্যাক্ত করেন। সেমিনার-এর উপস্থাপনায় ছিলেন কৃষিকৌশল বিভাগের প্রকৌ. মো. শফিকুল ইসলাম শেখ (শফিক)।

কর্মশালা অনুষ্ঠিত

১৮ থেকে ২০ মে ২০১৩ আইইবি কৃষিকৌশল বিভাগের উদ্যোগে প্রকল্প ব্যবস্থাপনার উপর তিন দিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বিএডিসি'তে কর্মরত ১০ জন প্রকৌশলী এ কর্মশালায় অংশ নেন। কর্মশালাটি বিএডিসি সার্ভে অ্যান্ড মনিটরিং প্রজেক্ট এর সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষিকৌশল বিভাগের সেক্রেটারি প্রকৌ. মো. শফিকুল ইসলাম শেখ (শফিক)। অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে কর্মশালাটি শেষ হয়।

কৃতী ছাত্র/ছাত্রী

ইরফানুল আরেফিন (নিহাল)

বগুড়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার প্রকৌ. মো. আলমগীর-এর একমাত্র পুত্র মো. ইরফানুল আরেফিন (নিহাল) বিয়াম মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া হতে ২০১২ সালে অনুষ্ঠিত জেএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ৫ সহ টেলেন্টপুল-এ বৃত্তি পেয়েছে। তার মাতার নাম মিসেস নাজনীন পারভীন। তিনি সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

কৃতী ছাত্র/ছাত্রী

কল্পিতা সাহা (চৈতি)

বগুড়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার প্রকৌ. সন্তোষ কুমার সাহার মেয়ে কল্পিতা সাহা (চৈতি) রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলার নাছুমাহমুদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে ২০১২ সালে অনুষ্ঠিত পিএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ সহ ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছে। তার মাতার নাম রীতা রানী সাহা। তিনি একজন গৃহিনী। তিনি সকলের দোয়া প্রার্থী।

টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ

সাভার ট্র্যাজেডি উপলক্ষে শোক ও আলোচনা সভা

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ এর টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন ২৬ এপ্রিল ২০১৩ শুক্রবার ঢাকাস্থ উত্তরা মডেল টাউন এর এক হোটেলে সাভার এর রানা প্লাজার দুর্ঘটনা উপলক্ষে এক শোক ও আলোচনা সভার আয়োজন করে। রানা প্লাজায় নিহতদের স্মরণে শোক ও আইইবি কর্তৃক প্রকৌশলীদের করণীয় শীর্ষক আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রকৌ. মহিউদ্দিন আহম্মদ সেলিম। শোক সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন আইইবি'র সাবেক প্রেসিডেন্ট প্রকৌ. আ.ন.হ. আখতার হোসেন। অনুষ্ঠানে আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌ. মিয়া মোহাম্মদ কাইউম, ভাইস- প্রেসিডেন্ট প্রকৌ. আব্দুর রউফ, ভাইস- প্রেসিডেন্ট প্রকৌ. খান মনজুর মোরসেদ, প্রকৌ. হারুন অর রশিদ, ঢাকা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌ. মোহসিন আলী, টেক্সটাইল ডিভিশন এর ভাইস চেয়ারম্যান প্রকৌ. এনায়েত হোসেন, সম্পাদক প্রকৌ. সুমায়েল মুহাম্মদ মল্লিক, প্রকৌ. দৌলতুজ্জামান আনসারী, প্রকৌ.এ.টি.এম সামসুদ্দিন খান, প্রকৌ.এ কে এম মহসিন আহমেদ, প্রকৌ.সাইদুর রহমান, প্রকৌ. আবু হোসেন হিটলু, প্রকৌ. মাইনুল ইসলাম পলাশ প্রমূখ বক্তব্য রাখেন।

বস্ত্র অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি শ্রমিক। শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ফ্যাক্টরী বিল্ডিং কোড যথাযথভাবে প্রয়োগ বিষয়ে আলোচনা হয়। টেক্সটাইল ও গার্মেন্টস্ শিল্পকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য সকল ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ, পেশাজীবী এবং দেশের সচেতন নাগরিকদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানানো হয়।

৬৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সেমিনার

১৭ মে, শুক্রবার ২০১৩, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন-এর উদ্যোগে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনার এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "Development of our textile sector: what needs to be done?" ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি'র টেক্সটাইল ডিভিশন-এর প্রধান, আইইবি ঢাকা কেন্দ্রের কাউন্সিল সদস্য প্রফেসর ড. প্রকৌ. মাহবুবুল হক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তিনি তাঁর আলোচনার বস্ত্রখাতের সম্ভাবনা, সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা উপস্থাপন করে গবেষণা ও উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন এর চেয়ারম্যান প্রকৌ. মহিউদ্দিন আহম্মদ সেলিম এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন আইইবি প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. প্রকৌ. এম. শামীম-উজ-জামান বসুনিয়া, পিইঞ্জ।

মুক্ত আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন ওয়ান কম্পোজিট গ্রুপের পরিচালক প্রকৌ. এম. নাসির উদ্দিন মিঞা, সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটির টেক্সটাইল ডিপার্টমেন্টের অধ্যাপক সৈয়দ ফখরুল হাসান মুরাদ, বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটির উপ-উপচার্য অধ্যাপক ড. প্রকৌ. আইয়ুব নবী খান। সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন এর সম্পাদক প্রকৌ. সুমায়েল মুহাম্মদ মল্লিক। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী মিয়া মোহাম্মদ কাইউম। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন এর ভাইস চেয়ারম্যান প্রকৌ.এনায়েত হোসেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক ড. প্রকৌ. এম. শামীম-উজ-জামান বসুনিয়া, পিইঞ্জ, অর্থনীতির প্রধান খাত টেক্সটাইল সেক্টরে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার প্রশংসা করেন। তিনি বস্ত্র ও পোশাক খাতের উন্নয়নে সঠিক নিরাপত্তা ও কর্মপরিবেশ উন্নয়নে প্রকৌশলী সমাজকে এক সঙ্গে কাজ করার পরামর্শ দেন। সেমিনারের সকল আলোচক টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের কর্মদক্ষতার প্রশংসা করেন। সাথে সাথে বর্তমান সংকট মোকাবেলা করে পরিবেশ বান্ধব ও কমপ্লায়েন্সভুক্ত বস্ত্র শিল্প গঠনে গুরুত্ব আরোপ করেন।

'Young Textile Engineers Meet the Senior Professionals'

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ-এর টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন ১৪ জুন, শুক্রবার আইইবি'র সেমিনার হলে এক সেমিনারের আয়োজন করে। "We see a better world "Young textile Engineers meet the senior professionals" শীর্ষক সেমিনারে তরুণ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের অভিজ্ঞ প্রফেসনালস্‌দের সাথে মতবিনিময়-এর সুযোগ করে দেয়া হয়। চাকুরি জীবনের অভিজ্ঞতা, বিশেষ মুহূর্তে টেকনিক প্রয়োগ, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ইঞ্জিনিয়ারদের অহেতুক হয়রানি, সরকারি বেসরকারি চাকুরীতে রাষ্ট্রের বৈষম্য দূরীকরণের উপায় নিয়ে খোলামেলা আলোচনা হয়। টেক্সটাইল সেক্টরে বিভিন্ন ইউনিটের প্রারম্ভিক বেতন কত হওয়া উচিত, এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বায়িং হাউজ ও মারচেন্ডাইজিং সেক্টরে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের চাকুরীর সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে বর্তমান প্রজন্মকে সঠিক দিক নির্দেশনা দেয়া হয়। স্পিনিং, উইভিং, ওয়েট প্রসেসিং, বায়িং হাউজ গামেন্টস্, প্রোডাকশান ম্যানেজমেন্টসহ প্রতিটি ইউনিটে তরুণ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের প্রবেশ সহজ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন-এর চেয়ারম্যান প্রকৌ. মহিউদ্দিন আহম্মদ সেলিম-এর সভাপতিত্বে ভাইস চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার এনায়েত হোসেন, সেক্রেটারি প্রকৌ. সুমায়েল মুহাম্মদ মল্লিক, প্রকৌ. সৈয়দ ফখরুল হাসান মুরাদ, প্রকৌ. এহসানুল করিম কায়সার, প্রকৌ. বদরুদ্দোজা খান বদরুল, প্রকৌ. খালেদ মাসুদ খান, প্রকৌ. ড. জুলহাস উদ্দিন, প্রকৌ. এ কে এম সামসুদ্দিন খান, প্রকৌ. এ কে এম মহসিন আহমেদ, প্রকৌ. এ এস এম হাফিজুর রহমান নিক্সন প্রমূখ তাঁদের চাকুরী জীবনের অভিজ্ঞতা ও সফলতা তরুণ প্রজন্মের সামনে তুলে ধরেন।

হানস্‌ম্যান এর কান্ট্রি হেড ইঞ্জিনিয়ার এ এস এম ইসমাইল, মাসকো গ্রুপের নির্বাহী পরিচালক প্রকৌ. মাহবুবুল আলম মিল্টন ও এসকোয়্যায় গ্রুপের জিএম প্রকৌ. এ এস এম হাফিজুর রহমান নিক্সন-এর উপস্থাপনায় প্রাণবন্ত প্রশ্নোত্তরপর্ব পরিচালিত হয়। সেমিনারে বিপুলসংখ্যক প্রকৌশলী অংশ নেন।

কেন্দ্র - উপকেন্দ্র সংবাদ

ঢাকা কেন্দ্র

৬৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সেমিনার

আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের উদ্যোগে ৬ মে, ২০১৩ আইইবি পুরাতন ভবনের সেমিনার কক্ষে "Energy Security: Governance Issues in Bangladesh" শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, ইনস্টিটিউট অব এপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজি, বুয়েট এর প্রাক্তন অধ্যাপক, অধ্যাপক ড. প্রকৌ. মোঃ নুরুল ইসলাম।

সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ এর প্রেসিডেন্ট, অধ্যাপক ড. প্রকৌ. এম. শামীম-উজ-জামান বসুনিয়া, পিইঞ্জ এবং বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান ড. হোসেন

মনসুর, তিনি বলেন, আমাদের দেশ গ্যাসের উপর ভাসছে কিন্তু আমাদের পর্যাপ্ত প্রয়োজনীয় গ্যাস নেই, তাহলে কোথায় বা কিভাবে এই গ্যাসের অপব্যবহার হচ্ছে। আমাদের যে প্রয়োজনীয় জ্বালানি

প্রয়োজন তার ৪০% জ্বালানির সংকট আছে। তবে এই গ্যাস বা জ্বালানি যদি আমরা সঠিক উপায়ে ও সঠিক স্থানে যথাযথভাবে ব্যবহার করে থাকি তাহলে আমাদের বহির্বিশ্ব থেকে গ্যাস আমদানি না করে আমাদের সম্পদেই আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকতে পারব।'

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) মোঃ এনামুল হক, এমপি। তিনি মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক ও পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান এর বক্তব্যকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন, তারা খুব জরুরি একটা বিষয়কে অত্যন্ত সাধারণ ও সাবলীলভাবে সকলের কাছে উপস্থাপন করেছেন। এজন্য ধন্যবাদ পাবার যোগ্য। এ বিষয়ে আইইবি ঢাকা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও সম্মানী সম্পাদক তাদের মতামত প্রকাশ করেন।

৬৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আইইবি সদর দফতর ও ঢাকা কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে পতাকা উত্তোলন, শপথ গ্রহণ ও র‍্যালি

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিউশন, বাংলাদেশ, ঢাকা কেন্দ্র আইইবি'র ৬৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ৭ মে দিনব্যাপী কর্মসূচী পালন করে।

ঢাকা কেন্দ্র আয়োজিত প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে শপথ প্রথা ও পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান

সকাল ৭টায় আইইবি প্রাঙ্গণে প্রকৌশলীগণ একত্রিত হয়ে আইইবি ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন, শপথ গ্রহণ, ও র‍্যালির মধ্যদিয়ে দিনটির সূচনা করে থাকেন। সমন্বিত প্রকৌশলীবৃন্দের র‍্যালি অনুষ্ঠানের পর আইইবি সদর দফতর ও ঢাকা কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দ সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। এখানে উল্লেখ্য যে, উপস্থিত প্রকৌশলীবৃন্দকে আইইবি'র লোগো সম্বলিত ৬৫ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর গেঞ্জি ও ক্যাপ সরবরাহ করা হয়। এ সকল উপহার ও আপ্যায়নের আয়োজন করা হয় আল্ট্রাটেক সিমেন্ট এর সৌজন্যে।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান

৭ মে, ৬৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর বিকালের কর্মসূচী হিসেবে আইইবি ঢাকা কেন্দ্র কৃতি প্রকৌ. এবং প্রাক্তন নির্বাহী কর্মকর্তাবৃন্দকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। আইইবি পুরাতন ভবনের সেমিনার হলে সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়।

মঞ্চে উপবিষ্ট আইইবি ও ঢাকা কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দ

কৃতি প্রকৌশলীগণকে খুঁজে বের করার উদ্দেশে আইইবি-এর প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ড. প্রকৌ. এম. আনোয়ারুল য়াজিমকে আহবায়ক করে ৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি 'সার্চ অ্যান্ড অ্যাওয়ার্ড' কমিটি গঠন করা হয়। এই সার্চ অ্যান্ড অ্যাওয়ার্ড কমিটি Education, Professional Development, Socio Econimic Contribution, Social Contribution and Entrepreneurship Development এই পাঁচটি ক্যাটাগরিতে মোট সাতজন কৃতি প্রকৌশলীকে খুঁজে বের করেন এবং তাঁদের সম্মাননা প্রদান করা হয়। এছাড়া আইইবি সদর দপ্তর ও ঢাকা কেন্দ্রের প্রাক্তন নির্বাহীসহ মোট ৬৮ জন কর্মকর্তাকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে আইইবি প্রেসিডেন্ট, অধ্যাপক ড. প্রকৌ. এম. শামীম-উজ-জামান বসুনিয়া, পিইঞ্জ প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন এবং ঢাকা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান এতে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে ঢাকা কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌ. এ.কে.এম. শরিফুল ইসলাম শরিফ, পিইঞ্জ, স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

আইইবি প্রেসিডেন্ট-এর নিকট থেকে সম্মাননাস্বরূপ ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট গ্রহণ করছেন সম্মাননাপ্রাপ্ত প্রকৌশলীগণ

সম্মাননা প্রাপ্ত সাতজন কৃতি প্রকৌশলী হলেন ঃ

১. অধ্যাপক ড. প্রকৌ. আব্দুল মতিন পাটওয়ারী কে Contribution to Education এ সম্মাননা প্রদান করা হয়।

ছবিতে সম্মাননা প্রদান করছেন আইইবি প্রেসিডেন্ট

২. অধ্যাপক ড. প্রকৌ. নূরউদ্দীন আহমেদ কে Contribution to Education এ সম্মাননা প্রদান করা হয়।
৩. প্রকৌ. এম. এ. সোবহান, পিইঞ্জ, সিইঞ্জ কে Professional Development-এ সম্মাননা প্রদান করা হয়।
৪. প্রকৌ. মোঃ রবিউল আলম কে Professional Development-এ সম্মাননা প্রদান করা হয়।
৫. প্রকৌ. আসমা জাহান হক কে Socio Economic Contribution এ সম্মাননা প্রদান করা হয়।
৬. প্রকৌ. এস. এ. আবুল হায়াৎ কে Social Contribution এ সম্মাননা প্রদান করা হয়।
৭. প্রকৌ. গোলাম মোহাম্মদ আলমগীর কে Entrepreneurship Development এ সম্মাননা প্রদান করা হয়।

আইইবি প্রেসিডেন্ট এর নিকট হতে সম্মাননাস্বরূপ ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট গ্রহণ করেন প্রকৌশলীগণ। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর এ অনুষ্ঠান একটি অনুপম আনন্দঘন মিলনমেলায় রূপ নেয়।

প্রাক্তন চেয়ারম্যান ড. প্রকৌশলী গোলাম মহিউদ্দীন, পিইঞ্জ এর ৯ম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে স্মরণসভা

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ ঢাকা কেন্দ্রের উদ্যোগে ২৫ এপ্রিল, ২০১৩ আইইবি ভবনের ইআরসি কনফারেন্স কক্ষে ঢাকা কেন্দ্রের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ড. প্রকৌ. গোলাম মহিউদ্দীন, পিইঞ্জ এর ৯ম মৃত্যুবার্ষিকী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি আইইবি ঢাকা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান হিসেবে (২০০২-২০০৩) মেয়াদে দায়িত্বরত ছিলেন। এছাড়াও তিনি আইইবি সদর দপ্তরের সম্মানী সাধারণ সম্পাদক হিসেবে (২০০৪-২০০৫) মেয়াদের দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

তিনি শুধু প্রাক্তন প্রকৌশলী-ই ছিলেন না, প্রকৃতিগতভাবেই নিজের মেধা ও শ্রম দিয়ে আয়ত্ত্ব করেছিলেন জীবনের নানান কৌশল। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত নিজের কর্মময় জীবনে তিনি ছিলেন নির্ভীক সৈনিক। কিন্তু ক্যান্সার নামক ব্যাধিতে ২০০৪ সালের ১৮ এপ্রিল বিকাল ৪.০০ টায় তার কর্মজীবনের অবসান ঘটে। তিনি আইইবিকে সবসময়ই দলীয়করণের উর্ধ্বে রাখতে চাইতেন। ড. মহিউদ্দিন আইইবিকে Learned Society থেকে Professional Society তে উত্তরণের অন্যতম পথিকৃৎ। ড. প্রকৌশলী গোলাম মহিউদ্দীন, পিইঞ্জ এর জন্ম ৩১ ডিসেম্বর ১৯৪৮ খ্রি. কুমিল্লা জেলায়। তিনি ১৯৭০ খ্রি.

বুয়েট থেকে বি.এস.সি. ইঞ্জিনিয়ারিং (মেকানিক্যাল) এবং ১৯৭৭ সালে বুয়েট থেকেই এম.এস.সি ইঞ্জিনিয়ারিং (মেকানিক্যাল) ডিগ্রি অর্জন করেন। এবং ১৯৭৭ খ্রিঃ বুয়েট থেকে পি.এইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিলো ৫৬ বছর। তিনি স্ত্রী ও দু'সন্তান রেখে যান। তাঁর এই অকাল মৃত্যুতে গোটা প্রকৌশলী সমাজ তথা আইইবি একটি অত্যন্ত গুণী ও মেধাবী ব্যক্তিকে হারিয়েছে যা আইইবি শ্রদ্ধাভরে চিরকাল স্মরণ করে যাবে। মরহুম ড. প্রকৌ. গোলাম মহিউদ্দীন, পিইঞ্জ এর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এই স্মরণসভা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌ. মুহাম্মদ মহসিন আলী, পিইঞ্জ।

ঢাকা কেন্দ্র আয়োজিত মৌসুমী ফলের উৎসব-২০১৩

ঢাকা কেন্দ্রের উদ্যোগে ২৩ জুন, ২০১৩ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ এর মিলনায়তনে মৌসুমী ফলের উৎসব-২০১৩ অনুষ্ঠিত

হয়। অনুষ্ঠানে আইইবি প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. প্রকৌ. এম. শামীম উজ-জামান বসুনিয়া, পিইঞ্জ, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও আইইবির প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, প্রকৌ. এস. এম. আল হোসাইনী, অধ্যাপক ড. প্রকৌ. মোঃ আনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক ড. প্রকৌ. জামিলুর রেজা চৌধুরী, অধ্যাপক ড. প্রকৌ. এম. আনোয়ারুল য়াজিম অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌ. এ. কে. এম. শরিফুল ইসলাম (শরিফ), পিইঞ্জ, এর পরিচালনায় ফল উৎসবে সভাপতিত্ব করেন আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌ. মুহাম্মদ মহসিন আলী, পিইঞ্জ।

এএমআইই ২০১৩ সেশনের ছাত্রদের জন্য ওরিয়েন্টেশন ক্লাস

আইইবি ঢাকা কেন্দ্রের উদ্যোগে প্রথমবারের মত আয়োজিত হয় এএমআইই ছাত্রদের জন্য ওরিয়েন্টেশন ক্লাশ। ঢাকা কেন্দ্রের এএমআইই কার্যাবলী সুষ্ঠু ও সাবলীলভাবে পরিচালনার জন্য গঠিত

এএমআইই কমিটির পরিচালনায় আয়োজিত এই ওরিয়েন্টেশন ক্লাশটিতে এএমআইই কমিটির আহবায়ক, যুগ্ম আহবায়ক, সদস্য-সচিব ও এই কমিটির সদস্যবৃন্দ ছাড়াও ঢাকা কেন্দ্রের নির্বাহী কর্মকর্তাবৃন্দ অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা কেন্দ্রের ভাইস চেয়ারম্যান (প্রশাসন ও পিআন্ডএসডব্লিউ) প্রকৌ. খন্দকার মনজুর মোর্শেদ। এতে সভাপতিত্ব করেন এএমআইই কমিটির আহবায়ক প্রকৌ. মোঃ শাহজাহান আলী। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঢাকা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান খন্দকার মনজুর মোর্শেদ। তিনি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন যে, ছাত্রদের একজন ভাল প্রকৌশলী হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য আইইবি একটি অত্যন্ত মানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান। সবচেয়ে ভাল বিষয় হলো যে, এখানে বুয়েট এর শিক্ষক দ্বারা ছাত্রদের পড়ানো হয়ে থাকে। ফলে ছাত্ররা যদি একটু মনোযোগী হয়ে নিয়মিতভাবে ক্লাশ করেন ও পড়াশুনা করে তাহলে প্রত্যেকে এখান থেকে একজন প্রতিষ্ঠিত প্রকৌশলী হিসেবে নিজের স্থান দখল করে নিতে পারবে বলে তিনি মন্তব্য করেন ।

পিইঞ্জ নিবন্ধীকরণ সংক্রান্ত ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

ঢাকা কেন্দ্রের উদ্যোগে ৮ জুলাই, ২০১৩ আইইবি পুরাতন ভবনের সেমিনার কক্ষে "পিইঞ্জ নিবন্ধীকরণ সংক্রান্ত" ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রকৌ. মো. হামিদুল হক, পিইঞ্জ। এছাড়াও অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ-এর প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. প্রকৌ. এম. শামীম উজ-জামান বসুনিয়া, পিইঞ্জ। আইইবি ঢাকা কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌ. এ. কে. এম. শরিফুল ইসলাম (শরিফ), পিইঞ্জ এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এই ওয়ার্কশপে সভাপতিত্ব করেন, ঢাকা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, প্রকৌ. খন্দকার মনজুর মোর্শেদ।

পিইঞ্জ নিবন্ধীকরণ ওয়ার্কশপ

ওয়ার্কশপে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক প্রকৌ. মোঃ হামিদুল হক, পিইঞ্জ তার বক্তব্যে বলেন যে, পিইঞ্জ হলো এমন একটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ডিগ্রি যা অর্জন করার মাধ্যমে একজন প্রকৌশলী বিশ্বের যে কোন দেশে চাকুরীর জন্য আবেদন বা প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম। তিনি আরও বলেন, এই পিইঞ্জ ডিগ্রি অর্জনের জন্য যে ফরম পূরণ করতে হয় তা আমরা অনেকেই সঠিকভাবে পূরণ করতে জানি না। ফর্মের নির্দিষ্ট ২১ টি শর্তের মধ্যে কোন ব্যক্তি সঠিকভাবে ১৫ টি শর্ত পূরণ করতে সক্ষম হলে ঐ প্রকৌশলী পিইঞ্জ এর জন্য মনোনয়নের যোগ্যতা রাখেন। অনুষ্ঠানে আইইবি প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. প্রকৌ. এম. শামীম-উজ-জামান বসুনিয়া, পিইঞ্জ বলেন যে, আমরা প্রকৌশলীগণ বিশ্বের যে কোন দেশে কর্মক্ষেত্রের জন্য যাই না কেন সেখানে সর্বপ্রথম আমাদের কাছে একটা নাম্বার জানতে চাওয়া হয়। আর সেই নাম্বার হচ্ছে পিইঞ্জ ডিগ্রি ধারীর নিবন্ধীকরণ নাম্বার। আজকের ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একটা গাইড লাইন আলোচনা করা হলো। এই আলোচনার আলোকে আমরা কিভাবে পিইঞ্জ এর জন্য নিবন্ধিত হতে পারি তা উল্লেখ করা হলো। এছাড়াও তিনি আরও বলেন, আমাদের বিপিইআরবিতে পিইঞ্জ সংক্রান্ত আরও ভালভাবে জানার জন্য বই ও ওয়ার্কশপের নির্দেশিকা পাঠের মাধ্যমে আপনারা সকলেই এরকম একটি আন্তর্জাতিকমানের ডিগ্রি অর্জনের মাধ্যমে নিজের ক্যারিয়ারকে আরও অধিক সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলতে পারবেন বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশে এ পর্যন্ত মাত্র ৩৫০ জন এর মত পিইঞ্জ ডিগ্রিধারী প্রকৌশলী আছেন এবং তিনি আশা করেন যে, আজকের আলোচনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রকৌশলীগণ পিইঞ্জ ডিগ্রি অর্জনের জন্য আগ্রহী হবেন।

ইফতার ও দোয়া মাহফিল

ঢাকা কেন্দ্রের উদ্যোগে ২৪ জুলাই, ২০১৩ আইইবি মিলনায়তনে আইইবি'র প্রয়াত প্রকৌশলীদের রূহের মাগফিরাত কামনা এবং দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনা করে ঢাকা কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক, প্রকৌশলী এ. কে. এম. শরিফুল ইসলাম (শরিফ), পিইঞ্জ, এর পরিচালনায় ইফতার ও দোয়া মাহফিল-২০১৩ অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, অধ্যাপক ড. প্রকৌ. এম. শামীম-উজ-জামান বসুনিয়া, পিইঞ্জ, প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ। এবং মাহফিলে বয়ান ও দোয়া পরিচালনা করেন বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান প্রকৌ. মু. খিজির খান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রকৌ. খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, ঢাকা কেন্দ্র, আইইবি। দোয়া শেষে বিভিন্ন প্রকৌশল সংশ্লিষ্ট দপ্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান প্রধানগণসহ উপস্থিত বিপুলসংখ্যক প্রবীণ ও নবীন প্রকৌশলীকে ইফতার পরিবেশন করা হয়।

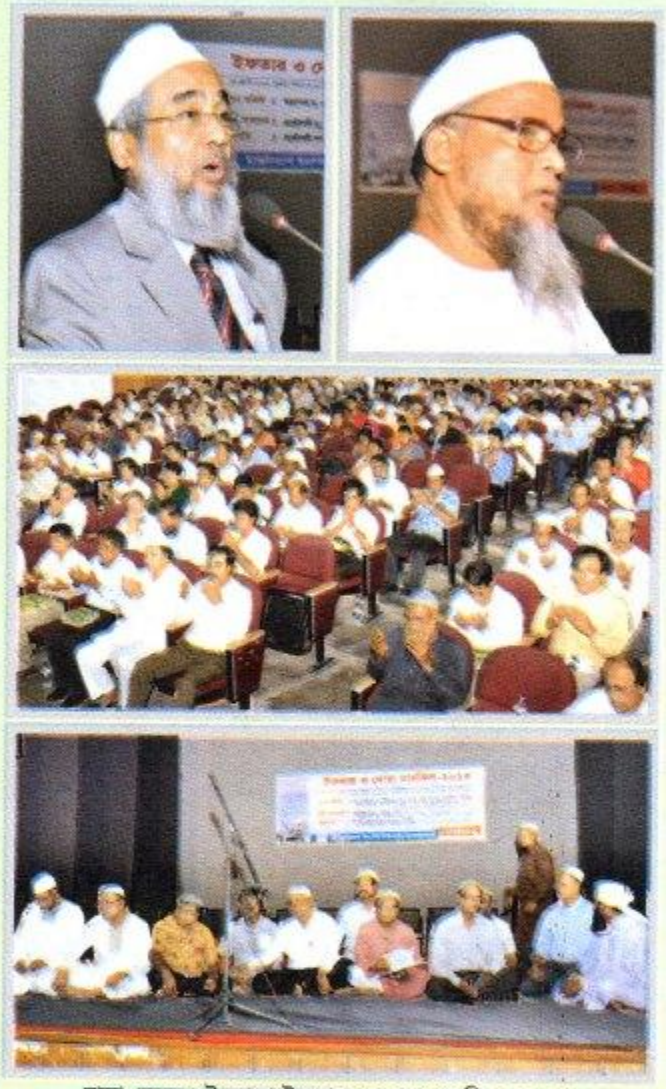

ঢাকা কেন্দ্রের উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল ২০১৩

ইঞ্জিনিয়ার্স রিক্রিয়েশন সেন্টার, ঢাকা সংবাদ

ইআরসি-এর ৬৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

ইঞ্জিনিয়ার্স রিক্রিয়েশন সেন্টার, ঢাকা-এর উদ্যোগে ৬৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ৮ জুন, ২০১৩ বিকেল ৫:০০ মি. ইআরসি'র কনফারেন্স রুমে "প্রকৌশল পেশা, ইআরসি কার্যক্রম ও সামাজিক দায়বদ্ধতা" শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ইআরসি'র নির্বাহী ভাইস চেয়ারম্যান প্রকৌ. গোলাম মোহাম্মদ আলমগীর।

প্রধান অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী প্রকৌ. গোলাম মোহাম্মদ কাদের, এমপি, বিশেষ অতিথি ছিলেন আইইবি প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক

ড. প্রকৌ. শামীম-উজ-জামান বসুনিয়া, পিইঞ্জ। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন আইইবি'র প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট প্রকৌ. এস.এম. আল হোসাইনী। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ইআরসি'র সাধারণ সম্পাদক প্রকৌ. খান আতাউর রহমান সান্টু। অনুষ্ঠানশেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়।

ইফতার ও দোয়া মাহফিল

ইঞ্জিনিয়ার্স রিক্রিয়েশন সেন্টার ঢাকা- এর উদ্যোগে ৩ আগস্ট, ২০১৩ শনিবার বিকেল ৫:৪৫ মি. ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে আইইবি, ইআরসি ও প্রকৌ. নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম কেন্দ্র

চট্টগ্রাম কেন্দ্রের ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভা

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভা ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ শনিবার সকাল ১০:০০ টায় কেন্দ্রের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌ. মোহাম্মদ হারুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভা কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়। গত বার্ষিক সাধারণ সভার পর যে সকল প্রকৌশলী সদস্য পরলোক গমন করেছেন তাঁদের সকলের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়।

বার্ষিক সাধারণ সভায় কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌ. এম. এ. রশীদ বার্ষিক কর্মকান্ডের প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। বার্ষিক প্রতিবেদনের ওপর আলোচনা করেন প্রকৌ. নিখিল রঞ্জন দাশ, প্রকৌ. এম. আলী আশরাফ, পিইঞ্জ., প্রকৌ. মনজারে খোরশেদ আলম, প্রকৌ. কাজল কান্তি চৌধুরী, প্রকৌ. মোমিনুল হক, প্রকৌ. রেজাউল করিম খান, প্রকৌ. জোবায়ের আহমেদ, প্রকৌ. প্রবীর কুমার দে, প্রকৌ. কাজী মোহাম্মদ সুফিয়ান, প্রকৌ. রফিকুল ইসলাম মানিক, প্রকৌ. তৌহিদুল আনোয়ার, প্রকৌ. সেলিম মো. জানে আলম, প্রকৌ. ইউসুফ শাহ সাজু, প্রকৌ. কাজী আরশাদুল ইসলাম, প্রকৌ. আরিফুজ্জামান ও প্রকৌ. মোঃ জালালউদ্দিনসহ আরো অনেকে। আলোচনা শেষে প্রকৌ. নিখিল রঞ্জন দাশ এর প্রস্তাব অনুসারে সম্মানী সম্পাদকের বার্ষিক প্রতিবেদন কিছু সংশোধনীসহ সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়। বার্ষিক সাধারণ সভায় ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের জন্য নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়।

৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভায় বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রের বিদায়ী চেয়ারম্যান প্রকৌ. মোহাম্মদ হারুন

বার্ষিক সাধারণ সভায় আগামী দিনগুলোতে প্রকৌশলী সমাজকে দেশ ও দশের কল্যাণে স্ব স্ব ক্ষেত্রে নিজেদের যোগ্যতা ও সৃজনশীল মেধার স্বাক্ষর রাখা এবং প্রকৌশলীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম কেন্দ্রের কর্মকান্ড বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়। রাতে র‍্যাফল ড্র অনুষ্ঠান ও বার্ষিক ভোজ-২০১২ আয়োজন করা হয়। এতে প্রকৌশলী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কনভেনশনোত্তর পুনর্মিলনী

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ মঙ্গলবার কেন্দ্রের মিলনায়তনে ৫৪তম কনভেনশনোত্তর পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌ. মোহাম্মদ হারুন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কনভেনশনোত্তর পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইইবি প্রেসিডেন্ট ও রাজউকের চেয়ারম্যান প্রকৌ. মোঃ নুরুল হুদা। কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌ. এম. এ. রশীদ এর সঞ্চালনায় আয়োজিত পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ভাইস-চেয়ারম্যান (অ্যাকা. অ্যান্ড এইচআরডি) প্রকৌ. রশীদ আহমেদ চৌধুরী এবং শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ভাইস-চেয়ারম্যান (অ্যাডমিন. প্রফেশ. অ্যান্ড এসডব্লিউ) প্রকৌ. সাদেক মোহাম্মদ চৌধুরী।

পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন প্রকৌ. মো. নুরুল হুদা।

আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত ৫৪তম কনভেনশন আয়োজনের জন্য গঠিত বিভিন্ন কমিটি ও উপ-কমিটির আহ্বায়ক, যুগ্ম আহ্বায়ক, সদস্য-সচিব, যুগ্ম সদস্য সচিব ও সদস্যরা এতে অংশগ্রহণ করেন। আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি, বিভিন্ন কমিটির আহ্বায়ক ও সদস্য-সচিবদের ক্রেস্ট এবং অন্যান্য সদস্যদের সনদ ও উপহার প্রদান করা হয়। এছাড়া কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌ. মোহাম্মদ হারুন নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দকে ক্রেস্ট এবং ইআরসি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের কর্মকর্তাবৃন্দ, বিজ্ঞাপন দাতা, স্পন্সর এবং সুহৃদ পরিষদের সদস্য-সচিবকে এ সময়ে তাঁর পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের উপহার প্রদান করা হয়। কেন্দ্রের প্রাক্তন নির্বাহী কর্মকর্তাবৃন্দ ও কাউন্সিল সদস্যগণ পুনর্মিলনীতে উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, ২৩ জানুয়ারি থেকে ২৯ জানুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ এর ৫৪তম জাতীয় কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কনভেনশন উদ্বোধন করেন।

নব-নির্বাচিত নির্বাহী কমিটি ও কাউন্সিলের দায়িত্ব গ্রহণ

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) চট্টগ্রাম কেন্দ্রের ২০১৩-২০১৪ মেয়াদের নির্বাচিত নির্বাহী কমিটি ও কাউন্সিল ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ আনুষ্ঠানিকভাবে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। কেন্দ্রের সেমিনার কক্ষে আয়োজিত ৪২তম বার্ষিক মুলতবি সাধারণ সভা শেষে কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌ. মোহাম্মদ হারুন আনুষ্ঠানিকভাবে চট্টগ্রাম কেন্দ্রের চাবি আগামী দুই বছরের জন্য নব-নির্বাচিত চেয়ারম্যান প্রকৌ. মনজারে খোরশেদ আলম-এর কাছে হস্তান্তর করেন। এ সময় নবনির্বাচিত ভাইস-চেয়ারম্যান (অ্যাকা. অ্যান্ড এইচআরডি) প্রকৌ. মোহাম্মদ রফিকুল আলম, ভাইস-চেয়ারম্যান (অ্যাডমিন. প্রফেশ. অ্যান্ড এসডব্লিউ) প্রকৌ. এম. এ. রশীদ এবং সম্মানী সম্পাদক প্রকৌ. উদয় শেখর দত্ত উপস্থিত ছিলেন। এর আগে আইইবি চট্টগ্রাম কেন্দ্রের নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তাবৃন্দ নব-নির্বাচিত নির্বাহী কর্মকর্তাদের ফুলেল শুভেচ্ছাসহ ব্যাজ পরিয়ে তাদের নিজ নিজ পদে অধিষ্ঠিত করেন। নির্বাহী কমিটির নতুন কর্মকর্তারাও বিদায়ী কর্মকর্তাদের পুষ্পস্তবক প্রদান করেন এবং ব্যাজ পরিয়ে দেন।

এ উপলক্ষে সন্ধ্যা ৭ টায় আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের ৪২তম বার্ষিক মুলতবি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রের বিদায়ী চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোহাম্মদ হারুন এতে সভাপতিত্ব করেন। সাধারণ সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হয় এবং নব-নির্বাচিত নির্বাহী কর্মকর্তা ও কাউন্সিল সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। একইসাথে কেন্দ্রের রিক্রিয়েশন সেন্টার (ইআরসি) এর ফলাফল ঘোষণা ও নব-নির্বাচিত কর্মকর্তাদেরও পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। মুলতবি সাধারণ সভা শেষে বিদায়ী কর্মকর্তারা নবনির্বাচিত কর্মকর্তাদের তাঁদের নির্ধারিত কক্ষে নির্দিষ্ট আসনে বসিয়ে দেন। রাতে নব-নির্বাচিত কর্মকর্তা ও বিদায়ী কর্মকর্তাবৃন্দ কেন্দ্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক দিয়ে নব-নির্বাচিত চেয়ারম্যান প্রকৌ. মনজারে খোরশেদ আলমকে বরণ এবং বিদায়ী চেয়ারম্যান প্রকৌ. মোহাম্মদ হারুনকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। এ সময় কয়েকজন প্রাক্তন চেয়ারম্যানসহ প্রবীণ প্রকৌ. সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

অধ্যাপক প্রকৌশলী মোহাম্মদ রফিকুল আলম-কে সংবর্ধনা

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (অ্যাকা. অ্যান্ড এইচআরডি) অধ্যাপক প্রকৌ. মোহাম্মদ রফিকুল আলম-কে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট)

অধ্যাপক প্রকৌ. মোহাম্মদ রফিকুল আলম- কে সংবর্ধনা।

এর উপ-উপাচার্য পদে নিয়োগ প্রদান করায় আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের নির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। এ উপলক্ষে ৯ মার্চ শনিবার সন্ধ্যায় আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের কমিটি রুমে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাঁকে পুষ্পস্তবক দিয়ে অভিনন্দিত করা হয়। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌ. মনজারে খোরশেদ আলম, ভাইস-চেয়ারম্যান (অ্যাডমিন. প্রফেশ. অ্যান্ড এসডব্লিউ) প্রকৌ. এম. এ. রশীদ ও সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী উদয় শেখর দত্ত উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য যে, অধ্যাপক প্রকৌ. মোহাম্মদ রফিকুল আলম-কে সরকার সম্প্রতি চুয়েটের উপ-উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। তিনি এই পদে প্রথম নিয়োগপ্রাপ্ত।

'ইঞ্জিনিয়ার্স ডে' উপলক্ষে কর্মসূচির উদ্বোধন ও র‍্যালি

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ-এর ৬৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে তিনদিনব্যাপী বর্ণাঢ্য কর্মসূচির আওতায় ০৭ মে ২০১৩ মঙ্গলবার সকালে কেন্দ্র চত্বরে জাতীয় পতাকা ও আইইবি'র পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিনের কর্মসূচি শুরু হয়। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌ. মনজারে খোরশেদ আলম জাতীয় পতাকা এবং কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌ. উদয় শেখর দত্ত কেন্দ্রের পতাকা উত্তোলন করেন। পরে বেলুন ও ফেস্টুন উড়িয়ে ইঞ্জিনিয়ার্স ডে'র কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

৬৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে চট্টগ্রাম কেন্দ্র আয়োজিত বর্ণাঢ্য র‍্যালি

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে কেন্দ্র থেকে ব্যান্ড পার্টি, ঘোড়ারগাড়ি ও রং-বেরংয়ের ফেস্টুনসহ এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়কসমূহ প্রদক্ষিণ শেষে প্রেস ক্লাব চত্বরে এসে শেষ হয়। র‍্যালিতে কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌ. মনজারে খোরশেদ আলম, কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (অ্যাকা. অ্যান্ড এইচআরডি) অধ্যাপক প্রকৌ. মোহাম্মদ রফিকুল আলম এবং কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌ. উদয় শেখর দত্তসহ বিপুলসংখ্যক প্রকৌ. অংশগ্রহণ করেন। রাতে আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্র মিলনায়তনে পুরস্কার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রকৌশলী ও প্রকৌ. পরিবারের সদস্যরা গান ও নৃত্য পরিবেশন করেন। ইঞ্জিনিয়ার্স ডে উপলক্ষে আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্র ভবনকে মনোরমভাবে আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয়।

এছাড়া ইঞ্জিনিয়ার্স ডে উপলক্ষে ১৬ মে ২০১৩ বিকেলে গোলটেবিল বৈঠক এবং রাতে আমন্ত্রিত শিল্পীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন ১৭ মে ২০১৩ বিকেলে রক্তদান কর্মসূচি এবং রাতে কেন্দ্রের সম্মানিত প্রাক্তন নির্বাহীদের সংবর্ধনা, প্রাক্তন কর্মকর্তাবৃন্দসহ প্রবীণ ও বিশিষ্ট প্রকৌশলীদের স্মৃতিচারণসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়েছে।

বাংলা নববর্ষ উদযাপন

বাংলা ১৪২০ নববর্ষকে বরণ উপলক্ষে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, (আইইবি), চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে কেন্দ্রের মিলনায়তনে পহেলা বৈশাখ ১৪২০ (১৪ এপ্রিল ২০১৩) রোববার দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়।

কর্মসূচীর শুরুতে কেন্দ্রের সদস্যদের সাথে নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌ. মনজারে খোরশেদ আলম, ভাইস-চেয়ারম্যান অধ্যাপক প্রকৌ. মোহাম্মদ রফিকুল আলম, ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌ. এম এ রশীদ এবং সম্মানী সম্পাদক প্রকৌ. উদয় শেখর দত্ত। কেন্দ্রের প্রকৌ. সদস্য এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যরা চিরায়ত বাঙালি সাজে সজ্জিত হয়ে নববর্ষের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। রংবেরংয়ের পোশাকে সজ্জিত বিপুলসংখ্যক উপস্থিতি অনুষ্ঠানকে আকর্ষণীয় করে তোলে। সুন্দর বাঙালি সাজের জন্য বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা রাখা হয়।

নববর্ষের অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রকৌশলী পরিবারের সদস্যরা বাঙালির ঐতিহ্যবাহী সুস্বাদু পিঠাপুলি, ক্ষীর, পায়েস এবং হাতে করা বাটিক বুটিকের স্টল স্থাপন করেন। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌ. মনজারে খোরশেদ আলম সকাল সাড়ে নয়টায় বৈশাখী খাদ্য ও খাদ্য মেলার উদ্বোধন করেন। এছাড়া বাঙালির অতি প্রিয় খাবার পানতা ইলিশ ও ঘরের তৈরী চটপটি এবং বিভিন্ন ধরনের লোভনীয় ভর্তা, ভাজি ও মাছ পরিবেশন করা হয়। নববর্ষ উপলক্ষে প্রকৌশলী গৃহিণী ও সন্তানদের অংশগ্রহণে আলপনা আঁকা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত মেহেদী উৎসবে কিশোরী ও তরুণীরা প্রবল আনন্দে অংশগ্রহণ করে। তারা নিজেদের হাতকে মনের মাধুরী মিশিয়ে নানা রকম নকশায় সাজিয়ে তোলে।

বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করছেন প্রকৌ. পরিবারের ক্ষুদে শিল্পীরা।

নববর্ষকে আবাহন করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন প্রকৌশলী পরিবারের সদস্যবৃন্দ এবং চট্টগ্রাম বেতার ও টেলিভিশনের বিশিষ্ট শিল্পীরা লোকজ গান পরিবেশন এবং পুঁথি পাঠ করে উপস্থিত শ্রোতা ও দর্শকদের মুগ্ধ করেন।

পরে নববর্ষ বরণ উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও স্টলদাতাদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। প্রকৌশলী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরাসহ বিপুলসংখ্যক লোক নববর্ষের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌ. উদয় শেখর দত্ত।

সেমিনারে বিএসআরএম চেয়ারম্যান

'টেকসই উন্নয়নের জন্য মানসম্পন্ন সামগ্রীর ব্যবহার অত্যন্ত জরুরি'

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে দি কনসেপ্ট অব ডিউর‍্যাবল কংক্রিট শীর্ষক এক সেমিনার ২৯ এপ্রিল ২০১৩ সোমবার সন্ধ্যায় কেন্দ্রের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌ. মনজারে খোরশেদ আলম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিল্পপতি ও বিএসআরএম এর চেয়ারম্যান জনাব আলীহোসেন আকবরআলী। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রকৌশলী ড. জি. এম. সাদিকুল ইসলাম। কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌ. উদয় শেখর দত্ত এর উপস্থাপনায় সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (অ্যাকা. অ্যান্ড এইচআরডি) অধ্যাপক প্রকৌ. মোহাম্মদ রফিকুল আলম এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ভাইস-চেয়ারম্যান (অ্যাডমিন. প্রফেশ. অ্যান্ড এসডব্লিউ) প্রকৌ. এম. এ. রশীদ।

সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএসআরএম এর চেয়ারম্যান জনাব আলীহোসেন আকবরআলী, এফসিএ, সিআইপি

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনাব আলীহোসেন আকবরআলী বলেন, সাভার ট্রাজেডি থেকে আমাদের প্রত্যেকেরই শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। কেননা ভয়াবহ দুর্ঘটনার জন্য প্রকৌশলী, মালামাল সরবরাহকারী, নির্মাণকারী, নির্মাণ তদারককারী প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় প্রশাসনসহ সকলেই কিছুনা কিছু দায়ী। তিনি বলেন, সাভার ট্রাজেডির প্রেক্ষাপটে সেমিনারের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সকল নির্মাণ কাজে কংক্রিট হচ্ছে মৌলিক উপাদান, টেকসই কংক্রিট পানি ও ক্লোরাইড এর প্রবেশ নিরোধ করে ভবনের স্টীল সামগ্রীর ক্ষয়কে প্রতিহত করে সংশ্লিষ্ট স্থাপনাকে নিরাপদ ও শক্তিশালী করে। প্রধান অতিথি বলেন, মেধাসম্পন্ন প্রকৌশলীরা তাঁদের গবেষণার মাধ্যমে মানসম্পন্ন সামগ্রীর মূল্য কমিয়ে জাতীয় অর্থনীতিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারেন। উন্নতমানের সামগ্রীর দাম কমিয়ে আনতে সক্ষম হলে মানুষের কাছে নিম্নমান সামগ্রীর চাহিদা কমে যাবে। তিনি আরও বলেন, শিল্পায়ন ও প্রযুক্তি খাতে টেকসই উন্নয়নের জন্য মানসম্পন্ন সামগ্রীর ব্যবহার অত্যন্ত জরুরি। তিনি বলেন, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম কেন্দ্র নবীন প্রকৌশলীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উন্নতমানের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলে বিএসআরএম সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিবেন।

মূল প্রবন্ধে প্রকৌ. ড. জি. এম. সাদিকুল ইসলাম বলেন, উন্নত বিশ্বে প্রযুক্তির মানসম্পন্ন নির্মাণ সামগ্রীর মাধ্যমে সংমিশ্রিত কংক্রিট ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আমাদের দেশে সনাতন পদ্ধতিতে কংক্রিট মেশানোর কারণে গুণগতমান নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। তিনি বলেন, কংক্রিটের একটি ডিজাইন মেয়াদ থাকে। কিন্তু সংরক্ষণ ও নির্মাণ দুর্বলতার কারণে পানি শোষন, রাসায়নিক বিক্রিয়া ও প্রাকৃতিক আঘাতের মাধ্যমে নির্ধারিত মেয়াদের আগে নির্মাণ ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। তিনি আরো বলেন, যেকোন ভবনের স্ট্রাকচারাল কমপোনেন্টের ত্রুটি ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। এজন্য প্রকৌশলীসহ সকল মহলের সচেতনতা তৈরী করা একান্ত আবশ্যক।

কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌ. মনজারে খোরশেদ আলম সেমিনারের শেষ পর্যায়ে প্রধান অতিথি ইস্পাত শিল্পের কর্নধার জনাব আলীহোসেন আকবরআলী এবং মূল প্রবন্ধকার প্রকৌ. ড. জি. এম. সাদিকুল ইসলামকে আইইবি'র পক্ষ থেকে ক্রেস্ট প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রকৌশলীদের অনেকেই প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সেমিনার আয়োজনের জন্য মূল প্রবন্ধকার ও আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের নির্বাহী কমিটিকে ধন্যবাদ জানান। সেমিনারে বিপুলসংখ্যক প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন।

এএমআইই কোর্সের ৬৬তম ব্যাচের উদ্বোধন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত এসোসিয়েট মেম্বার ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স (এএমআইই) কোর্সের ৬৬তম ব্যাচের উদ্বোধন অনুষ্ঠান ২৩ জুন ২০১৩ রোববার সন্ধ্যা ৭:০০টায় কেন্দ্রের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। এএমআইই পাঠক্রম পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা কমিটির আহ্বায়ক প্রকৌ. মাকসুদুর রহমান এর সভাপতিত্বে এবং কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌ. উদয় শেখর দত্ত এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌ. মনজারে খোরশেদ আলম এবং

এএমআইই কোর্সের ৬৬তম ব্যাচের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌ. মনজারে খোরশেদ আলম

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (অ্যাকা. অ্যান্ড এইচআরডি) অধ্যাপক প্রকৌ. মোহাম্মদ রফিকুল আলম ও ভাইস-চেয়ারম্যান (অ্যাডমিন. প্রফেশ. অ্যান্ড এসডব্লিউ) প্রকৌ. এম. এ. রশীদ। প্রধান অতিথি প্রকৌ. মনজারে খোরশেদ আলম, তাঁর বক্তৃতায় বলেন, যেসব মেধাবী ছাত্র ছাত্রী নানা কারণে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা হিসাবে প্রকৌশলে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করতে পারেন নাই তাঁদের ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সমতুল্য এএমআইই ডিগ্রি লাভের জন্য আইইবি'র পক্ষ থেকে এই সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনি স্বল্প খরচে আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের এএমআইই কোর্সের সোনালী সুযোগ গ্রহণ করার জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথি কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (অ্যাকা. অ্যান্ড এইচআরডি) অধ্যাপক প্রকৌ. মোহাম্মদ রফিকুল আলম বলেন, এএমআইই ডিগ্রিকে অর্থবহ, মানসম্মত ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে এএমআইই ক্লাশে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদানে সনাতন পদ্ধতি পরিহার করে আগামীতে ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাঠদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। বিশেষ অতিথি কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (অ্যাডমিন. প্রফেশ. অ্যান্ড এসডব্লিউ) প্রকৌ. এম. এ. রশীদ বলেন, এএমআইই কোর্সকে সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে আইইবি শুধুমাত্র চট্টগ্রাম কেন্দ্রে চুয়েট ও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা এএমআইই কোর্স পরিচালনা করা হয়ে থাকে। তিনি এএমআইই কোর্স পরিচালনা এবং শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় সহায়তার আশ্বাস দেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এএমআইই পাঠক্রম পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক প্রকৌ. প্রবীর কুমার দে, এএমআইই পাঠক্রম পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষ থেকে প্রকৌ. মো. মাহে আলম এবং কেন্দ্রের সদ্য প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রকৌ. মোহাম্মদ হারুন। ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন মো. সেলিম। অনুষ্ঠানে প্রধান ও বিশেষ অতিথিদ্বয়কে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। অনুষ্ঠানে ৬৬তম ব্যাচের বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন।

নেটওয়ার্ক আর্চ ব্রীজ নির্মাণ শীর্ষক সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (আইইবি) চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য সুরক্ষায় নেটওয়ার্ক আর্চ ব্রীজ নির্মাণ শীর্ষক এক সেমিনার ০৪ জুলাই ২০১৩ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কেন্দ্রের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌ. মনজারে খোরশেদ আলম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এর পুরকৌশল বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. প্রকৌ. হযরত আলী। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডিজাইন প্ল্যানিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (ডিপিএম) কনসালট্যান্টস লি. এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌ. এম. এ. সোবহান, পিইঞ্জ.। কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌ. উদয় শেখর দত্ত এর উপস্থাপনায় সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (অ্যাকা. অ্যান্ড এইচআরডি) অধ্যাপক প্রকৌ. মোহাম্মদ রফিকুল আলম এবং ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন ভাইস-চেয়ারম্যান (অ্যাডমিন. প্রফেশ. অ্যান্ড এসডব্লিউ) প্রকৌ. এম. এ. রশীদ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক ড. প্রকৌ. হযরত আলী বলেন, এদেশের নদীগুলো প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে এবং অবৈজ্ঞানিকভাবে ব্যবহার করে নদীর নাব্যতা হ্রাস করা হচ্ছে শুধু তাই নয়, বিভিন্নভাবে পরিবেশের ধ্বংস করা হচ্ছে। তিনি দেশের প্রতিটি মানুষকে পরিবেশ সম্পর্কে আরো সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান। প্রধান অতিথি নেটওয়ার্ক আর্চ ব্রীজের উদ্ভাবিত এই তত্ত্ব আরো গবেষণার মাধ্যমে এদেশে প্রয়োগ করা হলে পরিবেশ সুরক্ষার মাধ্যমে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করা যেতে পারে বলে মত দেন।

সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন চুয়েটের পুরকৌশল বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. প্রকৌ. হযরত আলী

মূল প্রবন্ধকার প্রকৌ. এম এ সোবহান বলেন, নেটওয়ার্ক আর্চ ব্রিজ বাংলাদেশের নদীগুলোতে নির্মাণ করা হলে পরিবেশ বান্ধব যেমন হবে প্রাকৃতিক ভারসাম্যও রক্ষা করা যাবে। তিনি আরো বলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নেটওয়ার্ক আর্চ ব্রিজ নির্মাণ সফল হয়েছে। নেটওয়ার্ক আর্চ ব্রিজ নির্মাণ করা হলে অর্থের সাশ্রয় হবে। তিনি বলেন, একাধিক কলাম দিয়ে তৈরী প্রচলিত ব্রিজের কারণে নদীর নাব্যতা যেমন কমে যাচ্ছে তেমনি প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। নেটওয়ার্ক আর্চ ব্রিজ নদীমাতৃক বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত উপযোগী হবে বলে তিনি মনে করেন। প্রবন্ধকার আরো বলেন, মিঠাপানির বিভিন্ন প্রজাতির মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত চট্টগ্রামের হালদা নদী প্রচলিত পিলার দ্বারা নির্মিত সেতুর কারণে দিন দিন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তিনি আরো বলেন, নেটওয়ার্ক আর্চ ব্রীজের নকশা দৃষ্টি নন্দন করে ডিজাইন করা হলে আর্চ ব্রিজের আশে-পাশে এলাকাগুলোকে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবেও গড়ে তোলা যেতে পারে। নেটওয়ার্ক আর্চ ব্রীজের নকশা এবং নির্মাণ কার্যক্রম যথাযথভাবে অনুসরণ করা হলে এ ধরনের ব্রীজ দীর্ঘস্থায়ী হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। সেমিনারে অন্যান্যের মাঝে আরো বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রকৌশলী জ.স.ম বখতিয়ার, প্রকৌ. এম. আলী আশরাফ, পিইঞ্জ., প্রকৌ. মোহাম্মদ হারুন, কেন্দ্রের ভাইস চেয়ারম্যান প্রকৌ. এ এস এম নাসিরুদ্দিন চৌধুরী, পিইঞ্জ., প্রকৌশলী সাদেক মোহাম্মদ চৌধুরী ও প্রকৌ. রফিকুল ইসলাম মানিক।

অনুষ্ঠানে প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করেন প্রকৌ. তোফাজ্জল আহমদ, প্রকৌ. আব্দুল জলিল, প্রকৌ. জি এম সাদিকুল ইসলাম প্রমুখ। বক্তারা সময়োপযোগী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সেমিনার আয়োজনের জন্য আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের নির্বাহী কমিটিকে ধন্যবাদ জানান।

কারিগরি আলোচনা অনুষ্ঠান

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে পিএলসি, টাচ প্যানেল অ্যান্ড ফ্যাক্টরী অটোমেশন বিষয়ে এক কারিগরি আলোচনা অনুষ্ঠান ০৪ জুন, ২০১৩ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কেন্দ্রের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌ. মনজারে খোরশেদ আলম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কারিগরি আলোচনায় মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন জাপানের মিৎসুবিশি ইলেকট্রিক কর্পোরেশনের জেনারেল ম্যানেজার সাতোমি ইয়ামাউচি। কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌ. উদয় শেখর দত্ত এর উপস্থাপনায় আলোচনা অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (অ্যাকা. অ্যান্ড এইচআরডি) অধ্যাপক প্রকৌ. মোহাম্মদ রফিকুল আলম এবং ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন ভাইস-চেয়ারম্যান (অ্যাডমিন. প্রফেশ. অ্যান্ড এসডব্লিউ) প্রকৌ. এম. এ. রশীদ।

সফররত জাপানের মিৎসুবিশি ইলেকট্রিক কর্পোরেশনের জেনারেল ম্যানেজার সাতোমি ইয়ামাউচি মূল বক্তব্যে বলেন, পিএলসি ও টাচ প্যানেল শিল্প প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটিং টেকনোলজির মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের অনেক বেশি সহজতর প্রযুক্তি সুবিধা প্রদান করে থাকে। তিনি জানান, শিল্প প্রযুক্তিতে ব্যাপকভাবে টাচ প্যানেল পিসি কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়ে থাকে, এর মাধ্যমে ক্রেতারা অতি সহজে ক্রয়কৃত দ্রব্যের বিভিন্ন তথ্য এবং সমস্যাসমূহের কারিগরি সমাধান দ্রুত পেতে পারেন।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন জাপানের মিৎসুবিশি ইলেকট্রিক কর্পোরেশনের জেনারেল ম্যানেজার সাতোমি ইয়ামাউচি

কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌ. মনজারে খোরশেদ আলম সভাপতির বক্তব্যে বলেন, প্রকৌশলীদের জন্য এই আলোচনা সভা অত্যন্ত মূল্যবান হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। তিনি বলেন, শিল্প কারখানায় অটোমেশন সিস্টেমে এইসব পিএলসি এবং টাচ প্যানেল এর ব্যবহার দিন দিন বেড়ে চলেছে। কিন্তু এই অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতিসমূহ পরিচালনা ও মেরামত কাজের জন্য যথেষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রকৌশলীর অভাব এখনো রয়েছে। এই আলোচনা অনুষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান ও উপলব্ধি চট্টগ্রামের প্রকৌশলীদের এই শূন্যতা পূরণে অনেকাংশে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সম্যক ধারণা প্রদানের জন্য সাতোমি ইয়ামাউচি-কে ধন্যবাদ জানান।

কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌ. মনজারে খোরশেদ আলম আলোচনার শেষ পর্যায়ে মূল আলোচক জাপানের মিৎসুবিশি ইলেকট্রিক কর্পোরেশনের জেনারেল ম্যানেজার সাতোমি ইয়ামাউচি-কে আইইবি'র পক্ষ থেকে ক্রেস্ট প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রকৌশলীরা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং সময়োপযোগী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কারিগরি আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য মূল প্রবন্ধকার ও আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের নির্বাহী কমিটিকে ধন্যবাদ জানান। কারিগরি আলোচনা অনুষ্ঠানে বিপুলসংখ্যক প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন।

ইফতার মাহফিল

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ , চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে ২৭ জুলাই ২০১৩ শনিবার বাদ আছর কেন্দ্রের মিলনায়তনে মাহে রমজানের তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনা সভা, মুনাজাত ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট)-এর উপাচার্য অধ্যাপক ড. প্রকৌ. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ-এর ভাইস-প্রেসিডেন্ট প্রকৌ. মো. আব্দুস সবুর। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিডিএ জামে মসজিদে (মেহেদীবাগ)র খতিব মাওলানা গিয়াস উদ্দিন তালুকদার। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌ. মনজারে খোরশেদ আলম এতে সভাপতিত্ব করেন। কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌ. উদয় শেখর দত্ত এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (অ্যাকা. অ্যান্ড এইচআরডি) অধ্যাপক প্রকৌ. মোহাম্মদ রফিকুল আলম ও ভাইস-চেয়ারম্যান (অ্যাডমিন. প্রফেশ. অ্যান্ড এসডব্লিউ) প্রকৌশলী এম. এ. রশীদ ।

প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন অধ্যাপক ড. প্রকৌ. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম

প্রধান অতিথি প্রকৌ. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, তাঁর বক্তব্যে বলেন, রমজানুল মোবারক মুসলমানদের জন্য খোদা ভীতি অর্জনের মাস। মাসব্যাপী সিয়াম সাধনার মধ্য দিয়ে মুসলমানগণ সারা বছরব্যাপী প্রতিটি কর্মকান্ডে সংযমশীলতা, সহিষ্ণুতা এবং একে অপরের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ বৃদ্ধি করে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখতে পারে। তিনি বলেন, রমজান হচ্ছে আত্মোপলব্ধি ও আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে পরিত্রাণের অপূর্ব সুযোগ। বিশেষ অতিথি প্রকৌ. মো. আব্দুস সবুর বলেন, সিয়াম সাধনার মাধ্যমে মুসলমানগণ আত্মশুদ্ধির শিক্ষা যেমন

লাভ করতে পারেন তেমনি সাম্যের পতাকা উর্ধে তুলে ধরে বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখতে পারেন।

আলোচনা সভা শেষে দেশ, জাতি এবং মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ ও সংহতি কামনা করে বিশেষ মুনাজাত করা হয়। আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে আমন্ত্রিত সুধিমন্ডলী, সাংবাদিক, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং পরিবারের সদস্যসহ বিপুলসংখ্যক প্রকৌ. উপস্থিত ছিলেন।

৬৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সংবর্ধনা ও স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠান

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ-এর ৬৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে ১১ জুন ২০১৩ মঙ্গলবার প্রাক্তন নির্বাহীদের সংবর্ধনা ও স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌ. মনজারে খোরশেদ আলম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. প্রকৌ. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম। কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌ. উদয় শেখর দত্ত এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা ও স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানে এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইইবি'র ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) প্রকৌশলী খান মনজুর মোরসেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসঅ্যান্ডডব্লিউ) প্রকৌ. মোঃ আব্দুস সবুর এবং সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌ. মিয়া মুহাম্মদ কাইউম। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য এবং কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (অ্যাকা. অ্যান্ড এইচআরডি) অধ্যাপক প্রকৌ. মোহাম্মদ রফিকুল আলম ও ভাইস-চেয়ারম্যান (অ্যাডমিন. প্রফেশ. অ্যান্ড এসডব্লিউ) প্রকৌ. এম. এ. রশীদ। অনুষ্ঠানের শুরুতে উপস্থিত কেন্দ্রের প্রাক্তন চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান ও সম্মানী সম্পাদকবৃন্দকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও উত্তরীয় পরিয়ে দেয়া হয়। এছাড়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিদের ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

প্রধান আতাথর বক্তব্য রাখছেন
চুয়েট-এর উপাচার্য অধ্যাপক ড. প্রকৌ. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম

প্রধান অতিথির বক্তব্যে চুয়েটের ভিসি ড. জাহাঙ্গীর বলেন, দেশের বিভিন্ন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ থেকে যেসব তরুণ প্রকৌশলী বেরিয়ে আসছে উপযুক্ত ও বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আইইবিকে দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি বলেন, মানুষের জন্য সুপেয় পানিসহ নাগরিক সকল সুবিধা সম্বলিত পরিকল্পিত নগর গড়ে তোলায় প্রকৌশলীদের ভূমিকা সবচেয়ে বেশী। তিনি আরো বলেন, নাগরিক সভ্যতার নামে অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠা কংক্রিটের জঙ্গল ও দালান তৈরী এবং ভেঙ্গে ও হেলে পড়ার মত মারাত্মক দুর্ঘটনার জন্য প্রকৌশলীরা জবাবদিহিতার বাইরে থাকতে পারেন না। প্রধান অতিথি আগামী দিনগুলোতে পরিকল্পিত নগর গড়ে তোলাসহ নগরবাসীর জন্য বিভিন্ন নাগরিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য প্রকৌশলী সমাজকে এগিয়ে আসার আহবান জানান। তিনি সকল পর্যায়ে স্নাতক প্রকৌশলীদের স্বার্থ সুরক্ষায় ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান।

সংবর্ধনা সভায় বক্তব্য প্রদান করেন আইইবি'র প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট প্রকৌ. আ ন হ আখতার হোসেন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট প্রকৌ. খান মনজুর মোরসেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট প্রকৌ. মো. আব্দুস সবুর, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌ. মিয়া মুহাম্মদ কাইউম। স্মৃতিচারণ করে বক্তব্য রাখেন, কেন্দ্রের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রকৌ. এ এম এম জিয়া হোসাইন, প্রকৌ. জ.স.ম বখতেয়ার, প্রকৌ. মো. শাহজাহান, প্রকৌ. এম. আলী আশরাফ, পিইঞ্জ., প্রকৌ. মোঃ দেলোয়ার হোসেন, পিইঞ্জ., ও প্রকৌ. মো. হারুন এবং প্রাক্তন সম্মানী সম্পাদক প্রকৌ. লিয়াকত হোসেন বড়ভুঁইয়া।

সবশেষে চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেজবান এবং র‍্যাফল ড্র এর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

দূষণমুক্ত কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ শীর্ষক এক সেমিনার ০২ জুন ২০১৩ রোববার সন্ধ্যায় কেন্দ্রের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌ. মনজারে খোরশেদ আলম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম ওয়াসা'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রকৌ. এ কে এম ফজলুল্লাহ। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের যন্ত্রকৌশল বিভাগের সহকারী অধ্যাপক প্রকৌ. আবু সাদাত মোঃ সায়েম। কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌ. উদয় শেখর দত্ত এর উপস্থাপনায় সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (অ্যাকা. অ্যান্ড এইচআরডি) অধ্যাপক প্রকৌ. মোহাম্মদ রফিকুল আলম এবং ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন ভাইস-চেয়ারম্যান (অ্যাডমিন. প্রফেশ. অ্যান্ড এসডব্লিউ) প্রকৌ. এম. এ. রশীদ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রকৌ. এ কে এম ফজলুল্লাহ বলেন, বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে হলে শিল্পবান্ধব পরিবেশ তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ, গ্যাসসহ সকল জ্বালানি উৎপাদন এবং নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, কয়লা সহজলভ্য এবং সস্তা হওয়ায় বাংলাদেশে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুতের একটি অন্যতম উৎস হতে পারে।

প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন প্রকৌ. এ কে এম ফজলুল্লাহ

তিনি বলেন, দূষণমুক্ত কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। তিনি আরো বলেন, আধুনিক ইএসপি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিবেশ দূষণের মাত্রা অনেকটা কমানো যেতে পারে। প্রধান অতিথি বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন সম্পর্কে অপপ্রচারের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে এগিয়ে আসার জন্য প্রকৌশলীদের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রকৌ. আবু সাদাত মো. সায়েম পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে তাঁর প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তিনি জানান, বাংলাদেশের চাহিদার তুলনায় বিদ্যুৎ উৎপাদন অপ্রতুল। কয়লা সস্তা হওয়ায় জাতীয় উন্নয়নে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, ইএসপি একটি কার্যকর দূষণ প্রতিরোধক ও বাস্তবভিত্তিক প্রযুক্তি বিধায় এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে অল্প খরচে পরিবেশ বান্ধব কয়লাভিত্তিক বিদুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলা সম্ভব। তিনি দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানোর জন্য কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের বিপক্ষে উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচারের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা তৈরীর জন্য প্রকৌশলীদের এগিয়ে আসার আহবান জানান।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রকৌশলীদের মধ্য থেকে দৈনিক যায় যায় দিন সম্পাদক প্রকৌ. কাজী রুকুনুদ্দিন আহমদ, কেন্দ্রের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রকৌ. এম. আলী আশরাফ, পিইঞ্জ. প্রকৌ. মোঃ আনোয়ার সাদাত, প্রকৌ. রফিকুল ইসলাম, প্রকৌশলী সাইদুর রহমান, প্রকৌশলী মো. ইউসুফ, প্রকৌ. নুরুল আবছার, ড. প্রকৌ. জি এম সাদিকুল ইসলাম, প্রকৌ. জোবায়ের আহমেদ, প্রকৌ. প্রবীর কুমার দে প্রমূখ প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করেন এবং সময়োপযোগী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সেমিনার আয়োজনের জন্য মূল প্রবন্ধকার ও আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের নির্বাহী কমিটিকে ধন্যবাদ জানান। সেমিনারে বিপুলসংখ্যক প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন।

ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ এর বিজ্ঞাপনের হার

প্রথম প্রচ্ছদ ইনার চার রং ছাপা	১,০০,০০০/-
শেষ প্রচ্ছদ চার রং ছাপা	২,০০,০০০/-
শেষ প্রচ্ছদ ইনার চার রং ছাপা	১,০০,০০০/-
পূর্ণ পৃষ্ঠা চার রং ছাপা	৭৫,০০০/-
অর্ধ পৃষ্ঠা চার রং ছাপা	৪০,০০০/-

খুলনা কেন্দ্র

আইইবি খুলনা কেন্দ্র ও যন্ত্রকৌশল বিভাগের যৌথ উদ্যোগে সেমিনার

আইইবি খুলনা কেন্দ্র ও আইইবি যন্ত্রকৌশল বিভাগের যৌথ উদ্যোগে Safety Assurance in the Industries of Bangladesh শীর্ষক কারিগরি সেমিনার ২৭ জুন ২০১৩ বিকাল ৫ টায় খুলনা কেন্দ্রের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারের শুরুতে কাউন্সিল সদস্য খুলনা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এম এম আব্দুল গোফরান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সেমিনারে আইইবি প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী এম. শামীম উজ-জামান বসুনিয়া, পিইঞ্জ প্রধান অতিথি এবং আইইবি'র ভাইস প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) প্রকৌশলী খান মনজুর মোরসেদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যন্ত্রকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. প্রকৌশলী আব্দুর রশিদ সরকার, সেক্রেটারি প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দীন ভূইয়া, প্রকৌশলী তৈয়বুর রহমান, পিইঞ্জ, প্রকৌশলী মো. রেজাউল করিম ও প্রকৌশলী আবু কাওসার। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রকৌশলী মো. আব্দুল হামিদ, পিইঞ্জ, পরিচালক অপারেশনস, এসিআই ফাউন্ডেশনস লি.। শিল্প সেক্টরে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পূর্ব প্রস্তুতিমূলক করণীয় বিষয়ের উপর আলোকপাত করে প্রবন্ধকার দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন এবং শ্রোতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

খুলনা কেন্দ্র ও যন্ত্রকৌশল বিভাগের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন আইইবি প্রেসিডেন্ট

যুগের চাহিদার সঙ্গে সংগতি রেখে আইইবি খুলনা কেন্দ্র ও আইইবি'র যন্ত্রকৌশল বিভাগের যৌথ উদ্যোগে এ জাতীয় জনগুরুত্বপূর্ণ সেমিনার আয়োজন করায় প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে ধন্যবাদ জানান এবং জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এধরনের সেমিনার আরও বেশি বেশি আয়োজন করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। যন্ত্রকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান ড. প্রকৌশলী আব্দুর রশিদ সরকার খুলনা কেন্দ্রে এ সেমিনার অনুষ্ঠানে সহায়তা করার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের যৌথ কার্যক্রম আরো বেশি বেশি করার অঙ্গীকার করেন। সেমিনার শেষে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপকের হাতে আইইবি খুলনা কেন্দ্রের ক্রেস্ট তুলে দেন এবং খুলনা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রধান অতিথির সম্মানার্থে তাঁর হাতে আইইবি'র ক্রেস্ট তুলে দেন। সমাপনী বক্তব্যে অনুষ্ঠানের সভাপতি খুলনা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এম এম আব্দুল গোফরান, প্রধান অতিথি, প্রবন্ধ উপস্থাপক ও সেমিনারে উপস্থিত প্রকৌশলীবৃন্দের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে সেমিনারের কার্যক্রম শেষ করেন। এ সেমিনারে আইইবি খুলনা কেন্দ্রের অফিস বেয়ারার, কাউন্সিল সদস্যগণ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র প্রকৌশলীসহ প্রায় শতাধিক প্রকৌশলী অংশগ্রহণ করে সেমিনারকে সফল করে তোলেন। যন্ত্রকৌশল বিভাগের সেক্রেটারি প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দীন ভূইয়া ও খুলনা কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী মো. গোলাম কাদের অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন।

আইইবি'র ৬৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, খুলনা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও যথাযোগ্য মর্যাদায় আইইবি'র ৬৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করা হয়। দুটি পর্বে বিভক্ত এ অনুষ্ঠানে প্রথম পর্বের কর্মসূচী ৭ মে'১৩ সকাল ৭.৩০ মিনিট খালিশপুরস্থ আইইবি খুলনা কেন্দ্রের চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে প্রকৌশলীদের সমাবেশ, জাতীয় পতাকা উত্তোলন, আইইবি'র পতাকা উত্তোলন এবং শপথ বাক্য পাঠ করা হয়। ইঞ্জিনিয়ার্স ডে এর শপথ বাক্য পরিচালনা করেন খুলনা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌ. এম. এম. আব্দুল গোফরান, ভাইস-চেয়ারম্যান (এপিএসডব্লিউ) অধ্যাপক ড. প্রকৌ. এ.এন.এম. মিজানুর রহমান ও ভাইস-চেয়ারম্যান (এএইচআরডি) অধ্যাপক ড. প্রকৌ. এম. এম. এ হাসেম, সম্মানী সম্পাদক প্রকৌ. মো. গোলাম কাদের ও কাউন্সিল সদস্যবৃন্দ এবং খুলনা কেন্দ্রের সাধারণ সদস্যসহ প্রায় দেড় শতাধিক প্রকৌশলী এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। শপথ অনুষ্ঠান শেষে ইঞ্জিনিয়ার্স ডে উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি খালিশপুরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে আইইবি চত্বরে এসে শেষ হয়।

আইইবি খুলনা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌ. এম.এম. আব্দুল গোফরানের সভাপতিত্বে ও সম্মানী সম্পাদক প্রকৌ. মো. গোলাম কাদের এর পরিচালনায় আইইবি'র ৬৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর ২য় পর্বের কর্মসূচী ১০মে ২০১৩ বিকাল ৫টায় খুলনাস্থ হোটেল সিটি ইন-এ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে খুলনা-২ আসনের সংসদ সদস্য জনাব নজরুল ইসলাম মঞ্জু প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এ দিনের কর্মসূচীর মধ্যে কারিগরি সেমিনার, ইঞ্জিনিয়ার্স ডে'র উপর আলোচনা সভা, প্রকৌ. পরিবারের কৃতি সন্তানদের সংবর্ধনা, নৈশভোজ ও র‍্যাফল ড্র এর আয়োজন করা হয়। অতি সম্প্রতি সাভারে অবস্থিত বহুতল ভবন ধসে সহস্রাধিক গার্মেন্টস্ শ্রমিকের

করুণ মৃত্যুর কথা স্মরণ করে ইঞ্জিনিয়ার্স ডে'র কর্মসূচী থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বাদ দেয়া হয়। খুলনা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান এর সভাপতিত্বে ও সম্মানী সম্পাদকের সঞ্চালনায় "Cyclone Preparedness in Bangladesh" শীর্ষক সেমিনারের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন খুলনা গণপূর্ত সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প্রকৌ. সৈয়দ মাহফুজ আহমদ প্রিন্স, এ সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রুয়েট এর প্রাক্তন অধ্যাপক ড. প্রকৌ. মোঃ কেরামত আলী মোল্লা।

ইঞ্জিনিয়ার্স ডে'র এ অনুষ্ঠান এলিফ্যান্ট ব্রান্ড সিমেন্ট, আফিল ব্রিকস্ ও বিএসআরএম- এর সৌজন্যে অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলা বর্ষবরণ-১৪২০ উদ্‌যাপন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, খুলনা কেন্দ্রের উদ্যোগে ১৭ এপ্রিল, ২০১৩ বাংলা বর্ষবরণ-১৪২০ উদযাপন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে সমাগতদের নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে চেয়ারম্যান প্রকৌ. এম,এম, আব্দুল গোফরান, ভাইস-চেয়ারম্যান (এপিএসডব্লিউ) অধ্যাপক ডঃ প্রকৌ. এ,এন,এম, মিজানুর রহমান ও ভাইস-চেয়ারম্যান (এএইচআরডি) অধ্যাপক ডঃ প্রকৌ. এম.এম.এ. হাসেম, সম্মানী সম্পাদক প্রকৌ. মোঃ গোলাম কাদের শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। সমবেত প্রকৌশলীবৃন্দ ও তাঁদের পরিবারবর্গ নিজেদের মধ্যে নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং গানে গানে বাংলা ১৪২০ বরণ করে নেন। এ উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রকৌ. পরিবারের সদস্যবৃন্দ বর্ষবরণ গান পরিবেশন করে সবাইকে মুগ্ধ করেন।

পরিশেষে খুলনা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌ. এম.এম. আব্দুল গোফরান ও সম্মানী সম্পাদক প্রকৌ. মোঃ গোলাম কাদের সমবেত সকলের সু-স্বাস্থ্য কামনা করেন ও অতীতের সকল হিংসা-বিভেদ, সংকীর্ণতা ভুলে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালনের আহবান জানিয়ে ও বিশ্বের শান্তি কামনা করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

নববর্ষের অনুষ্ঠান আবুল খায়ের স্টিল-এর সৌজন্যে অনুষ্ঠিত হয়।

বৃক্ষরোপন কর্মসূচী-২০১৩ পালন

আইইবি খুলনা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে ৬ জুলাই '১৩ (২২আষাঢ়, ১৪২০ বঙ্গাব্দ) সকাল ১০:০০ টায় খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের অনাবাদি পতিত জমিতে বিভিন্ন ধরনের ফলজ, বনজ, ভেষজ ঔষধি গাছের চারা রোপন করা হয়েছে। আইইবি খুলনা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌ. এম,এম, আব্দুল গাফরান কুয়েট ক্যাম্পাসের ভিতরে অবস্থিত প্রাইমারি স্কুল সংলগ্ন পতিত জায়গায় একাধিক গাছের চারা রোপন করে উক্ত কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন খুলনা কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (এপিএসডব্লিউ) অধ্যাপক ডঃ প্রকৌ. এ. এন. এম. মিজানুর রহমান, ভাইস-চেয়ারম্যান (এএইচআরডি) অধ্যাপক প্রকৌ. এম,এম,এ হাসেম, সম্মানী সম্পাদক প্রকৌ. মোঃ গোলাম কাদের একটি করে গাছের চারা রোপন করেন।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী পালন

এ কর্মসূচীতে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন খুলনা কেন্দ্রের প্রাক্তন সম্মানী সম্পাদক প্রকৌ. মশিউজ্জামান খান, প্রাক্তন সম্মানী সম্পাদক প্রকৌ. এস.এম. মনিরুজ্জামান পলাশ, কাউন্সিলর প্রকৌ. মো. সিরাজুল ইসলাম, কাউন্সিলর প্রকৌ. মো. সালাহ উদ্দিন ইউসুফ, ড. প্রকৌ. নাসিম আহমদ, ড. প্রকৌ. মোহাম্মাদ মাসুদ, ড. প্রকৌ. মো. ফারুক হোসেন, ড. প্রকৌ. খন্দকার মোঃ শফিউল ইসলামসহ প্রমূখ।

মৎস্য অবমুক্তকরণ কর্মসূচী- ২০১৩ পালন

আইইবি খুলনা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে ৬ জুলাই ২০১৩ সকাল ১০:০০ টায় খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের একাধিক পুকুরে বিভিন্ন জাতের মাছের পোনা ছেড়ে এ কর্মসূচী পালন করা হয়েছে।

খুলনা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌ. এম.এম. আব্দুল গোফরান কুয়েট ক্যাম্পাসের একটি পুকুরে মাছের পোনা ছেড়ে মৎস্য অবমুক্তকরণ কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন। এ কর্মসূচীতে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন খুলনা কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (এপিএসডব্লিউ) অধ্যাপক ড. প্রকৌ. এ.এন.এম. মিজানুর রহমান, ভাইস-চেয়ারম্যান (এএইচআরডি) অধ্যাপক ড. প্রকৌ. এম.এম.এ. হাসেম, সম্মানী

সম্পাদক প্রকৌ. মো. গোলাম কাদের, খুলনা কেন্দ্রের প্রাক্তন সম্মানী সম্পাদক প্রকৌ. মশিউজ্জামান খান, প্রাক্তন সম্মানী সম্পাদক প্রকৌ. এস.এম. মনিরুজ্জামান (পলাশ), কাউন্সিল সদস্য প্রকৌ. মো. সিরাজুল ইসলাম, কাউন্সিল সদস্য প্রকৌ. মো. সালাহ্ উদ্দীন ইউসুফ, ড. প্রকৌ. নাসিম আহমেদ, ড. প্রকৌ. মোহাম্মদ মাসুদ, ড. প্রকৌ. মোঃ ফারুক হোসেন, ড. প্রকৌ. খন্দকার মো. শফিউল ইসলামসহ উল্লেখযোগ্যসংখ্যক প্রকৌশলী। দেশ ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণার্থে এ জাতীয় সামাজিক কর্মসূচী পালনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌ. এম.এম. আব্দুল গোফরান। তিনি আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে মৎস্য সম্পদ এর উন্নয়নের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌ. মো. গোলাম কাদেরও অনুরূপ বক্তব্য রাখেন।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৩ উদযাপন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ খুলনা কেন্দ্রের উদ্যোগে ৪২তম মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে কেন্দ্রের চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান, সম্মানী সম্পাদক, প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও সম্মানী সম্পাদক, কাউন্সিল সদস্যসহ উল্লেখযোগ্যসংখ্যক প্রকৌশলী ২৫ মার্চ, ২০১৩ দিনগত রাত বারোটা এক মিনিটে গল্লামারিস্থ স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন ও শহীদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করেন।

২৬ মার্চ ২০১৩ সকালে আইইবি চত্বরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং বিকাল ৪টায় আইইবি ভবনে শিশু-কিশোরদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা ও মহান স্বাধীনতা দিবসের উপর এক মুক্ত আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌ. এম এম আব্দুল গোফরান। আলোচনার শুরুতে স্বাধীনতা যুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী শহীদদের পবিত্র আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়। এরপর স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতিচারণ করে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সুসংহত এবং অর্থবহ করে তোলার উপর আলোকপাত করে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌ. এম এম আব্দুল গোফরান। কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (ইপিএসডব্লিউ) অধ্যাপক ড. প্রকৌ. এ এন এম মিজানুর রহমান তার বক্তব্যে বলেন যে, স্বাধীনতা অর্জন অপেক্ষা স্বাধীনতা সুরক্ষা ও এর সুফল সাধারণ মানুষের দুয়ারে পৌঁছে দেয়া আরও কঠিন কাজ। স্বাধীনতার ৪২ বছর পর এখন আমরা দেখতে পাই এ দেশের সাধারণ জনগণ কত বড় অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার তা বর্ণনাতীত। একটি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী স্বাধীনতার সুফল পকেটস্থ করে দেশের অর্থনীতি, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা বিপন্ন করে তুলেছে ও সাধারণ মানুষকে আশাহত করেছে, যা স্বাধীনতার চেতনার পরিপন্থী। কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (এইচআরডি) অধ্যাপক ড. প্রকৌ. এম এম এ হাসেম, প্রাক্তন চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. প্রকৌ. খন্দকার আফতাব হোসেন, কাউন্সিল সদস্য প্রকৌ. মোল্লা আলমগীর, কাউন্সিল সদস্য প্রকৌ. এস এম হাসানুর রহমান, মুক্তিযোদ্ধা প্রকৌ. মো. আব্দুল খালেকও আলোচনায় অংশ নিয়ে অনুরূপ বক্তব্য রাখেন। আলোচনা শেষে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিশু-কিশোরদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন কেন্দ্রের চেয়ারম্যান।

এএমআইই ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কোচিং ক্লাস

আইইবির অন্যান্য কেন্দ্রের ন্যায় খুলনা কেন্দ্রে এখন থেকে এএমআইইতে ভর্তিকৃত ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলী দ্বারা কোচিং ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

রাজশাহী কেন্দ্র

৬৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

প্রকৌশলীদের প্রাণপ্রিয় প্রতিষ্ঠান ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ-এর ৬৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ৭ মে, ২০১৩ বুধবার সকালে আইইবি চত্বরে কেন্দ্রের প্রকৌশলীগণ সমবেত হন। জাতীয় পতাকা ও আইইবি পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে ইঞ্জিনিয়ার্স ডে'র শুভ

সূচনা হয়। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌ. এ এম মাসুদ আল ফারুক জাতীয় পতাকা এবং প্রকৌ. মো. ফিরোজ হোসেন আইইবি পতাকা উত্তোলন করেন। সমবেত প্রকৌশলীরা শপথ বাক্য পাঠ করেন।

এরপর ৬৫তম ইঞ্জিনিয়ার্স ডে' ২০১৩ ব্যানার নিয়ে প্রভাত র‍্যালিতে প্রকৌশলীগণ অংশ নেন। আইইবি চত্বর থেকে শুরু করে বরেন্দ্র ভবন, নগর ভবন হয়ে পুনরায় আইইবি চত্বরে ফিরে এসে র‍্যালি সমাপ্ত হয়। র‍্যালির সঙ্গে ছিল বাদক দলের দেশাত্মবোধক গানের সুর মূর্ছনা। র‍্যালির নেতৃত্ব দেন প্রকৌ. ফিরোজ হোসেন, ভাইস চেয়ারম্যান (প্রশাসন) এবং প্রকৌ. সরদার আনিছুর রহমান (রানা) ভাইস চেয়ারম্যান (অ্যাকাডেমিক)।

বার্ষিক সাধারণ সভা ২০১২ ও সেমিনার অনুষ্ঠিত

৮ মার্চ ২০১৩ রাজশাহী কেন্দ্রে বার্ষিক সাধারণ সভা ২০১২ এবং কনক্রিট টেকনোলোজি বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। স্ক্যান সিমেন্ট-এর সৌজন্যে অনুষ্ঠিত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক ছিলেন প্রকৌ. মো. তাজুল ইসলাম। বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক প্রকৌ. আহসান জাকির প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথির আসন অলংকৃত করেন রুয়েট-এর ভাইস চ্যান্সেলর ড. প্রকৌ. মুর্তজা আলী।

সেমিনার শেষে বিকাল ৫:৩০ মি. বার্ষিক সাধারণ সভা ২০১২ শুরু হয়। কেন্দ্রের ভাইস চেয়ারম্যান (প্রশাসন) প্রকৌ. এ কে এম খাদেমুল ইসলামের উপস্থাপনায় এবং কেন্দ্রের বিদায়ী চেয়ারম্যান প্রকৌ. শাহ খালেদ হাসান চৌধুরী পাহিন-এর সভাপতিত্বে বার্ষিক সাধারণ সভা ২০১২ শুরু হয়। সভায় রাজশাহী কেন্দ্রের বিগত ২ বছরের (মেয়াদ ২০১১-২০১২) প্রতিবেদন তুলে ধরেন সম্মানী সম্পাদকের পক্ষে প্রকৌ. এ কে এম খাদেমুল ইসলাম। পরিশেষে প্রতিবেদনটি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

বার্ষিক সাধারণ সভা ২০১২ শেষে ২০১৩-২০১৪ মেয়াদের নব নির্বাচিত চেয়ারম্যান প্রকৌ. এ এম মাসুদ আল ফারুক, ভাইস চেয়ারম্যান (প্রশাসন) প্রকৌ. মো. ফিরোজ হোসেন, ভাইস চেয়ারম্যান (অ্যাকাডেমিক) প্রকৌ. সরদার আনিছুর রহমান রানা, সম্মানী সম্পাদক প্রকৌ. মো. গোলাম মোরশেদ এবং কাউন্সিল সদস্যগণকে বিদায়ী চেয়ারম্যান ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করেন।

সবশেষে প্রকৌ. রিয়াজাত হোসেন রিটুর পরিচালনায় এক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রায় শতাধিক প্রকৌ. সপরিবারে অংশগ্রহণ করেন। সাংস্কৃতিক সন্ধ্যাশেষে নৈশ ভোজ অনুষ্ঠিত হয়।

অমর একুশে উদযাপন

যথাযোগ্য মর্যাদায় আইইবি রাজশাহী কেন্দ্রে ৫২'র বাংলা ভাষা আন্দোলনে শহীদদের স্মরণে অমর একুশে ভাষা শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়। এ উপলক্ষে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে আইইবি চত্বরে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত অবস্থায় উত্তোলন করা হয়। জাতীয় পতাকার পাশাপাশি শোকের প্রতীক কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। বিভিন্ন সংস্থার প্রকৌশলীগণ উক্ত পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। পতাকা উত্তোলন শেষে শোভাযাত্রাসহ রাজশাহী কলেজ প্রাঙ্গণে শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক দিয়ে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয়। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, সম্মানী সম্পাদক, কাউন্সিল সদস্যগণ ছাড়াও প্রায় শতাধিক প্রকৌ. শোভাযাত্রা ও পুষ্পস্তবক প্রদান অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপিত

২৬ মার্চ ২০১৩ স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে কেন্দ্রের প্রকৌশলীগণ রাজশাহী কলেজস্থ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সমবেত হন। সেখানে পুষ্পার্ঘ্য প্রদানের মাধ্যমে দিবসটির শুভ সূচনা হয়। সকাল ৭:৩০ মি. আইইবি প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। বাদ জোহর আইইবি কার্যালয় সংলগ্ন বরেন্দ্র জামে মসজিদে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

বিকালে প্রকৌশলী পরিবারভুক্ত সন্তানদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযেগিতায় শিশু-কিশোররা অংশগ্রহণ করে। কবিতা আবৃত্তি শুরু হয় বিকেল ৫:০০ টায়। পাশাপাশি "বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি" শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতাশেষে পুরস্কার বিতরণ করেন বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক প্রকৌ. আহসান জাকির। এ সময় কেন্দ্রের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যানদ্বয়, সম্মানী সম্পাদকসহ প্রায় দু'শতাধিক প্রকৌ. সপরিবারে উপস্থিত ছিলেন। সবশেষে নগরীর খ্যাতনামা শিল্পীগণের অংশগ্রহণে এক মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উদযাপিত হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌ. মো. গোলাম মোরশেদ।

কুমিল্লা কেন্দ্র

৬৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ-এর ৬৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আইইবি কুমিল্লা কেন্দ্রের উদ্যোগে ৭ মে, ২০১৩ মঙ্গলবার এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সকাল ৭ টায় জাতীয় পতাকা ও আইইবি পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানমালার শুভ সূচনা করা হয়। বিকাল ৫ টায় কুমিল্লা কেন্দ্রের সভা কক্ষে "আইইবি'র ৬৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী, প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি" শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌ. অমল চন্দ্র পাল।

সভায় অংশগ্রহণ করেন, ভাইস চেয়ারম্যান (অ্যাকাডেমিক) প্রকৌ. তারিকুল ইসলাম, ভাইস চেয়ারম্যান (প্রশাসন) প্রকৌ. মো. আবুল হোসেন, সম্মানী সম্পাদক প্রকৌ. মোহাম্মদ শফিউল আলমসহ অর্ধশতাধিক প্রকৌশলী। সভার শুরুতেই সাভার ট্রাজেডিতে নিহতদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। শোক প্রকাশ শেষে উপস্থিত সকলের অংশগ্রহণে কেন্দ্রের নির্বাহী কমিটির সদস্যগণ কেক কেটে সকলের মাঝে বিতরণ করেন। এরপর সভাপতি সকলকে উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণের আহবান জানান। মোট ২৫ জন প্রকৌ. আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। প্রবীণ প্রকৌশলীগণ অনেকে বিভিন্ন আন্দোলন, সংগ্রাম ও বিভিন্ন বিষয়ে স্মৃতিচারণ করে আইইবি'র গৌরবময় ভূমিকা তুলে ধরেন। বিশেষ করে প্রকৃচির দুই দশকের গৌরবময় আন্দোলনের অপরিহার্যতার বিষয়ে অনেকে উল্লেখ করেন। নতুন প্রজন্মের প্রকৌশলীগণ আইইবি'র বর্তমান ভূমিকার ব্যাপারে হতাশা প্রকাশ করেন এবং আইইবি'র সদস্যপদ গ্রহণে অনাগ্রহের বিষয় উল্লেখ করেন। উন্মুক্ত আলোচনায় সাভার ট্রাজেডি ও আইইবি'র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নসহ নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিশেষ গুরুত্ব পায়।

ক) বিল্ডিং কোড বাস্তবায়ন, ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগ মোকাবেলা এবং সম-সাময়িক প্রযুক্তিগত বিষয়ে সেমিনার আয়োজন করা।

খ) বাংলাদেশে বহুতল ভবন নির্মাণ করার ক্ষেত্রে বিল্ডিং কোড অনুসরণ এবং যথাযথভাবে করা হচ্ছে কি-না তা যাচাই করা।

গ) কোন বিল্ডিং-এর প্লানিং ও ডিজাইন করা হলে তা স্বীকৃত ডিগ্রী প্রকৌশলী দ্বারা করা হয়েছে কি-না তা যাচাই করা।

ঘ) আইইবি'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো যথাযথ বাস্তবায়ন করা।

ঙ) প্রকৌশলীদের পেশাগত মানোন্নয়নে আইইবি, কুমিল্লা কেন্দ্রে

বিশেষ ট্রেনিং প্রোগ্রাম চালু করা।

চ) বিভিন্ন প্রকৌশল সংস্থাগুলোতে প্রকৌশলীদের কী কী সমস্যা আছে তা আইইবি'র পক্ষ থেকে তদারকি করে সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনে কাজ করা।

ছ) আইইবি সদর দফতরে প্রকৌশলীদের জন্য স্বল্প খরচে রাত্রি যাপনের জন্য রেস্টহাউজের ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা।

জ) যে কোন প্রকৌশলীর সমস্যায় সকল প্রকৌশলীকে সংঘবদ্ধভাবে এগিয়ে আসা এবং কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ঝ) কেন্দ্রের আওতাভুক্ত সকল প্রকৌশলীকে আইইবি'র সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা।

ঞ) দলীয় 'রাজনীতিমুক্ত' রেখে আইইবিকে সামনের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

আলোচনা শেষে সভাপতি উপরোক্ত বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে দেখা হবে বলে জানান এবং সবাইকে আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি আরো জানান, ইতিমধ্যে কেন্দ্রের আওতাভুক্ত সকল প্রকৌশলীকে সদস্যভুক্তির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, সকলের সহযোগিতা পেলে খুব দ্রুততার সাথে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

গাজীপুর কেন্দ্র

২১তম বার্ষিক সাধারণ সভা

১৩ মার্চ ২০১৩ বুধবার ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ডুয়েট), গাজীপুর-এর সেমিনার কক্ষে গাজীপুর কেন্দ্রের ২১তম বার্ষিক সাধারণ সভা উপলক্ষে বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ-এর প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. প্রকৌ. এম. শামীম উজ-জামান বসুনিয়া, পিইঞ্জ, ভাইস প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) প্রকৌ. খান মনজুর মোরসেদ,সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌ. মিয়া মোহাম্মদ কাইউম বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও প্রকৌ. মো. রেজাউল করিম রেজা, পিইঞ্জ , সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি), প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসঅ্যান্ডডব্লিউ), প্রকৌ. এম. সিরাজুল আলম স্বপন, সাবেক সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ), অধ্যাপক ড. প্রকৌ. মো. আব্দুর রশিদ সরকার, চেয়ারম্যান, যন্ত্রকৌশল বিভাগ, প্রকৌ. এ কে এম শরিফুল ইসলাম শরিফ, সম্মানী সম্পাদক, ঢাকা কেন্দ্র প্রমুখ সভায় উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গাজীপুর কেন্দ্রের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. প্রকৌ. মোহাম্মদ সবদার আলী। বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত ছিলেন DUET, BARI, BRRI, BOF, BMTF পৌরসভাসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলীবৃন্দ।

প্রকৌ. মো. জাবের আহম্মেদ-এর পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মধ্যদিয়ে ২১তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যক্রম শুরু হয়। আমন্ত্রিত সকল প্রকৌশলী এবং অতিথিদের উদ্দেশে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করে গাজীপুর কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক অধ্যাপক ড. প্রকৌ. মো. খসরু মিয়া সভাপতির অনুমতিক্রমে গাজীপুর কেন্দ্রের ২০১২-২০১৩ বার্ষিক প্রতিবেদন এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি অধ্যাপক ড. প্রকৌ. মোহাম্মদ সবদার আলী বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন শেষে প্রতিবেদনের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য উপস্থিত সবাইকে আমন্ত্রণ জানান। উপস্থাপিত বার্ষিক প্রতিবেদনের উপর উপস্থিত প্রকৌশলীদের কোন পরিবর্তন, পরিমার্জন বা আপত্তি না থাকায় ২০১২-২০১৩ বার্ষিক প্রতিবেদন এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী সাদরে গৃহীত হয়।

বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপনার পর সভাপতির অনুমতিক্রমে কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. খসরু মিয়া আইইবি গাজীপুর কেন্দ্রের ২০১২-২০১৩ মেয়াদের কমিটির চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান এবং সম্মানী সম্পাদকসহ অন্যান্য সদস্যদের নাম প্রস্তাব করেন। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান হিসেবে ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় গাজীপুর-এর উপাচার্য অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মোহাম্মদ আলাউদ্দিন, এফ-৫৪৫৮, মনোনীত হন, ভাইস চেয়ারম্যান (অ্যাডমিন, প্রফেশনাল অ্যান্ড এসডব্লিউ) পদের জন্য অধ্যাপক ড. প্রকৌ. মো. খসরু মিয়া, এফ-৭০১৬, ভাইস চেয়ারম্যান (অ্যাকাডেমিক অ্যান্ড এইচআরডি) পদের জন্য ড. প্রকৌ. মো. হামিদুর রহমান মোল্লা, এফ-৫১৪৫ এবং সম্মানী সম্পাদক পদের জন্য ড. প্রকৌ. মো. কামরুজ্জামান, এফ-৭১৬৫ এবং গাজীপুর কেন্দ্রের পক্ষে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য হিসেবে প্রকৌ. গোলাম মাওলা, এফ-৬৬৩১ মনোনীত হন। উপস্থিত প্রকৌশলীদের কোনরকম আপত্তি না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবিত কমিটি গঠিত হয়। এরপর ২০১১ ও ২০১২ মেয়াদের কমিটির সদস্যদের কাজের স্বীকৃতি হিসেবে আইইবি, গাজীপুর কেন্দ্রের পক্ষ থেকে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ-এর প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. প্রকৌ. এম. শামীম উজ-জামান বসুনিয়া, পিইঞ্জ ক্রেস্ট প্রদান করেন।

পরবর্তীতে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন যন্ত্রকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. প্রকৌ. মো. আব্দুর রশিদ সরকার, ঢাকা কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌ. এ কে এম শরিফুল ইসলাম শরিফ, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি) প্রকৌ. মো. রেজাউল করিম রেজা, পিইঞ্জ, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসঅ্যান্ডডব্লিউ) প্রকৌ. শেখ আল আমিন, সাবেক সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌ. এম সিরাজুল আলম স্বপন। আলোচনায় বক্তারা প্রকৌশলীদের নিজেদের মধ্যে বিদ্যমান ছোট খাট ভেদাভেদ ভুলে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দিয়ে জাতীয় উন্নয়নে কাজ করার জন্য আহবান জানিয়ে বলেন, প্রকৌশলীরা দেশ গড়ার কারিগর, একমাত্র প্রকৌশলীরা পারে দেশকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে। সদর দফর থেকে আগত এবং গাজীপুর কেন্দ্রের প্রকৌশলীবৃন্দের প্রাণবন্ত আলোচনায় এক উৎসবমুখর পরিবেশের অবতারণা ঘটে। আলোচনার এক পর্যায়ে নব নির্বাচিত সম্মানী সম্পাদক ও চেয়ারম্যান শুভেচ্ছা বক্তব্যে পরবর্তী দুই বছর সুষ্ঠুভাবে আইইবি গাজীপুর কেন্দ্রের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতা কামনা করেন। কেন্দ্রের নিজস্ব ভবনের জন্য খাস জমির তথ্য প্রদান করলে সদর দফতর যেন দীর্ঘ মেয়াদী লিজের ব্যবস্থা করে দেন এ বিষয়ে বিশেষভাবে সহযোগিতা কামনা করেন।

কেন্দ্রের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. প্রকৌ. মোহাম্মদ সবদার আলী সভাপতির বক্তব্যে পরম করুণাময় আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করে আইইবি-এর সদর দপ্তর হতে আগত ভাইস প্রেসিডেন্টবৃন্দসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের সদয় উপস্থিতির জন্য ধন্যবাদ জানান। DUET, BARI, BRRI, BOF, BMTF পৌরসভাসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে আগত প্রকৌশলীবৃন্দ ও অন্যান্য সুধীদের ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি মহোদয় তার বক্তব্য শুরু করেন। আইইবি গাজীপুর কেন্দ্রের সুনির্দিষ্ট কোন জায়গা ও ভবন না থাকায় চেয়ারম্যান ও সম্মানী সম্পাদক যে প্রতিষ্ঠান থেকে আলোচনা সাপেক্ষে নির্বাচিত করা হয় সেই প্রতিষ্ঠানেই আইইবি গাজীপুর কেন্দ্রের কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকেন। আইইবি গাজীপুর কেন্দ্রের উন্নয়ন ও একে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে কেন্দ্রের সকল প্রকৌশলী একযোগে কাজ করার জন্য বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দিয়ে তিনি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্র

নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রের ইফতার ও দোয়া মাহফিল

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ, নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রের উদ্যোগে সিদ্ধিরগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সম্মেলন কক্ষে ২২ জুলাই, ২০১৩ সোমবার ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। প্রকৌ. রুহুল আলম, চেয়ারম্যান, আইইবি, নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্র, অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

কেন্দ্রের চেয়ারম্যান মাহফিলে উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন। সম্মানী সম্পাদকের অনুরোধে সিদ্ধিরগঞ্জ ২১০ মে.ও. তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ইমাম জাফর আহম্মেদ পবিত্র কোরআন তেলোওয়াত করেন।

মাহফিলে প্রকৌ. কাজী মো. জিয়াউল হক, ভাইস চেয়ারম্যান (অ্যাকাডেমিক অ্যান্ড এইচ আরডি), প্রকৌ. মো. সাইফুল ইসলাম, প্রধান প্রকৌ. (পওস), সিদ্ধিরগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্র; প্রকৌ. মো. সিরাজুল আলম স্বপন, প্রাক্তন সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, সদর দপ্তর, আইইবি, ঢাকা; প্রকৌ. মো. হারুন-অর-রশীদ, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি, নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্র এবং অত্র এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রায় ৭৫ জন প্রকৌ. উপস্থিত ছিলেন।

ইফতার ও দোয়া মাহফিল

প্রকৌ. এম. সিরাজুল আলম স্বপন ও প্রকৌ. মো. আনসার আলী পবিত্র মাহে রমজান এর তাৎপর্য ও গুরুত্ব এবং প্রকৌশলীদের জীবনে এর প্রয়োগ ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি প্রকৌ. রুহুল আলম, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ এর সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমা ও ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা সংক্ষিপ্ত পরিসরে তুলে ধরেন এবং সকলের সুখ সমৃদ্ধি কামনা করে বক্তব্য রাখেন।

সিদ্ধিরগঞ্জ ২১০ মে.ও. তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ইমাম জাফর আহম্মেদ-এর দোয়ার মাধ্যমে ইফতার মাহফিল শেষ হয়।

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ-এর ৬৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

'ইঞ্জিনিয়ার্স-ডে' উপলক্ষে আইইবি, নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রের অনুষ্ঠান ০৭ মে, ২০১৩ সকাল ৯.০০ টায় জাতীয় ও সংগঠনের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। সিদ্ধিরগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রধান প্রকৌ. মো. সাইফুল ইসলাম জাতীয় পতাকা এবং নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রের ভাইস চেয়ারম্যান (অ্যাকাডেমিক অ্যান্ড এইচআরডি) প্রকৌ. কাজী মো. জিয়াউল হক ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের পতাকা উত্তোলন করেন। নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রের অধিকাংশ কাউন্সিল সদস্যসহ ২১০মে.ও. সিদ্ধিরগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং ২ x ১২০ মে.ও. সিদ্ধিরগঞ্জ গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রকৌশলীগণ এই সময়ে উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তীতে কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক মো. হারুন-অর-রশীদ সবাইকে নিয়ে আইইবি গঠনে দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে শপথ বাক্য পাঠ করেন।

অনুষ্ঠানের ২য় পর্বে কেন্দ্রের ভাইস চেয়ারম্যান (অ্যাকাডেমিক অ্যান্ড এইচআরডি), সম্মানী সম্পাদক ও সিদ্ধিরগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রধান প্রকৌশলীর নেতৃত্বে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের ব্যানার নিয়ে র‍্যালিসহ সিদ্ধিরগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্র এলাকা প্রদক্ষিণ করে। পরবর্তীতে

সিদ্ধিরগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কনফারেন্স রুমে আইইবি গঠনের পটভূমি এবং ৭ মে, ১৯৪৮-এর বিভিন্ন কর্মকান্ড নিয়ে আলোচনা হয়। আলোচনা অনুষ্ঠানে কেন্দ্রের উর্ধ্বতন প্রকৌশলীগণ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয় মরহুম প্রকৌশলী আব্দুল জব্বার সাহেবের ব্রত সবার মাঝে ছড়িয়ে দেবার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে ইঞ্জিনিয়ার্স-ডে উপলক্ষে নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

ময়মনসিংহ কেন্দ্র

ইঞ্জিনিয়ার্স ডে' উদযাপন

ময়মনসিংহ কেন্দ্রের আয়োজনে আইইবি'র ৬৫তম ইঞ্জিনিয়ার্স ডে' পালন উপলক্ষে ২৮ মে, ২০১৩ খ্রি. Impact of Weather Change on Rice Drying System Design and Management শীর্ষক এক সেমিনার এলজিইডি, ময়মনসিংহ-এর প্রশিক্ষণ কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্ম পাওয়ার ও মেশিনারি বিভাগের অধ্যাপক ড. প্রকৌ. এ টি এম জিয়াউদ্দিন মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। সেমিনারে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ-এর কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি অনুষদের ডীন অধ্যাপক ড. প্রকৌ. মেসবাউদ্দিন আহমেদ প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। প্রকৌশলী মো. আব্দুল লতিফ খান, প্রধান প্রকৌ., বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ময়মনসিংহ জোন এবং প্রকৌ. মো. আব্দুস সালাম সম্পাদক, জামালপুর উপকেন্দ্র, আইইবি, জামালপুর বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়-এর ফার্ম পাওয়ার ও মেশিনারি বিভাগের অধ্যাপক ড. প্রকৌ. মনজুরুল আলম সেমিনারের উপর তথ্যবহুল আলোচনা করেন। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন আইইবি ময়মনসিংহ কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌ. মো. আব্দুল মজিদ।

সেমিনারে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন পানি উন্নয়ন বোর্ডের সহকারী প্রকৌ. মো. সাইফুল ইসলাম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সম্মানী সম্পাদক প্রকৌ. মো. মাহফুজুর রহমান, ভাইস চেয়ারম্যান (অ্যাকাডেমিক ও এইচআরডি) প্রকৌশলী মো. আওলাদ হোসেন বিশ্বাস ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। উপস্থাপনায় ছিলেন সাবেক সম্মানী সম্পাদক প্রকৌ. শিবেন্দ্র নারায়ন গোপ।

দো'আ ও ইফতার মাহফিল-২০১৩ অনুষ্ঠিত

ময়মনসিংহ কেন্দ্রের আয়োজনে ২৪ জুলাই ২০১৩ দো'আ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় মসজিদের ইমাম রমজানের ফজিলত বর্ণনা ও ইফতারের পূর্বে মোনাজাত পরিচালনা করেন। অনুষ্ঠানে একশত পঞ্চাশের অধিক প্রকৌ. এবং ময়মনসিংহ পৌরসভার মেয়র মো. ইকরামুল হক টিটুসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

যশোর কেন্দ্র

প্রকৌশলী পরিবারের কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

২২ জানুয়ারি ২০১৩ মঙ্গলবার বিকেল ৫.১৫ টায় আইইবি যশোর কেন্দ্রের সম্মেলন কক্ষে প্রকৌ. পরিবারের পিএসসি, জেএসসি, এসএসসি, এইচএসসি এবং ও লেভেল জিপিএ-৫.০০ প্রাপ্ত কৃতী ১৫ জন শিক্ষার্থীর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌ. মো. বুলবুল হোসেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সম্মানী সম্পাদক প্রকৌ. মো. মোস্তাফিজুর রহমান। প্রধান অতিথি ছিলেন গ্রামের কাগজের প্রকাশক ও সম্পাদক মবিনুল ইসলাম মবিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌ. জি এম এম কামাল পাশা। এতে প্রকৌ. ভাবী ও কৃতী শিক্ষার্থী সহ মোট ১২০ জন উপস্থিত ছিলেন।

সংবর্ধিত কৃতী শিক্ষার্থীরা হল অনন্যা শাহরিন প্রমি জিপিএ-৫.০০ পিএসসি-২০১২ পিতা : প্রকৌশলী এ কে এম বাদশা মিয়া, এফ/৮০৩১, সিফাত-ই-ফাতিমা জিপিএ-৫.০০ পিএসসি-২০১২ পিতা: প্রকৌ. মো. সামসুল আলম, এফ/৪৭২২, এস এম অ্যারিয়ান হাসান জিপিএ-৫.০০ পিএসসি-২০১২ পিতা : প্রকৌ. এস এম শরীফ হাসান, এফ/৯৫৯৫, মো. রেদওয়ান ইসলাম জিপিএ-৫.০০

পিএসসি-২০১২ পিতা : প্রকৌ. ইখতিয়ার উদ্দীন, এফ/৯৪৯৪, আফিয়া মুশফিকাহ মারজানা জিপিএ-৫.০০ পিএসসি-২০১২ পিতা: প্রকৌ. মো. আলতাফ হোসেন মাহমুদ, এম/২৪৬৬৩, তাসনিয়া জামান শাশ্বতী জিপিএ-৫.০০ পিএসসি-২০১১ পিতা : প্রকৌ. মো. সাইফুজ্জামান, এফ/৭৩৪০ ফাহিম মোরশেদুল ইসলাম জিপিএ-৫.০০ জেএসসি-২০১২ পিতা : প্রকৌ. মো. জাকারিয়া ইসলাম, এফ/৮৭১৫, পুস্পেন্দু বিশ্বাস পল জিপিএ-৫.০০ জেএসসি-২০১২ পিতা : প্রকৌ. পবিত্র কুমার বিশ্বাস, এফ/৮০৪৮, মো. মাহফুজ আনাম (মিতুল) জিপিএ-৫.০০ জেএসসি-২০১১ পিতা : প্রকৌ. মো. আব্দুল গফুর, এফ/৮১২৪, সুমাইয়া আফরিন জিপিএ-৫.০০ এসএসসি-২০১১ পিতা: প্রকৌ. মো. আব্দুল গফুর, এফ/৮১২৪, মাহাবুবা তাবাস্‌সুম জিপিএ-৫.০০ এসএসসি-২০১২ পিতা : প্রকৌ. মো. বুলবুল হোসেন, এফ/৪৯৩০, নাফিসা তাহ্‌সিন জিপিএ-৫.০০ এসএসসি-২০১২ পিতা: প্রকৌ. এস এম নূরুল ইসলাম, এফ/৮৭১৯, সাবিহা তাবাসসুম জিপিএ-৫.০০ এইচএসসি-২০১১ পিতা : প্রকৌ. মো. বুলবুল হোসেন, এফ/৪৯৩০, বি এম গোলাম কিবরিয়া জিপিএ-৫.০০ এইচএসসি-২০১২ পিতা : প্রকৌ. মো. গোলাম সরোয়ার বিশ্বাস, এফ/৪৮১৮ এবং তাহসিন কামাল তনিমা জিপিএ-৫.০০ ও লেভেল-২০১১ পিতা : প্রকৌ. জি এম এম কামাল পাশা, এফ/৪৮৬৪।

সংবর্ধিত শিক্ষার্থী সুমাইয়া আফরিন, নাফিসা তাহ্‌সিন ও সাবিহা তাবাসসুম তাদের বক্তব্যে বলেন, আইইবি যশোর কেন্দ্রের সংবর্ধনা সত্যি অনন্য এবং এটি জীবনে মাইল ফলক হয়ে থাকবে। তারা আইইবি যশোর কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌ. মো. মোস্তাফিজুর রহমানকে এমন একটি অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানান।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, এসব শিক্ষার্থী আগামীদিনের এদেশের খ্যাতিমান প্রকৌশলী, ডাক্তার তথা দেশর সম্পদ।

সংবর্ধিতরা প্রত্যেকেই তাদের নিজ নিজ ছবি সম্বলিত অনন্য ক্রেস্টসহ নগদ এক হাজার টাকা এবং প্রধান অতিথিকে তার নিজ ছবি সম্বলিত অনন্য ক্রেস্ট দেয়া হয়। আপ্যায়নের পর সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

প্রকৌশলী জি এম এম কামাল পাশার দুটি বইয়ের প্রকাশনা অনুষ্ঠান

একুশে বইমেলা ২০১৩ উপলক্ষে ৩০ জানুয়ারি ২০১৩ বুধবার বিকেল ৫.০০ টায় গণপূর্ত অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ যশোর কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌ. জি এম এম কামাল পাশার লিখিত 'নির্মাণ করি সুন্দর বাড়ি এবং ভূমিকম্প সহনীয় ও পরিবেশ বান্ধব দালান নির্মাণ' বই দুটির প্রকাশনা অনুষ্ঠান ও মোড়ক উন্মোচন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এ্যাডভোকেট আব্দুল মান্নান খান এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. প্রকৌ. এম. শামীম

উজ-জামান বসুনিয়া, পিইঞ্জ, প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ ও ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আলী আহাম্মেদ খান, পিএসসি, মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রকৌ. মো. কবির আহমেদ ভূঞা, প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর। সময়োপযোগী ও প্রয়োজনীয় দুটি বই লেখার জন্য বক্তারা লেখক প্রকৌ. জি এম এম কামাল পাশার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং বই দুটি সর্বস্তরের মানুষের কাজে আসবে বলে মত ব্যক্ত করেন। লেখক প্রকৌ. জি এম এম কামাল পাশা বলেন যে, দেশ ও সাধারণ মানুষের প্রতি দায়িত্ববোধ থেকেই নির্মাণ প্রযুক্তি বিষয়ে সাবলীল বাংলা ভাষায় বই দুটি লিখেছেন তিনি । বই লেখার উৎসাহ প্রদানের জন্য লেখক এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত যশোর কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌ. মো. মোস্তাফিজুর রহমানসহ সকল প্রকৌশলীকে ধন্যবাদ জানান।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৩ উদযাপন

২৬ মার্চ ২০১৩ খ্রি. মঙ্গলবার আইইবি যশোর কেন্দ্রে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৩ যথাযোগ্য মর্যদায় উদযাপিত হয়। সকাল ৬.০০ টায় আইইবি কেন্দ্র চত্বরে জাতীয় পতাকা ও আইইবি

পতাকা উত্তোলন করা হয়। এতে নেতৃত্ব দেন সম্মানী সম্পাদক প্রকৌ. মো. মোস্তাফিজুর রহমান। অংশগ্রহণ করেন প্রকৌ. শৈলেন্দ্র নাথ হালদার, প্রকৌ. কাজী মিজানুর রহমান, প্রকৌ. এ কে এম বাদশা মিয়া, প্রকৌ. মো. আব্দুল গফুর, প্রকৌ. মো. মিজানুর রহমান, প্রকৌ. মো. রবিউল আলম, প্রকৌ. মো. শহীদুল আলম, প্রকৌ. মো. ইখতিয়ার উদ্দিন ও তার দুই ছেলে মো. রেদোয়ান ইসলাম এবং মো. রেজওয়ান ইসলাম, প্রকৌ. এস এম শরীফ হাসান, প্রকৌ. মো. আবু সাইদ, প্রকৌ. মো. রফিকুল ইসলাম প্রমূখ। সকাল ৭.০০ টায় সমবেত প্রকৌশলী বর্ণিল ব্যানার ও ফুলের রিং সাথে নিয়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে মনিহার সিনেমা হলের অদূরে কেন্দ্রিয় বিজয়স্তম্ভে স্বাধীনতা যুদ্ধে শাহাদাৎ বরণকারী বীর শহীদদের স্মরণে পুস্পার্ঘ্য অর্পণ করেন।

মহান আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৩ উদযাপন

২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ খ্রি. বৃহস্পতিবার মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বরাবরের মত এবারও যশোর কেন্দ্রে প্রকৌশলী সমাজ যথাযোগ্য মর্যদায় উদযাপন করে। সকাল ৭.০০ টায় প্রকৌশলীসমাজ বুকে কালো ব্যাজ ধারন করে আইইবি চত্বরে জাতীয় পতাকা ও আইইবি পতাকা অর্ধনমিত করে উত্তোলন করা হয়। নেতৃত্ব দেন কেন্দ্রের ভাইস চেয়ারম্যান ও সম্মানী সম্পাদক প্রকৌ. জি এম এম কামাল পাশা ও প্রকৌ. মো. মোস্তাফিজুর রহমান। এতে

অংশ নেন প্রকৌ. শৈলেন্দ্র নাথ হালদার, প্রকৌ. পবিত্র কুমার বিশ্বাস, প্রকৌ. এ কে এম বাদশা মিয়া, প্রকৌ. মো. কামরুজ্জামান, প্রকৌ. মো. এখতিয়ার উদ্দিন ও তার ছেলে মো. রেজওয়ান ইসলাম, প্রকৌ. মো. মিজানুর রহমান, প্রকৌ. মো. রবিউল আলম, প্রকৌ. মো. আব্দুল আজিজ, প্রকৌ. মো. লুৎফর রহমান, প্রকৌ. এস এম শরীফ হাসান প্রমূখ। সকাল ৭.৩০ টায় সমবেত প্রকৌশলীবৃন্দ বর্ণিল ব্যানার ও ফুলের রিং নিয়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে যশোর এম এম কলেজে অবস্থিত কেন্দ্রিয় শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের স্মরণে পুস্পার্ঘ্য অর্পণ করেন।

দিনাজপুর কেন্দ্র

'ইঞ্জিনিয়ার্স ডে' উদযাপন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ দিনাজপুর কেন্দ্রের উদ্যোগে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে ইঞ্জিনিয়ার্স ডে ৬৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ২০১৩ উদযাপন করা হয়। সকাল ৯.০০ টায় দিনাজপুর সড়ক ভবন চত্বরে দিবসটি উপলক্ষে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন সম্মানী সম্পাদক প্রকৌ. মো. মোখলেসুর রহমান।

এ সময় কেন্দ্রের ভাইস চেয়ারম্যান (অ্যাকাডেমিক অ্যান্ড এইচআরডি) প্রকৌ. মো. মাহফুজুর রহমান ও ভাইস চেয়ারম্যান (অ্যাডমিন, প্র. অ্যান্ড এসডব্লিউ) প্রকৌ. ফকির আব্দুর রবসহ বিপুলসংখ্যক প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন। পরে উপস্থিত সকল প্রকৌশলীর অংশগ্রহণে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি দিনাজপুর শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এরপর সড়ক ভবনে চা চক্র শেষে চেয়ারম্যান দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে উপস্থিত সবাইকে অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে বিকাল ৫ টায় এলজিইডি কল্যাণ ও সমবায় সমিতির (এলকেএসএস)-এর কনভেনশন সেন্টারে Faculty of

Agro-Industrial and Food Process & Engineering শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারের শুরুতেই স্বাগত ভাষণ দেন কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌ. মো. মোখলেসুর রহমান। মূল প্রবন্ধ যৌথভাবে উপস্থাপন করেন হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. প্রকৌ. মো. সিদ্দিকুর রহমান ও প্রভাষক প্রকৌ. মো. মোজাফফর হোসেন। প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের প্রাক্তন সদস্য প্রকৌ. মো. আব্দুল মালেক। সভাপতিত্ব করেন আইইবি দিনাজপুর কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌ. মো. মোশাররফ হোসেন।

সেমিনার শেষে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নৈশ ভোজ ও র‍্যাফেল ড্র-এর আয়োজন করা হয়। এতে দিনাজপুর কেন্দ্রের বিপুলসংখ্যক প্রকৌশলী ও তাদের পরিবারবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

মৌলভীবাজার উপকেন্দ্র

উপকেন্দ্রের বিশেষ সাধারণ সভা

আইইবি মৌলভীবাজার উপকেন্দ্রের বিশেষ সাধারণ সভা ৩০ এপ্রিল ২০১৩, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় উপকেন্দ্র অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রকৌ. মো. আবুল হোসাইন খান, নির্বাহী প্রকৌশলী মৌলভীবাজার পৌরসভা। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌ. মো. মিজানুর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী ইইডি, মৌলভীবাজার। উপকেন্দ্রের প্রকৌশলীবৃন্দ বিশেষ সাধারণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভা পরিচালনা করেন অ্যাডহক কমিটির সদস্য-সচিব প্রকৌ. কাজী মেজবাহউল ইসলাম, অধ্যক্ষ, মৌলভীবাজার টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, মৌলভীবাজার।

পবিত্র আল-কুরআন তেলাওয়াত করেন প্রকৌশলী মো. মোয়াজ্জেম হোসেন । এরপর অ্যাডহক কমিটির সদস্য-সচিব বিশেষ সাধারণ সভার উদ্দেশ্য এবং প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। দীর্ঘদিন ধরে আইইবি মৌলভাবাজার উপকেন্দ্রের কোন প্রকার কার্যক্রম না থাকায় তিনি হতাশা ব্যক্ত করেন। প্রকৌশলীরা বাংলাদেশের একটি সম্মানিত পেশাজীবী হওয়া সত্ত্বেও মৌলভীবাজার উপকেন্দ্রের প্রাণের স্পন্দন স্তিমিত হওয়ার উপক্রম হওয়ায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। সাথে সাথে এই কেন্দ্রের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য সকলকে উজ্জীবিত হয়ে কাজ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং এই অনুভূতিকে সামনে রেখেই কাজ করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। পরবর্তীতে উপস্থিত সকলে কেন্দ্রের ভবিষ্যত করণীয় সম্পর্কে উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করে প্রকৌ. মো. মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, আইইবি মৌলভীবাজার উপকেন্দ্র এক সময় শ্রেষ্ঠ উপকেন্দ্র হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিল এবং সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে উপকেন্দ্র জমজমাট ছিল, সকল প্রকার জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হতো। সকল প্রকৌ. সদস্য ও তাদের পরিবারবর্গের অংশগ্রহণে বনভোজনের মত অনুষ্ঠান সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হত। বর্তমানে যারা কমিটিতে আসবেন তারা যেন পূর্বের অবস্থায় কেন্দ্রকে নিয়ে যেতে পারেন এ ব্যাপারে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং সকল প্রকার সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। সভায় উপস্থিত সদস্যগণ একই ধরনের বক্তব্য প্রদান করেন এবং নতুন কমিটি গঠন করার ব্যাপারে তাগিদ দেন।

এরপর সর্বসম্মতিক্রমে ২০১৩ ও ২০১৪ মেয়াদের জন্য প্রকৌ. মো. আবুল হোসাইন খান, নির্বাহী প্রকৌশলী, মোলভীবাজার পৌরসভা, মৌলভীবাজারকে চেয়ারম্যান, প্রকৌ. মো. কামাল পাশা, নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী, মৌলভীবাজারকে ভাইস চেয়ারম্যান, প্রকৌ. মো. মিজানুর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী, ইইডি, মৌলভীবাজারকে ভাইস চেয়ারম্যান এবং প্রকৌ. কাজী মেজবাহউল ইসলাম, অধ্যক্ষ, মৌলভীবাজার টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, মৌলভীবাজারকে সম্পাদক হিসেবে প্রস্তাব ও সমর্থন করে নির্বাহী কমিটি এবং ১৫ সদস্যের কাউন্সিল নির্বাচিত করা হয়।

কমিটি গঠনের পর প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিদ্বয় কারিগরি বিষয়ের উপর কর্মসূচী গ্রহণ করে আইইবিকে গণমুখি প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর, সাধারণ মানুষের সেবার ব্রত নিয়ে প্রকৌশলগত জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে কাজে লাগানোর জন্য প্রকৌশলীদের আহ্বান জানান। অতিথিদ্বয় আইইবি'র বর্তমান জায়গাটি মৌলভীবাজার সাব-সেন্টারের নামে পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে দীর্ঘ মেয়াদি বরাদ্দের উদ্যোগ নেয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

২৮ মে ,২০১৩ খ্রি. মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আইইবি মৌলভীবাজার উপকেন্দ্রের মাসিক সভা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌ. আবুল হোসাইন, নির্বাহী প্রকৌ., মৌলভীবাজার পৌরসভার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উপকেন্দ্রের সম্পাদক প্রকৌ. কাজী মেজবাহউল ইসলাম, অধ্যক্ষ, মৌলভীবাজার টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, বিগত মিটিং-এর সিদ্ধান্ত

সমূহ তুলে ধরে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং কেন্দ্র থেকে অনুমোদিত কমিটির চিঠি পাঠ করে শুনান। উপস্থিত সকল সদস্য স্বতঃস্ফূর্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং উকেন্দ্রের ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোকপাত করেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে কতিপয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

১। কেন্দ্র থেকে যে কমিটি অনুমোদন দেয়া হয়েছে, উক্ত কমিটিতে প্রকৌ. মো. কামাল পাশা, নির্বাহী প্রকৌ., জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলকে ভাইস চেয়ারম্যান রেখে প্রকৌ. মো. মিজানুর রহমান, নির্বাহী প্রকৌ. শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরকে কাউন্সিল সদস্য করে এবং অন্যান্য সকল সদস্যকে ঠিক রেখে পুনরায় অনুমোদন দেয়ার জন্য কেন্দ্রকে অনুরোধ করে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২। আগামী ১ মাসের মধ্যে চেয়ারম্যান, সম্পাদক, প্রকৌশলী কামাল পাশা এবং প্রকৌশলী মো. মিজানুর রহমানকে নিয়ে অত্র উপকেন্দ্রের আওতায় সকল অফিস, বিশেষ করে পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকৌশলীদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩। কেন্দ্রের কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য এবং ফান্ড কালেকশন করার জন্য জনাব ইকরাম হাসান চৌধুরীকে পুনরায় তাগিদ দেয়া হয়।

৪। সেন্টারের জন্য কিছু স্টেশনারি এবং রেজিস্টার ও খেলার সামগ্রী কেনার সিদ্ধান্ত হয়।

৫। দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা আনয়নের জন্য সম্পাদকের ডাটা প্রসেসর ও পিয়নকে যত সামান্য টোকেন মানি দেয়ার ব্যাপারে সকলে ঐকমত্য পোষণ করেন। এ ব্যাপারে সম্পাদকের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে অনুমোদন দেয়া হয়।

৬। রশিদপুর গ্যাস ফিল্ডে সুবিধামত সময় একটি সভা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় চেয়ারম্যান সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি গোষণা করেন।

তারাকান্দি উপকেন্দ্র সংবাদ

প্রকৌ. মো. ফয়সাল হোসেন এবং প্রকৌ. মো. বদরুদ্দোজা এর বিদায় সংবর্ধনা

জেএফসিএল হতে বদলীজনিত কারণে ১৫ মে ২০১৩ প্রকৌ. মো. ফয়সাল হোসেন, সহঃ প্রকৌ. (যা.) এবং প্রকৌ. মো. বদরুদ্দোজা, সহঃ প্রকৌ. (যা.) এর জন্য আইইবি তারাকান্দি উপকেন্দ্রের পক্ষ থেকে এক বিদায় সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। উপকেন্দ্রের ভাইস চেয়ারম্যান প্রকৌ. জ্যোতিষ চন্দ্র রায় এর সভাপতিত্বে জেএফসিএল অফিসার্স ক্লাব মিলনায়তনে অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপকেন্দ্রের অধিকাংশ প্রকৌ. উপস্থিত থেকে বিদায়ী প্রকৌশলীগণের দীর্ঘ কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। উপকেন্দ্রের পক্ষ থেকে বিদায়ী অতিথিদের প্রীতি-উপহার প্রদান করেন উপকেন্দ্রের সম্পাদক প্রকৌ. মো. মমতাজ উদ্দিন।

আইইবি'র ৬৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ এর ৬৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ইঞ্জিনিয়ার্স ডে ২০১৩ উদযাপন উপলক্ষে আইইবি, তারাকান্দি উপকেন্দ্রের পক্ষ থেকে ১৮মে, ২০১৩ দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করা হয়।

১৮ মে সকালে যমুনা ফার্টিলাইজার কোং লি. এর অফিসার্স ক্লাব প্রাঙ্গণ হতে উপস্থিত প্রকৌশলীদের নিয়ে "ইঞ্জিনিয়ার্স ডে ২০১৩" এর ফেস্টুন উড়িয়ে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন উপকেন্দ্রের চেয়ারম্যান

প্রকৌশলী মোঃ মোছাব্বেরুল ইসলাম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে উপকেন্দ্রের চেয়ারম্যান এর নেতৃত্বে বর্ণাঢ্য র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। উপকেন্দ্রের ভাইস চেয়ারম্যান প্রকৌ. জ্যোতিষ চন্দ্র রায়, সম্পাদক প্রকৌ. মো. মমতাজ উদ্দিনসহ উপস্থিত সকল প্রকৌ. র‍্যালিতে অংশ নেন। র‍্যালিটি জেএফসিএল অফিসার্স ক্লাব প্রাঙ্গণ হতে শুরু হয়ে সমগ্র কলোনি প্রদক্ষিণ করে আবার ক্লাব প্রাঙ্গণে ফিরে আসে।

র‍্যালি শেষে জেএফসিএল ক্লাব চত্বরে বৃক্ষরোপণ করা হয়। এতে নেতৃত্ব দেন উপকেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌ. মো. মোছাব্বেরুল ইসলাম। উপকেন্দ্রের ভাইস চেয়ারম্যান প্রকৌ. জ্যোতিষ চন্দ্র রায়, সম্পাদক প্রকৌ. মো. মমতাজ উদ্দিন ছাড়াও এ পর্যায়ে জেএফসিএল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রধান অতিথি হিসেবে প্রকৌশলীদের সঙ্গে বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন।

ইঞ্জিনিয়ার্স ডে ২০১৩ বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠান

কর্মসূচীর দ্বিতীয় পর্যায়ে বিকেল ৫-৩০ ঘটিকায় প্রকৌশলী পরিবারের শিশু ও কিশোরদের চিত্রাংকন ও কুইজ প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়। এতে অংশগ্রহণকারী শিশু ও কিশোরদের ক, খ ও গ তিনটি গ্রুপে ভাগ করা হয়। প্রতিযোগিতায় ক গ্রুপ থেকে রাইয়ান ইসলাম, পিতা প্রকৌ. মো. আলমগীরুল ইসলাম, খ গ্রুপ থেকে মাহজুবা জাবিন, পিতা প্রকৌ. মো. আফাজ উদ্দিন এবং গ গ্রুপ থেকে অর্থী, পিতা প্রকৌ. মো. মমতাজ উদ্দিন প্রথম স্থান অধিকার করে।

সন্ধ্যা ৭.১৫ ঘটিকায় শুরু হয় কারিগরি সেমিনার। সেমিনারের বিষয় ছিল "বিদ্যুৎ এর সাশ্রয়ী ব্যবহার"। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উপকেন্দ্রের সম্পাদক প্রকৌশলী মোঃ মমতাজ উদ্দিন। প্রবন্ধে দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিদ্যুতের চাহিদা, উৎপাদন, বিতরণ ব্যবস্থা, ঘাটতি, কর্তৃপক্ষের সীমাবদ্ধতা, অপচয়, সচেতনতা, সাশ্রয় এবং সর্বোপরি করণীয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা ছিল। তাঁর উপস্থাপনায় সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, এক ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন করার চেয়ে এক ইউনিট বিদ্যুৎ সাশ্রয় করা সহজ ও বেশী লাভজনক এবং বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস সর্বক্ষেত্রে একজনের সাশ্রয় অন্যজনের প্রয়োজনীয় ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। আর তা করা হলে এর সুফল পাবে সমান্তরালভাবে স্বয়ং গ্রাহক এবং সমগ্র জাতি। পরে এ বিষয়ে সম্পূরক বক্তব্য রাখেন মোঃ ইখলাছ উদ্দিন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জেএফসিএল, প্রকৌঃ মো. আলমগীরুল ইসলাম, প্রকৌ. মো. মোয়াজ্জেম হোসেন, মিসেস জ্যোতিষ চন্দ্র রায় এবং মিসেস মমতাজ উদ্দিন। সকলেই তাদের বক্তব্যে প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনাকে অত্যন্ত যুগোপযোগী বলে মন্তব্য করেন।

সেমিনার শেষে প্রকৌ. ও প্রকৌ. পরিবারের সদস্যদের জন্য খেলাধুলা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এতে বিভিন্ন ইভেন্টে প্রকৌ. ও প্রকৌ. পরিবারের সদস্যগণ অংশ গ্রহণ করেন।

এরপর রাত ০৯.৩০ ঘটিকায় আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দসহ উপস্থিত প্রকৌশলীবৃন্দ সপরিবারে প্রীতিভোজে অংশ গ্রহণ করেন।

প্রীতিভোজ শেষে প্রকৌ. ও প্রকৌ. পরিবারে সদস্যদের অংশগ্রহণে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। এতে সংগীত পরিবেশন করেন প্রত্যাশা, তানিশা, শ্রেয়া, মিসেস সেন সুখেন ও মিসেস জ্যোতিষ চন্দ্র রায়। আর কবিতা আবৃত্তি করে রাইয়ান ইসলাম ও ফাতেমাতুজ জোহরা। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটির তত্ত্বাবধান করেন প্রকৌ. মো. মোয়াজ্জেম হোসেন।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ইখলাছ উদ্দিন। তাঁকে সহযোগিতা করেন উপকেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌ. মো. মোছাব্বেরুল ইসলাম ও কাউন্সিল সদস্য প্রকৌ. দেওয়ান আব্দুল মান্নান। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন প্রকৌ. মো. মোয়াজ্জেম হোসেন।

'স্বদেশের ঠাকুর ফেলিয়া...'

ঢাকায় ফ্লাইওভার : কুড়িল ইন্টারচেঞ্জ

*প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ৪ আগস্ট কুড়িল ফ্লাইওভার উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনকালে তিনি দেশের প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। প্রকৃতপক্ষে সরকারের সঠিক নীতি-নির্ধারণ এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে টেকসই ও যুতসই অবকাঠামো নির্মাণে আমাদের প্রকৌশলীরা তাদের যোগ্যতা ও সক্ষমতার আরোও নজির স্থাপন করতে পারবেন। হাতিরঝিল, কুড়িল প্রকল্প সে কথাই বলে। **কুড়িল ইন্টারচেঞ্জ** নিয়ে সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন লিখেছেন রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রধান প্রকৌশলী **মো. এমদাদুল ইসলাম***

আশির দশক থেকে ঢাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে যানজট সমস্যার নিরসনে ওভারপাস, ইন্টারচেঞ্জ, এলিভেটেড রোড বা ফ্লাইওভার নির্মাণের কথা হচ্ছে, কিন্তু বিভিন্ন কারণে এতদিন তা হয়নি। সে সময় থেকে যদি ঢাকার বিভিন্নস্থানে এসব নির্মাণের সংস্কৃতি শুরু হতো এতদিন নিশ্চয়ই রাজধানী ফ্লাইওভারে ঢেকে যেতো! তবে ইতোমধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে শাহজাহানপুর মোড়ে, মহাখালী মোড়ে, বিজয়সরণী রেলক্রসিং আর বনানী রেলক্রসিং ও বিমান বন্দর সড়কে স্টাফ রোডের মোড়ে কয়েকটি ওভারপাস কাম ফ্লাইওভার নির্মিত হয়েছে।

উদ্বোধনের পর প্রধানমন্ত্রী ফ্লাইওভারটি ঘুরে দেখছেন

সর্বশেষ যোগ হয়েছে কুড়িল ইন্টারচেঞ্জে ভিন্নমাত্রার আরেকটি ফ্লাইওভার। এটি নির্মিত হয়েছে **রাজউকের নিজস্ব অর্থায়নে ও সম্পূর্ণভাবে দেশীয় প্রকৌশলীদের পরিকল্পনায়। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান প্রজেক্ট বির্ডাস লিঃ জেভি কাজটির বাস্তবায়নের দায়িত্বে ছিল। তুলনামূলক অনেক কম খরচ ও ব্যয়ে এই ফ্লাইওভারটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়।** ৩.১ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য ও ২.০ কিলোমিটার সড়ক নেটওয়ার্কের সমন্বয়ে এই ফ্লাইওভারটির নির্মাণে সর্বসাকুল্যে প্রায় ৩০০ কোটি টাকার মতো ব্যয় হয়েছে। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই কাজটি বিদেশী উপদেষ্টা ও ঠিকাদারের মাধ্যমে নির্মিত হলে অনেক বেশী ব্যয় হতো, যা দেখা গেছে মহাখালী মোড়ে ওভারপাস নির্মাণের ক্ষেত্রে। বিজয়সরণী রেলক্রসিং, বনানী রেলক্রসিং ও বিমান বন্দর সড়কে স্টাফ রোডের মোড়ে সমন্বিত ফ্লাইওভারটি নির্মিত হয় দেশীয় প্রকৌশলী ও ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। এভাবে বহুমুখী হাতিরঝিল প্রকল্পটিও সম্পূর্ণভাবে দেশীয় স্থপতি-প্রকৌশলী ও নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের প্রকৌশলী ও নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো দিনে দিনে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠছে।

কুড়িল ইন্টারচেঞ্জ রাজধানীর পূর্ব-পশ্চিম, পূর্বাচল ও প্রগতিসরণি দিয়ে যাতায়াত সহজ করে দিয়েছে। কুড়িল রেল ক্রসিং-এ ট্রাফিক চলাচল স্বাভাবিক করেছে।

বনানী রেলক্রসিং ওভারপাস ও বিমান বন্দর সড়কে স্টাফ রোডের মোড়ে ফ্লাইওভার এবং কুড়িল ইন্টারচেঞ্জের ডিজাইনার ছিলেন অধ্যাপক প্রকৌশলী ড. এম আজাদুর রহমান এবং ড. সোহরাবউদ্দিন আহমেদ এর DDC-ACUMEN-DIVINE JV. তন্মধ্যে কুড়িল মোড়ের ডিজাইনটি দেশের ইতিহাসে প্রথম নতুন মাত্রার কারিগরি প্রয়াস। এতে রয়েছে পিসি গার্ডার, ডেক্স স্প্রিন্টার ও বক্স গার্ডারের সমন্বয়ে ৪টি লুপ, যার মধ্যে ২টি ইউ লুপ ও ২টি ওয়াই লুপ; স্প্যান ৬৫টি; র‍্যাম্প ১০টি এবং ২০টি ট্রাফিক ডিরেকশন। ফ্লাইওভারটির সর্বোচ্চ উচ্চতা ১৪.৫ মিটার এবং প্রস্থে ৬.৭ মিটার থেকে ৯.২ মিটার। বিমানবন্দর সড়ক, প্রগতি সরণীর রেলক্রসিং ও পূর্বাচল নতুন শহরের সংযোগ সড়কের সংযোগস্থলে দু'টি T-junctions, সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষের 'হাইট-লিমিটস' ও জলাভূমিতে এই ইন্টারচেঞ্জটির ডিজাইন ও নির্মাণ খুবই জটিল কাজ ছিল। এসব বাস্তবতার বিবেচনায় প্রকল্প উপদেষ্টারা নিজস্ব আঙ্গিক ও ঢংয়ে এই ফ্লাইওভারটির ডিজাইন ও নির্মাণের ব্যবস্থা করেন। বর্ণনামতে আঁকাবাঁকা ৬টি লুপ ও বাই-লুপস আর কয়েকটা At-grade রোডের সমন্বয়ে দেশের ইতিহাসে ব্যতিক্রমধর্মী প্রথম এই ট্রাফিক ইন্টারচেঞ্জের উপর দিয়ে গাড়ী চলাচলে নিঃসন্দেহে একটা ভিন্নমাত্রার অনুভূতি অনুভব করবেন, যা ঘটছে অপর ব্যতিক্রমধর্মী হাতিরঝিল প্রকল্পের পাশ দিয়ে গাড়ী চালানোর ক্ষেত্রেও। রাজধানী ঢাকার পরিকল্পক হিসাবে রাজউক আগামীতে নগরীর যানজট সমস্যা নিরসন, পরিবেশের উন্নয়ন ও জনসাধারণের চিত্ত বিনোদনের প্রয়াসে এধরনের আরো নতুন কিছু প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের চিন্তা-ভাবনা করছে।

ইএসসিবি কার্যক্রম

বর্তমান প্রবল প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে এমন এক প্রকৌশলী জনসম্পদ অত্যাবশ্যক যাদের বহুমুখি যোগ্যতা বিশ্বমানের হতে হবে। সদা পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির সংঙ্গে সংগতি রেখে প্রকৌশলী ও অন্যান্য প্রফেশনাল্‌স্‌দের প্রতিনিয়ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুগোপযোগী, আধুনিক ও প্রাসঙ্গিক জ্ঞান, দক্ষতা ও মানসিকতা প্রদান করার সুবিন্যস্ত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা সৃষ্টি করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে।

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন , বাংলাদেশ এর Motto " Build Better World " বা "উন্নত জগৎ গঠন করুন" এর সাথে সংগতি রেখে ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ এর Vision "Development of Human Resources for Building Better World" এবং Mission "To Prform as the Centre of Excellence for Professional Development" কে সামনে রেখে আইইবি কর্তৃক ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

টার্গেট গ্রুপ (Target Group)

ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ, বাংলাদেশ (ইএসসিবি) এর প্রধান টার্গেট গ্রুপ প্রকৌশলীবৃন্দ হলেও টেকনোলজী এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত অন্যান্য টার্গেট গ্রুপও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

(ক) স্নাতক প্রকৌশলী
(খ) বিজ্ঞানী গোষ্ঠী
(গ) নীতি নির্ধারক
(ঘ) প্রযুক্তিবিদ
(ঙ) ডিপ্লোমা প্রকৌশলী
(চ) অন্যান্য প্রফেশনাল্‌স্‌

সমকালীন চাহিদাকে সামনে রেখে ২০০১ সাল থেকে ইএসসিবি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বিভিন্ন যুগোপযোগী বিষয়ের উপর অনাবাসিক শর্ট কোর্স পরিচালনা শুরু করেছে।

২০১২ সালের জানুয়ারি হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত ১২ মাসে ইএসসিবি ৪৮টি বিভিন্ন বিষয়ের উপর ১৫১টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেছে। এতে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা মোট ৩২৮৬ জন। এর মধ্যে প্রকৌশলী শতকরা ৭০-৭৫ ভাগ এবং ডিপ্লোমা প্রকৌশলী সহ অন্যান্য পেশাজীবী শতকরা ২৫ - ৩০ ভাগ। মোট প্রশিক্ষণ হয়েছে ৩০,০০০ জনদিবস (Man-Days) ।

২০০৮ সালের অক্টোবর মাস হতে মুন্সীগঞ্জ জেলার মেঘনা-গোমতী সেতুর পশ্চিম পার্শ্বে বাউশিয়া ঘাট, গজারিয়ায় অবস্থিত **ইএসসিবি মেইন ক্যাম্পাসে** আবাসিক কোর্স চালু হয়েছে। এই কোর্সগুলো Public Procurement Reform Project-II (PPRP-II) এর আওতায় করা হচ্ছে। প্রকল্পটি বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে Central Procurement Technical Unit (CPTU), IMED, Ministry of Planning কর্তৃক ইতালীয় কনসালটেন্ট FINEUROP কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। ইএসসিবি সরকারের Nominated Sub-Consultant হিসেবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে logistic Support দিয়ে যাচ্ছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মধ্যে ৩ (তিন) সপ্তাহব্যাপী আবাসিক ৮০টি ট্রেনিং কোর্স শেষ হয়েছে। মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ২,৩০০ জনের অধিক । এর মধ্যে শতকরা ৬০ - ৬৫ ভাগ প্রকৌশলী এবং অবশিষ্ট অন্যান্য পেশাজীবী। এছাড়াও ১(এক) সপ্তাহ ব্যাপী ১২টি এবং ৩ দিন ব্যাপী আরও ৭টি কোর্স আছে। ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এ কার্যক্রম চলেছে।

২৬ ডিসেম্বর ২০১১ থেকে LGED এর Sub-Assistant Engineer (SAE) দের জন্য Foundation Course শুরু হয়েছে। প্রতিটি Foundation Course এর মেয়াদ এক মাস। প্রতি ব্যাচে ৩৫ জন প্রশিক্ষণার্থী থাকে । প্রায় ৭০০ জন SAE কে এ প্রশিক্ষণ দেবার প্রোগ্রাম আছে। এখন পর্যন্ত ৩৫০ জনের প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে। এছাড়া ইএসসিবি'র নিজস্ব তত্ত্বাবধানে Ministry of Health & Family Welfare (MOHFW) এর PPR বিষয়ে ১ সপ্তাহ মেয়াদী ৫টি কোর্স, Power Sector এর e-GP(Electronic Government Procurement) এর উপর ২টি, BADC এর Irrigation Management System এর উপর ৫দিন ব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ কোর্স সহ আরো কিছু কোর্স মেইন ক্যাম্পাসে করানো হয়েছে। এছাড়া Power Sector এর বিভিন্ন বিষয় যেমন, CDM, Tariff Management এবং PPR এর উপর আরো প্রায় ১৫টি কোর্স সিটি ক্যাম্পাসে সমাপ্ত হয়েছে।

ইএসসিবি নির্মাণ প্রকল্প-২য় পর্ব

বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন খাত হতে ২০০৬ সাল পর্যন্ত প্রাপ্ত 1st Phase এ ১০ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আংশিকভাবে প্রশাসনিক ভবন, একাডেমিক ভবন, ডরমেটরি, ডাইনিং হল এবং একটি Conference হল তৈরি করা হয়েছে। Dormitory এর Capacity ছিল প্রায় ৪০ জন। অন্যান্য স্থাপনাও অপ্রতুল হওয়ায় Second Phase প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। 2nd Phase এ ২১ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত প্রকল্প ২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে সরকার অনুমোদন দিয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক তা বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২য় পর্বের কাজ শেষ হলে ক্লাসরুম, ল্যাব এবং ডরমিটরী সুবিধাও বৃদ্ধি পাবে। ফলে অধিক সংখক উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের সুযোগ হবে।

ওএসবিবি সংবাদ

ওকুপেশনাল সেফটি, হেলথ এন্ড এনভায়রণমেন্ট ম্যানেজমেন্ট শীর্ষক সেমিনার

"ওকুপেশনাল সেফটি হেলথ অ্যান্ড এনভায়রণমেন্ট ম্যানেজমেন্ট" শীর্ষক ৩ দিনের প্রশিক্ষণ ১২-১৪ মে, ২০১৩ আইইবি সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান "ওকুপেশনাল সেফটি বোর্ড অব বাংলাদেশ" (ওএসবিবি) এবং "ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ অব বাংলাদেশ" (ইএসসিবি) এর যৌথ উদ্যোগে এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ২৪তম এই প্রশিক্ষণ কোর্স অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে সমাপ্ত হয়েছে।

উক্ত প্রশিক্ষণটিতে পিডব্লিউডি, বাপেক্স, গার্মেন্টস, বিআরটিএ, বাংলাদেশ এয়ার ফোর্স (বিএএফ), বাংলাদেশ নেভী (ড্রাই ডক এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং), স্কয়ার হাসপাতাল, প্রাইভেট রিফাইনারি, শেভরন, এনার্জি প্যাক, প্রাইভেট কেমিক্যাল প্রোসেস ইন্ডাস্ট্রিজ, রেনিবো অটোমেশন, বিডি ল্যাম্পস্, বিসিআইসি, প্রাইভেট পাওয়ার কোম্পানিসমূহ, ফার্মাসিউটিক্যালস্ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান থেকে এসব মোট ৫৮ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

সনদ বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইএসসিবি'র রেক্টর অধ্যাপক ড. প্রকৌ. এম.এ.হান্নান। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন আইইবি প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. প্রকৌ. এম. শামীম উজ-জামান বসুনিয়া, পিইঞ্জ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইইবি'র ভাইস-প্রেসিডেন্ট প্রকৌ. মো. আব্দুর রউফ এবং রিসোর্স পার্সোনেল ড. হাফেজ আহমেদ ও প্রকৌ. দেলোয়ার বখ্‌ত, পিইঞ্জ। কোর্সটির পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন প্রকৌ. তৈয়বুর রহমান, পিইঞ্জ, রেজিস্ট্রার ওএসবিবি, আইইবি।

জাতীয় শিল্প ও স্বাস্থ্য কাউন্সিলে পাঁচ জন আইইবি প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার কর্তৃক গৃহীত

বাংলাদেশ দ্রুত উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে গত কয়েক দশকে শিক্ষা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহ বিভিন্ন খাতে প্রভূত উন্নতি সাধন করছে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ও নিরাপদ কর্মস্থল নিশ্চিতকরণ বিষয়ে তেমন কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি। বিশেষ করে শিল্প-কারখানার বড় বড় দুর্ঘটনার কারণে দক্ষ মানবসম্পদের প্রাণহানিসহ দেশের বিপুল সম্পদের ক্ষতি হয়েছে। আইএলও এর তথ্য মতে বাংলাদেশে বৎসরে প্রায় ১২ হাজার লোক মারাত্মক দুর্ঘনার শিকার হন। এছাড়া কর্মক্ষেত্রে পেশাগত ব্যাধির কারণে হাজার হাজার লোক অকালে মৃত্যুবরণ করেন, স্বাস্থ্যহানিসহ বহু লোক পঙ্গুত্ব বরণ করেন।

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ দেশের প্রকৌশলীদের একমাত্র জাতীয় পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান এবং এর সদস্য প্রকৌশলীগণ দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকায় সেফটি অপরিহার্যতার বিষয়ে গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেন। স্বাভাবিক সচেতনতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার উপলব্ধিতে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ ২০০৩ সালে ওকুপেশনাল সেইফটি বোর্ড অব বাংলাদেশ (ওএসবিবি) নামে একটি কর্পোরেট শাখা প্রতিষ্ঠা করেছে। দেশে বিদেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও বিভিন্ন পেশায় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রকৌশলীগণ বিশেষজ্ঞ সদস্য হিসেবে এ প্রতিষ্ঠানে যুক্ত আছেন। এছাড়া স্বাস্থ্যসেবায় অভিজ্ঞ চিকিৎসক এবং পরিবেশ পেশার সাথে যুক্ত অভিজ্ঞ পরিবেশবিদগণ এর সদস্য।

বিশ্বের বহুদেশে জাতীয় সেফটি কাউন্সিল ও সেফটি নীতিমালা থাকলেও বাংলাদেশে ইতোপূর্বে তা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ওএসবিবি- এর নিরলস্ প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত ত্রিপক্ষীয় (কারখানা মালিক, শ্রমিক ও সরকার)) সদস্যদের সমন্বয়ে ২৩ সদস্যের একটি জাতীয় শিল্প ও স্বাস্থ্য নিরাপত্তা কাউন্সিল ২০০৬ সালে গঠন করেছে। পরিতাপের বিষয়, উক্ত কমিটিতে প্রকৌশলীদের সদস্য হিসেবে যুক্ত করা হয়নি, অথচ সেইফটি ও পেশাগত স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ টেকনিক্যাল এবং অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের আলোকে বিবেচ্য বিষয়। সার্বিক বিবেচনায় ওএসবিবি, আইইবি এর অভিজ্ঞ প্রকৌশলীগণ নিরাপদ কর্ম পরিবেশ সৃষ্টিতে ও দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রেখে চলেছেন।

আমরা প্রয়াত জননন্দিত প্রকৌ. কামরুল ইসলাম সিদ্দিক, পিইঞ্জ, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আইইবি'র নিকট কৃতজ্ঞ এবং তাঁকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। কারণ তিনি ওএসবিবি প্রতিষ্ঠায় আমাদের প্রস্তাবটি অনুমোদন দিয়েছিলেন। দীর্ঘ ১০ বৎসর পথ পরিক্রমায় ওএসবিবি সরকার কর্তৃক "জাতীয় শিল্প ও স্বাস্থ্য সেফটি কাউন্সিল" গঠনে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে। ২৫টি আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভা ও আইইবি ঢাকা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, রাজশাহী, খুলনা ও সিলেট কেন্দ্রে ৯টি ওয়ার্কশপ করে "ওকুপেশানাল সেফটি অ্যান্ড হেলথ পলিসি" প্রণয়ন করতে সমর্থ হয়েছে।

১৫ জুলাই, ২০১৩ "জাতীয় শিল্প ও স্বাস্থ্য নীতিমালা" মন্ত্রী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, সেফটি কাউন্সিলে ইতোপূর্বে গৃহীত ০৭ জন সচিব, ০৭ জন মালিক ও ০৭ জন শ্রমিকের পাশাপাশি এখন থেকে ০৫জন প্রকৌশলীকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ওএসবিবি আইইবি'র এটা একটা বড় অর্জন। ভবিষ্যতে যাতে বড় ধরণের দুর্ঘটনা না ঘটে তার জন্য প্রকৌশলীদের অবদান রাখার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে জাতীয় বিপর্যয়ের সময়ে আইইবি সর্বাত্মক সহযোগিতা দিতে সক্ষম হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

- ওএসবিবি প্রতিবেদন।

চিঠিপত্র

[মতামত পত্র লেখকদের]

ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ এর কাছে প্রত্যাশা

'ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ' বাংলাদেশ এর প্রকৌশল পেশাজীবী সম্প্রদায়ের একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ-এর নিয়মিত প্রকাশনা ও মুখপত্র। বাস্তবে 'ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ' ইনস্টিটিউশন এর মুখপত্র হিসেবে পরিচিত। পরিচিতির এ গন্ডি পেরিয়ে আমাদের এ প্রকাশনাটি অতীতে কোন কোন সময়ে প্রকৌশলী সমাজের বাইরেও পাঠক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। নব্বই দশকের শেষের দিকে 'ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ' এর উদ্যোগে বিতর্কিত 'Flood Action Plan'-এর ওপরে আইইবি মিলনায়তনে দিনব্যাপী মুক্তআলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী জামিলুর রেজা চৌধুরী তখন আইইবি প্রেসিডেন্ট এবং ড. প্রকৌশলী এম. এ. কে আজাদ সম্মানী সাধারণ সম্পাদক এবং 'ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ' সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি ছিলেন। মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন প্রকৌশলীসহ অন্যান্য পেশাজীবীবৃন্দ, রাজনীতিকবৃন্দ, একাডেমিশিয়ান এবং বিশিষ্ট সাংবাদিকবৃন্দ। মুক্ত আলোচনায় গৃহীত সুপারিশমালা তৎকালীন সরকারের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়। কথিত মুক্তআলোচনাটি জনস্বার্থে সফল ভূমিকা রাখে, কেননা পরবর্তী সময়ে সমালোচনার মুখে সরকার বিশ্বব্যাংকের এই 'প্রেসক্রিপশন' পরিত্যাগ করে। আইইবি-এর গঠনতান্ত্রিক সীমাবদ্ধতার কারণে এ ধরনের জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলগত বিষয়ে মতামত সংগঠনের দায়িত্ব 'ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ'ই করতে পারে।

আমার বিবেচনায় ইনস্টিটিউশন এর কর্মকান্ডের সংবাদ প্রকাশের পাশাপাশি আমাদের পত্রিকাটি প্রকৌশল, প্রযুক্তি ও জাতীয় উন্নয়ন বিষয়ে আগ্রহী পাঠকদের চাহিদা পূরণেও সফল ভূমিকা রাখতে পারে, কেননা দেশে ক্রীড়া, সংস্কৃতি, চলমান রাজনীতি ও অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সাংবাদিকতার বিকাশ হলেও প্রযুক্তি ও প্রকৌশলগত বিষয়ে সাংবাদিকতা এখনও গড়ে ওঠেনি বরং শূন্যতা রয়েছে। প্রকৌশল ও প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং বিকাশ, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলগত বিষয়, পরিবেশ, প্রতিবেশ ইত্যাদি বিষয়ে লেখালেখি প্রকাশ করে 'ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ' ব্যাপক সচেতন পাঠিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। এছাড়াও খ্যাতনামা ও প্রবীণ প্রকৌশলীদের সাক্ষাৎকার এবং আইইবি'র প্রকৌশল বিভাগ এবং কেন্দ্র-উপকেন্দ্র সমূহের ইতিহাস বিষয়ক নিবন্ধ প্রকাশনার মাধ্যমে আইইবি'র আর্কাইভ স্থাপনের বিষয়েও সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

পাশাপাশি 'ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ' নিয়মিত প্রকাশনার মাধ্যমে জাতীয় পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন সামাজিক দায়বদ্ধতার আলোকে জনস্বার্থে অধিকতর কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

'ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ' এর বিজ্ঞ সম্পাদকমন্ডলী সমীপে উপরোক্ত প্রস্তাবনা সবিনয়ে উপস্থাপন করছি।

প্রকৌ. এম. সিরাজুল আলম স্বপন, এফ-৫৫৫৫
প্রাক্তন সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক
আইইবি।

আইইবিতে নেতৃত্বের গতিশীলতার স্বার্থে

প্রকৌশলীদের Efficiency Enhancement-এর জন্য আইইবি-তে গতানুগতিক একই নেতৃত্বের বদলে নতুন ধারার নেতৃত্ব প্রয়োজন। এতে করে প্রকৌশলীগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ, জ্ঞান অর্জন ও দক্ষতা উন্নয়নে উৎসাহিত হবে। প্রকৌশলীদের উৎকর্ষতা সমাজের পজেটিভ অগ্রযাত্রাকে বেগবান করবে। ভবিষ্যতের যোগ্য ও সৎ নেতৃত্ব বর্তমান নেতৃত্বের দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করে সৃষ্টিশীল নতুন নতুন কর্মসূচী হাতে নিবে এবং আইইবি'র সদস্যগণ যাতে এ সকল কর্মসূচীতে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করে তা নিশ্চিত করবে। এ নেতৃত্ব বর্তমান ডিজিটাল প্রযুক্তির যুগে প্রত্যেক প্রকৌশলী তাদের স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে যাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে সেভাবে প্রশিক্ষিত করে তোলার প্রয়াস গ্রহণ করেব। আমাদের দেশের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে প্রকৌশলীদের অবদানকে খাটো করে দেখার প্রবণতা রয়েছে। প্রকৌশলীদের নিরঙ্কুশ অবাধ সমর্থন নতুন নেতৃত্বের প্রতি অবিচল থাকবে। তাই প্রকৌশলী সমাজের পক্ষে হিতকর এবং সমাজের জন্য কল্যাণকর কর্মপদ্ধতি সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য ও টেকসই হবে। রাষ্ট্রের বিভিন্ন সেক্টরে প্রকৌশল পেশার সমস্যা ও দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করে গ্রুপভিত্তিক অ্যাকশন প্লান ঠিক করতে হবে। পরবর্তীতে ঐ এ্যাকশন প্লান অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য কর্মসূচী যেমন প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ, ভ্রমণ ইত্যাদি প্রণয়ন করে নির্বাচিতব্য নতুন নেতৃত্ব সকলের নিকট আস্থাভাজন হবে। আমরা আইইবি'র সাফল্যের জন্য নতুন নেতৃত্ব আশা করি।

প্রকৌ. সজল কান্তি বণিক, এফ-৮৬১৩
ঢাকা।

সবুজঘেরা আইইবি চত্বরের স্বপ্ন

ঢাকার রমনার একটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত এলাকায় রমনা পার্কের বৃক্ষরাজির সুশীতল ছায়া পেরিয়ে আইইবি চত্বরে প্রবেশের মুহূর্তে সবুজের ছোঁয়া হৃদয়ের খোরাক জোগায়। আইইবি চত্বরে এসে আমরা প্রকৌশলীরা নিজেদের প্রাণে একধরনের প্রশান্তি অনুভব করি। আইইবি'র নতুন ভবন প্রকৌশলীদের পেশাগত উন্নয়ন, পারস্পরিক মত বিনিময়, নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধির পাশাপাশি এ চত্বরকে একটি অনুপম সৌন্দর্যও উপহার দিয়েছে। কিন্তু আইইবি চত্বরে প্রবেশের আগে আমরা যে সবুজের ছোঁয়ায় অবগাহন করে আসি, চত্বরে প্রবেশের পর সেটি প্রায় অনুপস্থিতই বলা চলে। এ চত্বরের বিশাল এলাকাকে কি আমরা ঢাকার অন্য পাঁচ/দশটি এলাকার মত ইট-কাঠের ভবনের সমাহারই দেখতে চাই? একে কী আমরা একটু অন্যভাবে গড়ে তুলতে পারি না? বিভিন্ন ভবনের পাশাপাশি এ চত্বরকেও আমরা সবুজের সমারোহ ঘটিয়ে একে একটি সুন্দর অবয়ব দিতে পারি।

পরিবেশ মোকাবেলার জন্যও আমাদের বৃক্ষরোপন খুবই জরুরি। সেক্ষেত্রে আইইবি চত্বরকে বিভিন্ন বৃক্ষরোপনের মাধ্যমে একটি অনিন্দ্যসুন্দর রূপ দেয়ার পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষায়ও তা একটি বড় ধরনের ভূমিকা রাখবে। এছাড়া বিভিন্ন করণে আইইবি চত্বরে এবং আইইবি অডিটোরিয়ামে বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণীর অনেক মানুষের এবং দেশের নীতি-নির্ধারকদের আগমন ঘটে। ফলে বৃক্ষ শাভিত এ চত্বর অনেকের কাছে অনুকরণীয় বিষয়ও হতে পারে। আমাদের সন্তানেরাও বাবা-মায়ের হাত ধরে এ চত্বরে ঘুরে বেড়িয়ে পেয়ে যাবে প্রকৃতির পাঠশালার হাতে খড়ি। আইইবি কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি ভেবে দেখার অনুরোধ রইলো।

প্রকৌ. সুব্রত দাশ, এফ-১০৪৯২
চট্টগ্রাম।

সদস্যপদ নবায়ন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

আইইবি'র সম্মানিত সদস্যদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের ৫৬৭তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আইইবি'র Defaulter সদস্যদের সদস্যপদ নবায়নের (Membership Renewal) জন্য নিম্নোক্ত বিশেষ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা হ'ল ঃ

যে সকল সদস্যের ২ (দুই) বা ততোধিক বছরের চাঁদা বকেয়া রয়েছে, তাঁরা ১ (এক) বছরের বকেয়া চাঁদা এবং পুনঃভর্তি ফি প্রদানের মাধ্যমে সদস্যপদ নবায়ন (Renewal) করতে পারবেন। এ সুযোগ ১লা জুলাই ২০১৩ হতে ৩০শে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বলবত থাকবে।

নিম্নে এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হল ঃ

বিবরণী	বকেয়া চাঁদা	চলতি চাঁদা	পুনঃভর্তি	মোট টাকা
ফেলো	৬০০.০০	৬০০.০০	৪০০.০০	১,৬০০.০০
সদস্য	৩৫০.০০	৩৫০.০০	২৫০.০০	৯৫০.০০
সহযোগী সদস্য	১৭৫.০০	১৭৫.০০	১৫০.০০	৫০০.০০

প্রকৌশলী মিয়া মোহাম্মদ কাইউম
সম্মানী সাধারণ সম্পাদক

30 Years Of Continuous Growth

Railway Track Construction
Power Generation Plant
National Lubricants Blending
Stainless Steel Products
Manufacturing of Steel Sleepers
Manufacturing of Concrete Sleepers
Manufacturing of Track Fittings
Automobile Products
Export Import Business
Real Estate Business

MAX

MAX GROUP

27, Dilkusha Commercial Area, Baitul Hossain Building, 6th Floor, Dhaka-1000, Bangladesh
Tel: +880-2-7170602, 9555903, 9562927; Fax: +880-2-9568646
Email: info@maxgroup-bd.com ; web: www.maxgroup-bd.com